ভাষাতত্ত্ব।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য ভাষার তত্ত্বানুশীলন।

[illegible]শ্রীনাথ সেন প্রণীত।

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক—সান্যাল এণ্ড কোম্পানী,
[illegible]রবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩১৬, ভাদ্র।

ভাষাতত্ত্ব।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য ভাষার তত্ত্বানুশীলন।

শ্রীশ্রীনাথ সেন প্রণীত।

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ।
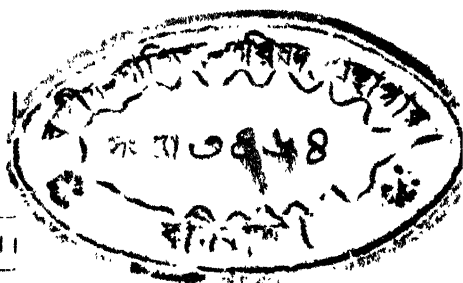
প্রকাশক সান্যাল এণ্ড কোম্পানি,
২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ।

 মূল্য ১, এক টাকা।

অনুবন্ধ।

যে সকল ভাষার ইতিহাস আছে তন্মধ্যে সংস্কৃত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কেবল প্রাচীন নয়, সর্ব্বপ্রকারেই অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। ইহা আর্য্যভাষা এবং ইহার আদি ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ। সেই সংস্কৃতভাষী বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী প্রাচীন আর্য্যজাতি সিন্ধু নদীর নিকট বাস করিয়াছিলেন বলিয়া এখন তাঁহারা হিন্দু নামে পরিচিত। এই জন্য বেদকে এখন হিন্দুর ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতকে এখন হিন্দুর ভাষা বলা যায়।

সকল ভাষারই দুইরূপ, লিখিত এবং কথিত। লিখিত ভাষা মার্জ্জিত এবং কথিত ভাষা অমার্জ্জিত এবং অশুদ্ধোচ্চারিত। হিন্দুর লিখিত ভাষাকে সংস্কৃত এবং কথিত ভাষাকে প্রাকৃত বলে।

কথিত ভাষাতে যেমন উচ্চারণ দোষ হয় তেমন ব্যাকরণ দোষও হইয়া থাকে; ঐ সকল উচ্চারণ দোষ এবং ব্যাকরণ দোষ দেশ কাল পাত্র বিশেষে বিভিন্ন প্রকার হয়; কারণ কেহ এক প্রকার দোষ করে কেহ অন্য প্রকার দোষ করে। 'শকুন্তলা' প্রভৃতি যে সকল নাটক আছে তাহাদের সময়ের পূর্ব্বে কিরূপ ভাষাতে কথোপকথন হইত তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ কথিত ভাষা কখনও লিখিত হইত না। নাটকাদিতে বর্ণনীয় বিষয় সকল চিত্রের ন্যায় অবিকল দেখাইতে হয়; এই জন্য নাটকে স্থানে স্থানে প্রাকৃত ভাষা সন্নিবেশিত হয়। অতএব যখন এদেশে নাটক হইয়াছিল সেই সময় হইতেই আমরা প্রাকৃত ভাষাকে পুস্তকে দেখিতে পাইতেছি। পিঙ্গলাচার্য্য কৃত ছন্দঃ শাস্ত্রে প্রাকৃত পদ্য রচনা আছে তাহা হইতে

কথোপকথনের ভাষা কিরূপ ছিল তাহার কথঞ্চিৎ অনুভব করা যায়। সেই সময়ের কথিত ভাষাতে এবং বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত কথিত ভাষাতে উল্লিখিত কারণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

প্রাকৃত যদিচ মৌখিক ভাষা মাত্র কিন্তু যাহারা সংস্কৃত শিক্ষা না করিত তাহারা সেই মৌখিক ভাষাতেই নিত্য প্রয়োজনীয় লেখা পড়ার কার্য্য করিত। ক্রমে সেই লেখা পড়া শিক্ষার জন্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালার সৃষ্টি হইল। তথায় কেবল পত্রাদি কিরূপে লিখিতে হয় তাহা এবং কার্য্যকরী গণিত (practical arithmetic) শিক্ষা হইত আর উচ্চ শিক্ষা সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে হইত।

এই প্রকারে মৌখিক ভাষাতে লেখা পড়া করার নিয়ম প্রথম প্রচলিত হয়। তাহার মূলেই অনিয়ম, কারণ, শব্দ সকল মুখে যে প্রকার উচ্চারণ করা হয়, লিখিতে সেইরূপ করিয়া লেখা অবিধি, যেমন শিব শব্দের "ছিও" উচ্চারণ করিলে তাহা লিখিতে ছিও লিখিতে হয় না ; শিব লিখিয়াই "ছিও" বলিয়া থাকে। আর "সর্ব্ব" শব্দকে যদি মৌখিক "ছব" অথবা "সব" বলে তাহা লিখিতে "সর্ব্বই" লিখিত হয়, "সব" বা "ছব" লেখা অনিয়ম। কিন্তু শিক্ষাভাবে সাধারণ লোকে যখন ভাষাজ্ঞান এক কালে হারাইয়াছিল তখন "ছিও" এবং "ছব" শব্দের মূল যে "শিব" এবং "সর্ব্ব" তাহা আর জানিত না। সুতরাং যে যে শব্দ যে প্রকার উচ্চারণ করিত সে সেইরূপই লিখিতে লাগিল। এই প্রকারে পত্রাদি লেখার কার্য্য এবং বাণিজ্যাদির নিত্য প্রয়োজনীয় লেখা পড়ার কার্য্য হইতে লাগিল। ক্রমে ঐ

আকারে প্রথম ছড়া পাঁচালী পরে পদ্য গদ্য পুস্তকও রচিত হইতে লাগিল। সেই কথিতাকারে লিখিত ভাষার নাম এখন "বঙ্গ ভাষা" "হিন্দিভাষা" "উৎকল ভাষা" প্রভৃতি হইয়াছে।

"বঙ্গ ভাষা" প্রভৃতি যে সেই "কথিতাকারে লিখিত সংস্কৃত ভাষা" তাহা ভুলিয়া গিয়া এখন লোকে তাহাদিগকে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র এক এক স্বাধীন মিশ্র ভাষা মনে করে, তাহা যে ভ্রম এবং ইহারা যে সংস্কৃতের মৌখিক ভাষা, আর, মৌখিক ভাষাতে যে উচ্চারণ ব্যতিক্রম এবং ব্যাকরণ দোষ হইয়া থাকে এবং সেই জন্য যে কথিত ভাষাকে লিখিত ভাষা হইতে স্বতন্ত্র ভাষা বলা যায় না এই সকল প্রদর্শন করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

এক দিকে সংস্কৃত অন্য দিকে তাহার কথিত ভাষা "বাঙ্গালা", "হিন্দি", ইত্যাদি। মধ্যবর্ত্তী স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন। সুতরাং কথিত ভাষার কোন্ শব্দ, এবং কোন্ বিভক্তি বা প্রত্যয় সংস্কৃত এবং কোন্টী সংস্কৃত নয়, তাহা লোকে বুঝিতে পারে না। এই কারণেই কথিত ভাষাকে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র মিশ্র ভাষা মনে করে। সেই অন্ধকার এবং তৎসহ সেই কুসংস্কার বিদূরিত হইয়া যাউক এই বাসনায় এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রাকৃত বলিলে অনেকে "শকুন্তলা" প্রভৃতির প্রাচীন প্রাকৃত মনে করেন, কিন্তু তাহা নয়। শকুন্তলা যে প্রকার বলিতেন তাহাও প্রাকৃত ছিল, আমরা এখন যেরূপ বলি তাহাও প্রাকৃত। এই পুস্তকে আমরা যখন প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ করিব তখন যেন পাঠকগণ "বঙ্গ ভাষা" ভিন্ন শকুন্তলাদির প্রাকৃত মনে না করেন। ঐ সকল প্রাকৃতকে আমরা পশ্চিম দেশীয় প্রাচীন প্রাকৃত বলি।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

দ্বিতীয় বারে প্রথম খণ্ডের স্থানে স্থানে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া মুদ্রিত করা হইল। প্রথম সংস্করণের যে সকল সমালোচনা হইয়াছিল তজ্জন্য সহৃদয় সমালোচক মহাশয়দিগের নিকট চির-ঋণী হইয়া রহিয়াছি। এই নিরস গ্রন্থ যাঁহারা কষ্ট করিয়া মনোযোগের সহিত পাঠ করেন আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি।

শ্রীশ্রীনাথ সেন।

সূচি পত্র।

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

১ম অধ্যায়।

২য় অধ্যায়।

৩য় অধ্যায়।

৪র্থ অধ্যায়।

৫ম অধ্যায়।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

৭ম অধ্যায়।

৮ম অধ্যায়।

৯ম অধ্যায়।

১০ম অধ্যায়।

১১শ অধ্যায়।

—:—

অশুদ্ধি শোধন ।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	১৬	নই	নাই
১৭	১৯	এলং	এবং
২০	১৫	(অস্পষ্ট)	ভূতে
২৯	২০	অগমৎ !	অগমৎ ।
৩০	১৩	হয় !	হয় ।
৪৪	২১	(অস্পষ্ট)	স
৪৭	১	আভাষ	আভাস
১১১	৯	করিরা	করিয়া
ঐ	২১	কোন্	কোন
১১৩	১	২৪	২৩
২২১	২১	করিয়াছিল	করিয়া ছিল
১৩৯	৫	পুত্র	পুত্রঃ
ঐ	৮	পাচক	পাচকঃ
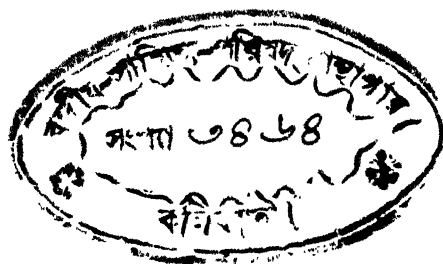
ভাষাতত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

ভাষাতত্ত্ব কি?

কোন ভাষার আদি, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা, এবং আদি হইতে তাহা যে সূত্রে, যে নিয়মানুসারে বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয়, এই সকল মৌলিক তত্ত্বের নাম ভাষাতত্ত্ব। মানবজাতি প্রথমতঃ স্বাভাবিক নিয়মে কার্য্য করিতে থাকে, তাহা স্বাধীন বুদ্ধির ক্রিয়া নহে, কিন্তু ঐ সকল ক্রিয়া দ্বারাই বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়। তখন 'ইহা কিজন্য করি' 'এই নিয়মে কিজন্য চলি' এই সকল প্রশ্ন মনে উদিত হয়। 'এই কার্য্য এইরূপে না করিয়া অন্যরূপে করিলে হয় কি না' তখন এই প্রকার অনুসন্ধানের ভাব মনে আসে এবং তাহার ক্রিয়া হইতে থাকে। তখন আদি স্বভাবের কার্য্য ও নিয়ম সকল বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা মার্জ্জিত হইয়া ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করে, এবং কার্য্যকারণের আলোচনা হইয়া সুনিয়ম সকল

তাহার প্রয়োজন।

প্রকাশ হয়। অগ্রে কার্য্যকারণের সমালোচনা না হইয়া কোন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। ভাষার যে নিয়ম তাহার নাম ব্যাকরণ, অতএব অগ্রে ভাষার আদ্যন্ত সমালোচিত না হইয়া তাহার বিশুদ্ধ ব্যাকরণ ও অভিধান হইতে পারে না। ভাষার মৌলিক তত্ত্ব সকল সমালোচনা করিলে কোন্ বিষয়ে নিয়ম করিতে হইবে এবং কি প্রণালীতে করিতে হইবে তাহা জানা যায়। ব্যাকরণ তদনুসারে নিয়ম করে। এইরূপে ব্যাকরণ প্রকটিত হইলে এবং তদনুযায়ী অভিধান প্রণীত হইলে ভাষা বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়।

লিখিত ও কথিত ভাষার পার্থক্য

সভ্যদেশমাত্রেই ভাষা দ্বিবিধ, লিখিত এবং কথিত। তাহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে লিখিত ভাষা ব্যাকরণশুদ্ধ এবং অবিকৃত আর কথিত ভাষাতে ব্যাকরণ ভুল থাকে এবং শব্দ সকল কুঞ্চিত ও বিকৃত হইয়া উচ্চারিত হয়। যে ভাষা যত আধুনিক তাহার লিখিত ও কথিত ভাষার পার্থক্য তত অল্প, আর যে ভাষা যত প্রাচীন তাহার লিখিত ও কথিত ভাষার পার্থক্য তত অধিক। কথিত এবং লিখিত ভাষার বিভিন্নতার কারণ এই যে, লোকে যখন অশাসিত ভাবে যার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ লিখিতে এবং বলিতে আরম্ভ করে তখন ব্যাকরণ সৃষ্ট হইয়া সেই স্বেচ্ছাচারিতাকে শাসন করে। যাঁহারা, সেই

ব্যাকরণ পড়েন, তাঁহারাই তাহার নিয়মে শাসিত হইয়া তন্মত ভাষা লিখেন এবং বলিতেও চেষ্টা করেন। কিন্তু অপর সাধারণ ব্যক্তিগণ পূর্ব্ববৎ অশাসিতভাবেই বাক্য বলিতে থাকে। এই কারণে সাধারণ লোকের কথায় মধ্যে মধ্যে ব্যাকরণের নিয়ম ভঙ্গ হয়। এমন কি শিক্ষিত লোকেরাও কথা বলিতে সকল সময়ে ঠিক ব্যাকরণানুযায়ী বলিতে পারেন না।

শব্দের উচ্চারণ কথিত ভাষায় কুঞ্চিত হয়, কারণ সর্ব্বদা যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহা স্বভাবতঃ লোকে সংক্ষেপ করিয়া বলে। যেমন বিবাহ = বিহা, Worcester = ooster, pantaloon = pant, আর উচ্চারণের বিকৃতি হয়, যথা 'র' স্থানে 'অ,' 'স' স্থানে 'হ,' 'ল' স্থানে 'ন' ইত্যাদি। সাধারণ লোকের কথিত ভাষায় এইরূপ উচ্চারণ দোষ স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য।

আর্য্যদের ভাষার একটী বিশেষ নাম ছিল না। ইহাকে ভাষাই বলিত এবং ভাষা শব্দেই আর্য্যভাষা বুঝাইত,

"ব্রাহ্মী তু ভারতী ভাষা
গীর্ব্বাগ্‌বাণী সরস্বতী"—(অমর কোষ)

সংস্কৃত ভাষা কাহাকে বলে।

পরে যখন ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়া ভাষার সংস্কার হয় তখন ইহার নাম সংস্কৃত ভাষা হইল, এবং সাধারণ লোকে ব্যাকরণ দ্বারা অনুশাসিত না হইয়া

প্রাকৃত ভাষা বা ভাষা কাহাকে বলে।

যেরূপ ভাষাতে কথা বলিত তাহার নাম ভাষা অথবা প্রাকৃত ভাষা হইল। কাশীদাস কৃত্তিবাস প্রভৃতির প্রাকৃত গ্রন্থাবলীকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটী হইয়াছে।

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ"

ইহার অর্থ এই যে অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামচরিত 'ভাষাতে' শুনিলে মানব রৌরব নামক নরকে যায়। 'অমরকোষের' টীকাতেও এই ভাবের কথা আছে যে, "এই শব্দকে ভাষাতে এইরূপ বলে।" প্রাকৃত শব্দের অর্থ স্বাভাবিক, অর্থাৎ স্ত্রীলোক এবং সাধারণ লোকে শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া স্বভাবতঃ যেরূপ কথা বলে তাহার নাম প্রাকৃত ভাষা। আর শিক্ষালাভ করিয়া যেরূপ মার্জ্জিত ভাষাতে কথা বলে এবং লেখে তাহার নাম সংস্কৃত ভাষা। প্রাকৃত মনুষ্য বলিলে তাহাকে বুঝায় যাহার শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানবুদ্ধির উৎকর্ষ জন্মে নাই। আর অপ্রাকৃত মনুষ্য তাহাকে বলে যাহার শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানবুদ্ধি বিশিষ্টরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে প্রায় পদ্যেই রচনা করিতে হইত, ইহাই রীতি ছিল। গদ্যে গ্রন্থ রচনা করার নিয়ম প্রায় ছিল না। সাহিত্য, ইতিহাস,

ধর্ম্মগ্রন্থ, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষ, এমন কি গণিতশাস্ত্র পর্য্যন্ত পদ্যে লিখিত হইত। লিখিতে হইলেই পদ্য—এই জন্য সংস্কৃতে গদ্য রচনা প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। যে দুই চারিখান গদ্য গ্রন্থ পূর্ব্বকালে ছিল অথবা পরে রচিত হইয়াছে তাহাও সেই কাব্যের ভাষাতেই রচিত। এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে লিখিত ভাষা পদ্যই হউক আর গদ্যই হউক তাহা কথিত ভাষা হইতে অনেক প্রকারে বিভিন্ন। কথিত ভাষায় যে কথা দশ পৃষ্ঠায় লেখা হয় কবি তাহা দুই পৃষ্ঠায় লেখেন, কারণ কবির ভাষা সংক্ষিপ্ত এবং তাহার রীতি, যাহাকে ইংরাজীতে idiom বলে, তাহা স্বতন্ত্র। সন্ধিসমাসাদি লিখিত ভাষাতে যত ব্যবহৃত হয় তত কথিত ভাষাতে হয় না, এবং শব্দ ও ধাতুর উত্তর সাক্ষাৎভাবে বিভক্তিপ্রত্যয় যোগ করার রীতি, লিখিত ভাষায় যত, কথিত ভাষায় তত প্রচলিত নহে। প্রাকৃত কাব্যেও কথিত ভাষার সহিত পার্থক্য দেখা যায়, যথা,—

সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি

কথিত ভাষার প্রকৃতি

"নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে বাল্মীকি"

এইরূপ ভাষা গদ্যে কিম্বা কথিত ভাষাতে ব্যবহৃত হয় না। গদ্যে লিখিতে হইবে—

"হে বাল্মীকি, হে কবিগুরো, আমি তোমার পদাম্বুজে নমস্কার করি।"

গদ্যে যদি বলি "আমি তোমার পদাম্বুজে নমি" তাহা হাস্যাস্পদ হইবে।

কথিত ভাষা গদ্যাপেক্ষাও অন্যরূপ। উল্লিখিত বাক্যটী কথিত ভাষায় বলিলে এইরূপ হইবেক—

"দেখুন, বাল্মীকি ম'শয়, আপনি সকল কবির গুরু এই জন্য আমি আপনার পায়ে নমস্কার করি।"

সংস্কৃত অর্থাৎ পুস্তকের ভাষাতে কথা বলা হয় না, এবং কথিত ভাষাতে পুস্তক লেখা হয় না।

পদাম্বুজে শব্দটী কথিত ভাষা নহে, ইহা লিখিত ভাষা। কবির ভাষাতে ছয়টী শব্দে যাহা বলিল কথিত ভাষাতে সেই বাক্যে চৌদ্দ শব্দ প্রয়োগ হইল।

পুস্তকের ভাষা পদ্যই হউক আর গদ্যই হউক তাহার নিয়ম এবং রীতি একরূপ, কথিত ভাষার নিয়ম এবং রীতি অন্যরূপ। সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের এই প্রকার প্রভেদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রাকৃতের নিয়ম এবং রীতি কিরূপ, তাহাতে কি প্রকার ব্যাকরণভুল থাকে এবং উচ্চারণব্যতিক্রম হয়, তাহা দেখার জন্য আমরা সর্ব্বাগ্রে একখান শিশুপাঠ্য প্রাকৃত পুস্তক হইতে কয়েকটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রত্যেক শব্দের নিম্নে তাহার সংস্কৃত রূপ দেখাইতেছি। অনুবাদ নয়, রূপ। প্রাকৃত শব্দ সকলের সংস্কৃত অর্থাৎ

বিশুদ্ধ উচ্চারণ দেখাইয়া সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের প্রভেদ প্রদর্শন করিতেছি।

প্রাকৃত ভাষার সংস্কৃত রূপ করিয়া সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের প্রভেদ প্রদর্শন

একদা এক শৃগাল দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিল

একদা একঃ শৃগালঃ (ক) দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশং (খ)অকরোৎ

"প্রবেশং অকরোৎ" এই প্রকার বলা কথিত ভাষার রীতি। লিখিত ভাষার রীত্যনুসারে এস্থলে প্রবিশতিস্ম অথবা প্রবিবেশ লিখিতে হয়। যেমন "রন্ধতি" আর "রন্ধনং করোতি" ইহারা উভয়ই সংস্কৃত, তদ্রূপ "প্রবিশতিস্ম" আর "প্রবেশং অকরোৎ" উভয়ই সংস্কৃত। লিখিত এবং কথিত ভাষার রীত্যনুসারে এক এক স্থলে এক এক প্রকার বাক্য প্রয়োগ হয়।

(ক) সংস্কৃতে গমনার্থ ধাতুর পূর্ব্বে বিশেষ্য পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং সপ্তমীও হয়। যথা, "গ্রামং গচ্ছতি," "গ্রামে গচ্ছতি"। প্রাকৃতেও দ্বিতীয়া এবং সপ্তমী উভয় বিভক্তিরই ব্যবহার আছে। রাঢ়দেশে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে "ঘরকে যাই" বলে এবং এতদ্দেশে "ঘরে যাই" বলে। ইহা রীতিব্যতিক্রম মাত্র।

(খ) অতঃপর ৩য় অধ্যায়ের বর্ণলোপ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাইবেন যে, কয়েকটী শব্দের আছ্য অকারের লোপ হয়, এবং বর্ণান্তর পরিচ্ছেদের নিয়মানুসারে 'ত' স্থানে 'ল' উচ্চারণ হয়, তাহাতেই অকরোৎ = করোল্,

অকরোৎ শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ

স্বরবিপর্য্যয়ে করোল বা করিল, অপতত্ = পড়ল্ বা পড়িল, ইত্যাদি।

প্রাকৃতে বিসর্গ লোপের কারণ

প্রাকৃতে প্রত্যয়জাত বিসর্গের উচ্চারণ প্রায় হয় না; কারণ উহাকে একটী স্বতন্ত্র বর্ণ বলা যায় না। উহা দ্বারা কেবল অন্য বর্ণের কিঞ্চিৎ বলবৃদ্ধি হয় মাত্র। স্ত্রীলোক এবং দুর্ব্বলের মুখে তাহা এত মৃদুভাবে উচ্চারিত হয় যে তাহার উচ্চারণ করিল কি না জানা যায় না। স্ত্রীলোকের নিকটই কথিত ভাষা শিক্ষা হয় এবং প্রাকৃতে যে শব্দের যেরূপ উচ্চারণ করে সেইরূপই লেখে। এই জন্য বিভক্তিপ্রত্যয়জাত বিসর্গ কথাতেও উচ্চারিত হয় না, এবং লেখাতেও লিখিত হয় না।

অনুস্বার লোপের কারণ

(ং) অনুস্বার। বিভক্তিপ্রত্যয়জাত অনুস্বার প্রাকৃতে উচ্চারিত হয় না; তাহার কারণ এই যে ইহার যে আমরা 'ঙ্গ' র ন্যায় উচ্চারণ করি তাহা প্রকৃত উচ্চারণ নহে। উহা অনুনাসিক এবং উহার প্রকৃত উচ্চারণ ঁ চন্দ্রবিন্দুর ন্যায়। ফরাসীয় দেশে যেরূপ monsieur শব্দের 'ন'এর উচ্চারণ হয়, তদ্রূপ। ইহার উচ্চারণ এত সূক্ষ্ম যে কেহ ইহার উচ্চারণ করিল কি না সহজে জানিতে পারা যায় না। এইজন্য বিভক্তি-প্রত্যয়জাত (ং) অনুস্বারের উচ্চারণ কথিত ভাষাতে হয় না।

দ্রাক্ষা ফল অতি মধুর।

দ্রাক্ষাফলং অতিমধুরং।

ইহাতে কোন প্রভেদ নাই বলিতে হইবে, কারণ অনুস্বারের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

সুপক্ক ফল সকল দেখিয়া।

সুপক্কং ফলসকলং (ক) দৃষ্ট্বা (খ)।

(ক) এখানে সমষ্ট্যর্থে "গণ" শব্দের ন্যায় "সকল" শব্দ বিশেষ্যভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাকৃতে দ্বিবচন বহুবচন, বিভক্তি দ্বারা না করিয়া সকল, গণ, দ্বয় প্রভৃতি দ্বিবচন বহুবচন বোধক শব্দ যোগে করিয়া থাকে। উহা প্রাকৃত রীতি। "ফলানি" না বলিয়া "ফলসকলং" বলে।

দৃষ্ট্বা শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ

(খ) দৃষ্ট্বা ট লোপে দৃষ্বা। "ষ"র একপ্রকার উচ্চারণ"খ"র ন্যায়। যথা, ক্ + ষ = ক্ষ, অর্থাৎ ক্ + খ = ক্ষ। অতএব এস্থলে প্রাকৃতে ঐ 'ষ' স্থানে 'খ' বলে। তৃতীয় অধ্যায়ের "বর্ণান্তর" পরিচ্ছেদে মূর্দ্ধন্য 'ষ'র উচ্চারণ ব্যতিক্রমে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাইবেন। "ব"র প্রকৃত উচ্চারণ "ও"র ন্যায়; যথা, শিব - শিও, দেব = দেও, ইত্যাদি। অতএব দৃষ্বা = দেখ্বা = দেখ্যা বা দেখিয়া। "দৃষ্ট্বা" এবং "দেখিয়া" একই শব্দ, শেষোক্ত শব্দ পূর্ব্বোক্ত শব্দের সংক্ষিপ্তোচ্চারণ মাত্র।

ঐ ফল খাওন নিমিত্ত।

(ক) অমী (অদঃ) ফল-খাদন-নিমিত্তং।

(ক) এস্থলে অমী শব্দ ব্যবহার করা ব্যাকরণ-দোষ, কারণ ঐ শব্দ বহুবচন। এখানে একবচন ক্লীব-

লিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করা উচিত ছিল। কথিত ভাষায় এইরূপ ব্যাকরণদোষ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাকৃতে 'অমী' বা 'ঐ' শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং বিশেষণ ও ক্রিয়াবাচক শব্দের বচন ভেদ করা প্রয়োজন হয় না তাহা পরে ৫ ম অধ্যায়ের "বচনবিধি" পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইবে। এইজন্য ঐ শব্দ তিন বচনেই ব্যবহৃত হয়।

লক্ষ্মী ও আত্মা শব্দের 'ক্ষ্মী'র এবং 'ত্মা'র উচ্চারণ 'ঈঁ' এবং 'আঁ'র ন্যায় হয়। সেইরূপ 'আমিষ' শব্দের উচ্চারণ 'আঁইষ' হয়। তদ্রূপ 'অমী' শব্দের উচ্চারণ 'অঈঁ'র ন্যায় হয়। কারণ প্রাকৃতে প্রত্যয়জাত মকারের উচ্চারণ ঁ চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় এবং অকার ও দীর্ঘ ঈকার একত্র হইলে "ঐ"র ন্যায় উচ্চারণ হয়। প্রাকৃতে যে শব্দের যেরূপ উচ্চারণ করে তাহা সেইরূপ লিখিয়া থাকে। প্রকৃত শব্দটী লেখে না; এই কারণে 'অমী' এবং 'ঐ' বিভিন্ন শব্দের ন্যায় দেখায়। কথিত ভাষাকে লিখিত করিতে গেলে এইরূপ ঘটে।

শৃগালের অতিশয় লোভ জন্মিল।

শৃগালস্য (ক) অতিশয়ঃ লোভঃ অজায়ত (খ)।

শৃগালস্য শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ

(ক) সংস্কৃত ভাষায় 'স' স্থানে (ঃ), (ঃ) স্থানে "র," "র" স্থানে (ঃ) হয়। যথা, প্রাতর্ = প্রাতঃ, বহিস্ = বহিঃ, পুনর্ = পুনঃ, নমস্ = নমঃ। এই কারণে সম্বন্ধ পদের

'স্য' ও বিসর্গ স্থানে প্রাকৃতে 'র' ব্যবহার করা হয়, যথা নরস্য = নরর, বা নরের; হরেঃ = হরির, দুর্গায়াঃ = দুর্গায়ার বা দুর্গার; গোঃ = গোর। এই প্রকারে শৃগালস্য বলিতে শৃগালর বা শৃগালের বলে। যেমন সংস্কৃত পাথস্ শব্দ প্রাকৃতে পাথার, কার্পাস = কাপড়, বহিস = বাহির, তদ্রূপ রামস্য = রামের।

(খ) পূর্ব্বলিখিত অকরোৎ শব্দের ন্যায় অজায়ত শব্দের 'অকার' লুপ্ত হইয়া এবং প্রত্যয়জাত 'ত' স্থানে 'ল' হইয়া 'জায়ল' হয়। অন্য প্রদেশের প্রাকৃতে এই জায়ল ব্যবহৃত হয় কিন্তু এ প্রদেশে জন্ ধাতুর রূপই 'জন্ম' (৫ম অধ্যায়ে ধাতুরূপ পরিচ্ছেদে দেখুন) এবং তজ্জন্য জায়ল না বলিয়া জন্মিল বলে।

একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।

একদা এক ব্যাঘ্রস্য (ক) গলে হড্ডং (খ) স্ফুটিত (গ) মাসীৎ।

(ক) গলে শব্দ এখনও এতদ্দেশীয় প্রাকৃতে সপ্তমীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(খ) হড্ড স্থানে কথিত ভাষায় হাড় বলা হয়; যথা ব্যাঘ্র = বাঘ, বজ্র = বাজ, মৎস্য = মাছ, ইত্যাদি। ইহার নিয়ম এই যে অন্ত্যযুক্ত বর্ণকে খর্ব্ব করিয়া পূর্ব্ব লঘু স্বরকে গুরু করা হয়।

আসীৎ শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ

(গ) পূর্ব্বলিখিত 'অকরোৎ', 'অজায়ত', শব্দের যেমন অন্ত্য ত স্থানে ল উচ্চারণ হয়, তদ্রূপ 'আসীৎ'

শব্দের ত স্থানে 'ল' লয়। দন্ত্য "স"র উচ্চারণ "ছ"র ন্যায়। অনেকে যে ইহার তালব্য "শ"র ন্যায় উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাহা ভ্রম। অতএব "আসীৎ" শব্দের উচ্চারণ আছীল। স্ফুট শব্দের স উচ্চারণ করিয়া আমরা সর্ব্বদা কথা বলিতে পারি না; আমরা স্পষ্টকে "পষ্ট" বলি, "স্পর্শ"কে "পর্শ" বলি, "স্কন্ধ"কে "কাঁধ" বলি; তদ্রূপ "স্ফুট"কে "ফুট" বলি। অতএব ফুটিত আছীল = ফুটীয়াছিল। এই আছীল শব্দে দীর্ঘ ঈকার না দিয়া আমরা হ্রস্ব ইকার দিয়া থাকি তাহা অবিহিত।*

স্ফুটিতমাসীৎ ব্যবহারিক প্রয়োগ (idiomatic expression.) ইহা ৯ম অধ্যায়ের 'রীতিব্যতিক্রম' পরিচ্ছেদে দেখিতে পাইবেন। স্ফুট শব্দের অর্থ সংস্কৃতে ফুটিয়া বাহির হওয়া।

---

* কিন্তু অবিহিত হইলেও আমরা এই পুস্তকে হ্রস্ব ইকারই ব্যবহার করিতে বাধ্য আছি, কারণ যতক্ষণ পাঠকগণ ইহা অবিহিত বলিয়া স্বীকার না করেন তত-ক্ষণ আমাদের দীর্ঘ ঈকার ব্যবহার করার অধিকার নই। এই প্রকার অনেক শব্দ আমরা এই পুস্তকে অশুদ্ধ বলিয়া দেখাইয়াছি এবং দেখাইব অথচ সেই সকল শব্দ উল্লিখিত কারণে সেই অশুদ্ধরূপেই লিখিয়াছি এবং লিখিব; যথা

শুদ্ধ	অশুদ্ধ
তা	তাহা
তা + আদি + কে = তাদিকে	তাহাদিগকে
বলার	বলিবার
হওয়ার	হইবার
ছীল	ছিল ইত্যাদি।

"বিলসতি কেশরকুসুমং
স্ফুটতি রসালাঙ্কুরঃ ক্বাপি
উন্মীলতি নবমল্লী
স্ফুরতি হৃদয়ং বিয়োগবিধুরাণাং"

কিন্তু প্রাকৃতে এই শব্দের অর্থব্যাপ্তি হইয়া "ফুটিয়া প্রবেশ করা" এবং ফুটিয়া বাহির হওয়া" এই উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। ৯ম অধ্যায়ে "ব্যাপ্তার্থ" নামক পরিচ্ছেদে ইহার কারণ দেখিতে পাইবেন। স্ফুটিতমাসীৎ শব্দের অর্থ ফুটিয়াছিল।

বাঘ যথেষ্ট চেষ্টা করিল।
ব্যাঘ্রঃ যথেষ্টচেষ্টাং অকরোৎ।

ইহাতে কিছুই নূতন নাই। কারণ ব্যাঘ্র মৎস্যাদি শব্দ চলিত কথায় যে বাঘ মাছ উচ্চারণ করা হয়, তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। অকরোৎ শব্দের যে করিল উচ্চারণ হয়, তাহাও দেখান হইয়াছে।

কোন প্রকারে হাড় বাহির করিতে পারিল না।
(ক)   (খ)   (গ)   (ঘ)
কেন প্রকারেণ হড্ডং বহিঃ কর্ত্তুং অপারয়ত্ ন।*

(ক) ইহাতে প্রভেদ এই যে প্রথম শব্দের একার

---

* কর্ত্তুং অপারয়ত্ ন এইরূপ বাক্য প্রাকৃতের ব্যবহারিক প্রয়োগ (idiomatic expression) ৯ম অধ্যায়ে রীতিব্যতিক্রম পরিচ্ছেদে দেখিতে পাইবেন।

স্থানে ওকার হইয়াছে এবং দ্বিতীয় শব্দের 'ণ' উচ্চারণ করে নাই।

(খ) বিসর্গ স্থানে যে 'র' হয় তাহা পূর্ব্বে শৃগালস্য শব্দে ১১ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে, যথা গোঃ = গোর। তদ্রূপ বহিঃ = বাহির।

(গ) কর্ত্তুম্ পদকে প্রাকৃতে কর্ত্তে উচ্চারণ করে। কিন্তু সাহিত্যে কর্ত্তে, ধর্ত্তে ইত্যাদি স্থানে করিতে, ধরিতে ইত্যাদি লেখে। কারণ সংস্কৃতে অধিকাংশ ধাতুতে তুম্ প্রত্যয় যোগে ই আদেশ হয়, যথা পঠিতুম্ ইত্যাদি। নোয়াখালি অঞ্চলে এখনও কর্ত্তে না বলিয়া কর্ত্তু বলে।

(ঘ) অকরোৎ, অভায়ত, প্রভৃতি শব্দের ন্যায় অপারয়ত্ শব্দের আদ্য 'অ'কার লুপ্ত এবং 'ত'স্থানে 'ল' উচ্চারণ করিয়া পারয়ল্ বা পারিল বলে। এইরূপ উচ্চারণ অস্বাভাবিক নহে, তৃতীয় অধ্যায়ে "বর্ণান্তর" পরিচ্ছেদে ইহা বিশেষরূপে দেখিতে পাইবেন।

যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া

যন্ত্রণয়া অস্থিরো (ক) ভূত্বা

ভূত্বা শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ

'ভ' এবং 'থ' স্থানে কখন কখন 'হ' উচ্চারণ হয়। যথা, ভ্রমরৈঃ = ভ্রমরভিস্ = ভ্রমরেহি, তথা = তহ (শকুন্তলা) এই প্রকার ভূ ধাতুর উচ্চারণ 'হ' এবং কথ ধাতুর উচ্চারণ 'কহ' হয়। কাঠিন্য হেতু 'ত্ব' লোপ করিয়া ভূত্বা শব্দের উচ্চারণ 'হইয়া' হয়, কারণ লুপ্ত বর্ণের

স্থলে কখন কখন 'অ' বা 'ই'র ন্যায় একটুক অস্ফুট উচ্চারণ কোন কোন শব্দে হইয়া থাকে। তাহার বিশেষ বিবরণ ৩য় অধ্যায়ে বর্ণলোপ পরিচ্ছেদে পরে দেখিতে পাইবেন। এইপ্রকার কৃত্বা, পঠিত্বা, ধৃত্বা, প্রভৃতি শব্দেরও 'ত্ব' লোপ হয়। কৃত্বা = করিয়া, পঠিত্বা = পড়িয়া, ধৃত্বা = ধরিয়া এবং ভূত্বা = হইয়া।

দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

(ক) দ্রুতং (খ) ভ্রমিতুং (গ) ললাগ।

দ্রুত শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ

(ক) তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণান্তর পরিচ্ছেদে দেখিবেন 'ত' স্থানে কোন কোন শব্দে 'ড়' উচ্চারণ হয়। যথা, পতন—পড়ন ; পাতন—পাড়ন ; সপ্ততি—সত্ত্বড় বা সত্ত্বইড়। এই প্রকারে দ্রুতং = দ্রুড়ং বা দৌড়ং। ৯ম অধ্যায়ে ব্যাপ্তার্থ নামক পরিচ্ছেদে দেখিবেন এই শব্দ ক্রিয়াবাচকরূপেও ব্যবহৃত হয়, তখন ইহার অর্থ হয় দ্রুতগমন করা। এইরূপ অনেক বিশেষ্য এবং বিশেষণ পদ ক্রিয়াবাচকরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা দণ্ড + য = দণ্ডায়, ধূম + য = ধূমায় ; চপল + য = চপলায়, শীঘ্র + য = শীঘ্রায়। এই প্রকার দ্রুত + য = দ্রুতায় = দৌড়ায়।

ভ্রমিতুং শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ

(খ) পূর্ব্বলিখিত অমী শব্দের যেমন 'মীর' উচ্চারণ 'ঈ' হয়, তদ্রূপ ভ্রমিতু = ভ্রইঁতু = বেড়াইতু বা বেড়াইতে! কোন শব্দের উচ্চারণব্যতিক্রম একবারে হয় না, ক্রমে

ক্রমে হইয়া থাকে। প্রথম ভ্রমিতুং পরে ভ্রইতু ক্রমে বেড়াইতু শেষে বেড়াইতে।

(গ) এই শব্দের উচ্চারণব্যতিক্রম কেবল একটী বর্ণের স্থানপরিবর্ত্তনমাত্র। 'ললাগ' শব্দের অর্থ ৯ম অধ্যায়ে ব্যাপ্তার্থ নামক পরিচ্ছেদে পরে প্রদর্শিত হইবে।

একস্থানে কতক ময়ূর পুচ্ছ পড়িয়াছিল।

একস্থানে কতি ময়ূরপুচ্ছং পতিতমাসীৎ।

(ময়ূর-পুচ্ছানি পতিতানি আসন্।)

কতি শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ

(ক) লিখিত এবং কথিত ভাষার উভয়ে একটী রীতি আছে যে, কোন কোন শব্দে একটী 'ক' যোগ করা হয়। যথা—শারী - শারিকা, বাল - বালক, তদ্রূপ হইবে - হইবেক, ধরিবে - ধরিবেক ইত্যাদি। এই জন্য কতি শব্দকে কতিক বা কতেক বলে।

(খ) ময়ূরপুচ্ছং একবচন। কেহ বলিতে পারেন, ব্যাকরণানুসারে এখানে ইহার বহুবচন ময়ূর-পুচ্ছানি ব্যবহার করা উচিত ছিল; কিন্তু কতি শব্দ পূর্ব্বে থাকায় বহুবচনের বিভক্তি যোগ না করিলেও উহার বহুত্ব জানা যাইতেছে, এই জন্য প্রাকৃতে বহুবচনের বিভক্তি যোগ করে না। "গণ" শব্দ থাকিলে তদ্দ্বারা বহুত্বের একত্ব হয় এবং সংস্কৃতেও এই সকল স্থলে একবচন ব্যবহার করা রীতি আছে। এই জন্য "কতি ময়ূরপুচ্ছানি

পতিতানি আসন্” না লিখিয়া “কতি ময়ূরপুচ্ছং পতিত-মাসীৎ” হয়।

আসীত্ শব্দের ব্যবহার

(গ) পতন শব্দের “ত” স্থানে “ড়” উচ্চারণ হয়, তাহা পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে এবং “৩য় অধ্যায়ে বর্ণান্তর” পরিচ্ছেদে দেখিতে পাইবেন। আসীৎ শব্দের উচ্চারণ যে “আছাল বা ছীল” তাহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। অতএব পড়িত+আছীল=পড়িয়াছীল উচ্চারিত হয়। এই আসীৎ বা আছীল শব্দ ভূ ধাতু কৃ ধাতুর ন্যায় এক নিত্যব্যবহৃত প্রধান শব্দ। প্রাকৃতে যেমন অনেক ক্রিয়াই ভূ এবং কৃ ধাতুর সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়, তদ্রূপ অনেক অতীত কালের ক্রিয়াই এই আসীৎ শব্দযোগে নিষ্পন্ন হয়। কৃ+আসীৎ বা আছীল=করিয়াছীল; ধৃ+আসীৎ বা আছীল=ধরিয়াছীল, ইত্যাদি। ইহা প্রাকৃতের একটী রীতি (Idiom) অতএব ৯ম অধ্যায়ে “রীতিব্যতিক্রম” পরিচ্ছেদে ইহা পরে দেখিতে পাইবেন। লিখিত সংস্কৃতে যদিচ দর্শন করিল, ধৃত করিল, ধৃত হইল, না লিখিয়া দৃশ্ এবং ধৃ ধাতুর উত্তর প্রত্যয় যোগ করিয়া ঐ সকল ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা হয় কিন্তু করিল, হইল যোগে করাও ব্যবহার ছিল এবং এখনও আছে। তদ্রূপ আসীৎ শব্দের সাহায্যে অতীতকালের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। পতিতং আসীৎ অর্থ পতিতাবস্থায় বিদ্যমান ছিল। এই সকল রীতি যে আবহমান

কাল চলিয়া আসিতেছে এবং আধুনিক বা কল্পিত নহে, তাহা ক্রমে দেখা যাইবে।

এক ব্যক্তির এক অতি উত্তম কুকুর ছিল।

এক ব্যক্ত্যাঃ (ক) একঃ অতি উত্তমঃ কুক্কুরঃ (খ) আসীৎ।

(ক) পূর্ব্বে ১১ পৃষ্ঠায় দেখান হইয়াছে যে ঃ স্থানে র হয়। এই জন্য ব্যক্ত্যাঃ শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ "ব্যক্ত্যার" বা "ব্যক্তির" এইরূপ হইয়া থাকে। বি+অন্‌জ+ক্তি=ব্যক্তি। অন্‌জ=গতি। বিশিষ্টরূপে অক্তি অর্থাৎ গতি আছে যার। লোক শব্দের ন্যায় ব্যক্তি শব্দ যোগরূঢ়, অর্থাৎ মনুষ্যকে বুঝায়।

(খ) আসীৎ শব্দের উচ্চারণ যে আছীল তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে; এবং ৩য় অধ্যায়ে বর্ণান্তর পরিচ্ছেদে পুনরায় দেখান যাইবেক।

রীতিমত আহার পাইলে।

রীতিমতে (ক) আহারে (খ) প্রাপ্তে।

(ক) রীতিমত=রীতিসম্মত।

প্রাপ্তে শব্দের প্রাকৃত

(খ) প্রাপ্তে শব্দের "ত" স্থানে যে "ল" উচ্চারণ হয়, তাহা ৩য় অধ্যায়ে "বর্ণান্তর" পরিচ্ছেদে দেখিতে পাইবেন। অতএব প্রাপ্লে বলিতে চলিত কথায় সাধারণ

লোকে পায়লে বা পাইলে বলে। অন্ত্য "প" লোপ করাতে তাহার স্থানে "অ" বা "ই" র ন্যায় অস্ফুট উচ্চারণ হয়। ইহার নিয়ম ৩য় অধ্যায়ে বর্ণলোপ পরিচ্ছেদে পরে দেখিতে পাইবেন। এই জন্য প্রাপ্লে শব্দ প'লে না হইয়া পাইলে হইয়াছে। ঐ ইকারটী লুপ্ত বর্ণের চিহ্ন মাত্র।

এবং শরীর রীতিমত মার্জ্জিত ও মর্দ্দিত হইলে।

এবঞ্চ (ক) শরীরে রীতিমতং (খ) মার্জ্জিতে তথা
মর্দ্দিতে (গ) ভূতে।

(ক) "এবং" শব্দ যে সংস্কৃত তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু ইহার দুই অর্থ, এক অর্থ "এই প্রকার" অন্যার্থ "আর"। প্রাকৃতে এই "আর" অর্থেই এই শব্দের ব্যবহার হয়। সংস্কৃত অর্থাৎ পুস্তকের ভাষায় যোজক শব্দের (Conjunction) ব্যবহার প্রায় নাই; কারণ পুস্তকের ভাষা কাব্যের ভাষা, তাহার রচনার রীতি সংক্ষিপ্ত। এই কারণে কথিত ভাষার ন্যায় যোজক ব্যবহার দ্বারা বাক্যের দীর্ঘায়তন না করিয়া সন্ধি সমাস দ্বারা যোজকের কার্য্য সম্পন্ন করা পুস্তকের ভাষার রীতি। এই জন্য "এবং" শব্দের যোজকার্থে ব্যবহার প্রায় দেখা যায় না। বিশেষ যখন পুস্তকের ভাষায় "এবং" শব্দ "এই প্রকার" অর্থে অহরহঃ ব্যবহৃত হয় তখন উহাকে আবার যোজকার্থে ব্যবহার করিলে

অর্থঘটিত গোলযোগ হইতে পারে; এই কারণে, এবং যোজকার্থে "চ" ইত্যাদি অন্য শব্দের ব্যবহার আছে, এই জন্য "এবং" শব্দকে যোজকার্থে প্রায় ব্যবহার করে না। কিন্তু প্রাকৃতে এই শব্দকে যোজকার্থেই ব্যবহার করে "এই প্রকার" অর্থে ব্যবহার করে না। একটি শব্দের দুই তিন অর্থ থাকিলে তাহা কেহ এক অর্থে ব্যবহার করে, কেহ অন্যার্থে ব্যবহার করে, ইহা রীতি-বহির্ভূত নহে।

(খ) রীতিমতং = রীতিসম্মতং।

(গ) ইতিপূর্ব্বে ভূত্বা শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ দেখাইতে "ভ" র উচ্চারণ যে "হ" হয় তাহা দেখাইয়াছি এবং "ত" স্থানে যে "ল" হয় তাহা "প্রাপ্তে" শব্দের উচ্চারণে দেখাইয়াছি। আর ৩য় অধ্যায়ে "বর্ণান্তর" পরিচ্ছেদে পরে দেখিতে পাইবেন। যথা, আসীৎ = আছীল ইত্যাদি। অতএব "ভূতে" শব্দকে কথিত ভাষায় হ'লে উচ্চারণ করে।

উচ্চারণ ব্যতিক্রম নিয়মাধীন

এই সকল উচ্চারণব্যতিক্রম দেখিয়া কেহ বলিতে পারেন যে, এইরূপ এক বর্ণকে যদিচ্ছামত অন্য বর্ণ করিয়া লইলে জগতের সমুদয় ভাষাকেই ত এক করিয়া লওয়া যায়। এই কথার উত্তর যথাস্থানে পরে আসিবে কিন্তু এখানেও একটুকু না বলিলে চলিতেছে না। কারণ পাঠকগণ ক্রমাগত এক বর্ণ স্থানে বর্ণান্তর দেখিয়া

বিরক্ত হইবেন এবং ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শেষ পর্য্যন্ত যাইতে পারিবেন না। ইহার উত্তর এই :—

১। যদি কোন বর্ণের উচ্চারণব্যতিক্রম নিয়ম অনুসারে হয়, তাহা হইলেই তাহাকে সেই বর্ণের উচ্চারণ-ব্যতিক্রম বলিতে পারি। আর যদি নিয়ম না থাকে তাহা হইলে তাহাকে উচ্চারণব্যতিক্রম বলিব না, তাহাকে ভিন্ন বর্ণ বলিব। এক বর্ণস্থানে বর্ণান্তর উচ্চারণ হয় বলিলে তাহার একটী কারণ দেখাইতে হইবে এবং নিয়ম দেখাইতে হইবে, তাহা হইলেই তাহা গ্রাহ্য, অন্যথা গ্রাহ্য নহে।

২। যদি দেখিতে পাই যে এই শব্দ ভিন্ন অন্য কোন কোন শব্দেও "ভ" স্থানে "হ" উচ্চারণ হয়, তাহা হইলেই বলিব "ভ"র উচ্চারণ "হ"। দেখিতেছি প্রভাত = পোহাত ; প্রভাতিল = পোহাইল ; তখন "ভ" স্থানে যে "হ" উচ্চারণ হয়, তাহা বলিতে পারি।

৩। উচ্চারণস্থানের নৈকট্য হেতু যে ব্যতিক্রম হয়, তাহাকে নৈকট্যবিধি বলিব ; যথা, "দ" স্থানে "ল" হয়, কিন্তু "ক" স্থানে "ল" হয় না। কারণ "দ" এবং "ল" প্রায় এক স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। "ক"র উচ্চারণস্থান সেই স্থান হইতে অধিক দূর।

৪। "ভ", "থ" প্রভৃতি মূলে এক একটি বর্ণ নহে ; ইহারা মূলে যুক্ত বর্ণ। যথা, ব + হ = ভ, ত + হ = থ ; ইংরাজীতে এইরূপ বর্ণ নাই। তাহাতে "ভ" বলিতে

bh, "থ" বলিতে th বলিতে হয়। "ভ' উচ্চারণ করিতে যে ওষ্ঠদ্বয় সংযোগ করিতে হয়, তাহার যদি কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলেই উহার উচ্চারণ "হ" হইয়া পড়ে। অতএব "ভ"র "হ" উচ্চারণ অস্বাভাবিক নহে। আর দেখিতেছি, এখন পর্য্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলে হইল স্থানে 'ভইল' বা 'ভেল' বলে।

"জনম অবধি সহি,
হম রূপ নেহারনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল"।

৫। স্ত্রীলোক, বালক এবং দুর্ব্বল ইহারা সর্ব্বদা চলিত কথায় যুক্তাক্ষর ব্যবহার করিতে চাহে না। যথা, স্পর্শ = পর্শ; স্পষ্ট = পষ্ট; ঘর্ষণ = ঘষণ ইত্যাদি। যেখানে দুইটি যুক্তাক্ষর আছে সেখানে অন্ততঃ একটিকে ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু করিয়া লয়। অতএব "ভ" কে এই কারণেও "হ" উচ্চারণ করিতে পারে।

এই প্রকারে প্রাকৃতের যে নিত্যব্যবহৃত অনেক শব্দের উচ্চারণব্যতিক্রম আছে তাহা সমস্তই নিয়মাধীন। আর্য্যভাষা শব্দ-সাগর। তন্মধ্যে দুই তিন শত শব্দ মাত্র সদাসর্ব্বদা চলিত কথায় ব্যবহৃত হয়, তাহারই মধ্যে কোন কোন শব্দের উচ্চারণব্যতিক্রম দেখিতে পাইবেন। তাহাও নিয়মাধীন এবং কারণাধীন। অতএব সামান্য কয়েকটি শব্দে এই প্রকার উচ্চারণব্যতিক্রম দেখিয়া

তাহাদিগকে কেহ ভাষান্তর মনে করিবেন না। সেই বৃদ্ধস্য বৃদ্ধজাতির মুখে এখন পর্য্যন্ত সেই বৃদ্ধার বৃদ্ধা আর্য্যভাষাই শুনিতে পাইতেছেন। কেহই মরে নাই।

অশ্বগণ বিলক্ষণ বলবান হয়

অশ্বগণঃ বিলক্ষণং বলবান্ ভবেৎ (ক)

(ক) "ভ"র উচ্চারণ "হ" ইহা পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে। "ব"র উচ্চারণ "ও"র ন্যায়, যথা, শিব= শিও, ইহাই সংস্কৃত উচ্চারণ, ইহা প্রাকৃতের ব্যতিক্রম নহে। অতএব ভবেৎ শব্দের উচ্চারণ "হওয়েৎ" তাহাকেই সংক্ষিপ্ত করিয়া "হয়ে" বা "হয়" বলে। (৩ য় অধ্যায় বর্ণান্তর পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এবং সুশ্রী এবং চিক্কণ দেখায়,

এবঞ্চ (ক) সুশ্রীঃ এবঞ্চ চিক্কণঃ দৃশ্যতে (খ)

(ক) "এবং" শব্দের অর্থ যে আর তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

(খ) দৃশ্ ধাতুর শ স্থানে সংস্কৃত অনেক শব্দে ক হয়; আবার অনেক সময় প্রত্যয় যোগে "ষ" হয়, যথা দৃষ্টি। মূর্দ্ধন্য "ষ" র সংস্কৃত উচ্চারণ "খ" র ন্যায়। এইজন্য চলিত কথায় দৃশ্ ধাতুর উচ্চারণ দেখ্। দৃশ্ ধাতু সংস্কৃতেও দৃক্ হইয়া থাকে।

দৃশ্যতে = দেখ্যতে = (তলোপে) দেখায়ে = দেখায়।

ইহার প্রতি আর যে আপত্তি হইতে পারে তাহা ৮ম

অধ্যায়ে "ধাতুরূপ" এবং ৭ম অধ্যায়ে "ক্রিয়া বিভক্তি" পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত হইবে।

শীতকালে এক কৃষক অতি প্রত্যূষে

শীতকালে একঃ কৃষকঃ অতি প্রত্যূষে

ইহার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে যাইতেছিল

ক্ষেত্রে কর্ম্ম কর্ত্তুং (ক) যাতুং (খ) আসীৎ

(এইরূপ প্রয়োগ প্রাকৃতের রীতি)

(ক) কর্ত্তুং শব্দের যে কর্ত্তে বা করিতে উচ্চারণ হয়, তাহা পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে।

(খ) কর্ত্তুং শব্দ যেমন "কর্ত্তে" বা "করিতে" হয়, তেমনি যাতুং শব্দ "যা'তে" বা "যাইতে" উচ্চারিত হয়। স্থূল কথা 'তুম্' প্রত্যয়কে প্রাকৃতে 'তে' উচ্চারণ করে। আসীৎ শব্দ যে আছাল্ হয় ইহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। অতএব যাইতে এবং আছীল্ এই দুই শব্দে যাইতেছিল। এখানে "ছ"য়ে হ্রস্ব ইকার দেওয়া উচিত নহে।

কেহ মনে করিতে পারেন, যে যাতুং আসীৎ বলিতে, যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল এইরূপ অর্থ বুঝায়। কিন্তু তাহা নহে, ইহার অর্থ যাওয়া কার্য্যে বর্ত্তমান ছিল। (was to go নহে, was in the act of going, i. e. was going) ইহা প্রাকৃতের রীতি, যাহাকে ইংরাজীতে

idiom বলে। অতঃপর ৯ম অধ্যায় "রীতিব্যতিক্রম" পরিচ্ছেদে ইহা দেখিতে পাইবেন।

এক্ষণে একটী গল্প আদ্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রত্যেক শব্দের নীচে ঐ শব্দের সংস্কৃত রূপ দেখাইতেছি।

১। এক কুক্কুর মাংসের এক খণ্ড

ক। একঃ কুক্কুরঃ মাংসস্য একখণ্ডং।

২। মুখে করিয়া নদী পার হইতে ছিল

খ। মুখে কৃত্বা নদীপারং ভবিতুং আসীৎ।

ভবিতুং আসীৎ ইহাকে ইংরাজীতে ব্যবহারিক ভাষা (idiomatic expression) বলে। ৯ম অধ্যায়ে রীতি-ব্যতিক্রম পরিচ্ছেদে ইহা দেখিতে পাইবেন। ভূ ধাতু প্রাপ্ত্যর্থে সকর্ম্মক হয়।

৩। নদীর নির্ম্মল জলে তার যে প্রতিবিম্ব

গ। নদ্যাঃ নির্ম্মলজলে তস্য যৎ প্রতিবিম্বং

৪। পতিত হইয়াছিল।

ঘ। পতিতং ভূত্বাসীত্ (প্রাকৃত রীতি)*

---

* "পতিতমাসীৎ" বলিলেই যখন এই অর্থ প্রকাশ হইত, তখন আর ভূত্বা শব্দের প্রয়োজন কি? অতএব প্রাকৃতে এস্থলে "পতিত হইয়াছিল" না লিখিয়া পড়িয়াছিল লিখিলেই সুভাষা হইত। "পতিত হইয়াছিল" লেখাতেই তাহার সংস্কৃতরূপ পতিতং ভূত্বাসীৎ করিতে হইয়াছে।

৫। সে ঐ প্রতিবিম্ব অন্য কুক্কুর স্থির করিয়া

ঙ। সঃ অমী (অদঃ) (ক) প্রতিবিম্বং অন্য-কুক্কুরং স্থিরং কৃত্বা ।

৬। মনে বিবেচনা করিল।

চ। মনসি বিবেচনাং অকরোৎ

৭। ঐ কুক্কুরের মুখে যে মাংস খণ্ড আছে

ছ। * অমী (অমুষ্য) কুক্কুরস্য মুখে যঃ মাংসখণ্ডঃ অস্তি

৮। তা কাড়িয়া লই, তা হইলে

জ। তৎ কৃষ্ট্বা (গ) লামি, তৎ ভূতে

(তদ্ভূতে বা তস্মিন্ ভূতে)

৯। আমার দুই খণ্ড মাংস হইবে

ঝ। মম (ঘ) দ্বিখণ্ডং মাংসং (ঙ) ভবিতা

অমী শব্দের প্রাকৃত

(ক) পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে লক্ষ্মী এবং আত্মা শব্দের "মী" এবং "মা"র ন্যায় অমী শব্দের "মী"র উচ্চারণ ঈঁ হয়। অমী = অঈঁ = ঐ। যথা, আমিষ = আইঁষ। এবং ইহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে "ঐ" শব্দ সর্ব্ববচনেই ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রাকৃতের ব্যাকরণদোষ বলিতে হইবে।

(খ) মনসি = মনই = মনে।

(গ) লা ধাতুর অর্থ গ্রহণ করা, "দানে লালচ

---

* এস্থলে "অমী" ব্যাকরণ দোষ।

গ্রহেঽথবা,” ইহার “মির” উচ্চারণ “ই”র ন্যায় হয়।

(ঘ) মম শব্দ কাব্যের ভাষা। ইহা সংস্কৃত এবং প্রাকৃত উভয়েই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রাকৃতে ইহা পদ্যের ভাষা। গদ্যে বা কথিত ভাষায় ইহার স্থলে “আমার” শব্দের ব্যবহার আছে। তাহা অস্মদ্ শব্দজাত। অস্মদ্ শব্দের কুঞ্চিত রূপ “আম্” ইহা ধাতুযোগে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান কালের উত্তম পুরুষের ক্রিয়া-পদ নিষ্পন্ন করে। ভবামি, ইচ্ছামি, তিষ্ঠামি, গচ্ছামি, গচ্ছামঃ, পিবামঃ, প্রভৃতি শব্দ মধ্যে অস্মদ্ শব্দের ঐ কুঞ্চিতরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদিগকে সংস্কৃতে বিভক্তি ও প্রত্যয় বলে তাহারা যে অনেকেই তদর্থবোধক কোন শব্দের কুঞ্চিতাকার তাহার সন্দেহ নাই। অতএব আমরা বলি ভবামি, পিবামঃ, প্রভৃতি শব্দের “আম্” অস্মদ্ শব্দের কুঞ্চিতাকার। অস্মদ্ শব্দের প্রথমার এক বচনের রূপ পুস্তকের ভাষাতে “অহম্” ; কথিত ভাষাতে “শকুন্তলার” সময়ে তাহাকে “হম্মি” বলিত ; বর্ত্তমান সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে “হম্” এবং এ প্রদেশে “আমি” বলে। ঐ অস্মদ্ শব্দের অন্যান্য বিভক্তিতে সংস্কৃতে যে সকল রূপ হয়, তাহাদিগকে আমরা অস্মদ্ শব্দের রূপ বলিতে চাহি না। আমরা বলি, তাহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটি শব্দ। ময়ি, আবাম্, নৌ, নঃ, এই সকল

কি কখনও অস্মদ্ শব্দের রূপ হইতে পারে? অস্মদ্ শব্দের সহিত ইহাদের কোন সাদৃশ্য নাই, অতএব এই সকল বিভিন্ন শব্দ, অথবা ঐ অর্থবোধক অন্য কোন বিভিন্ন শব্দের কুঞ্চিতাকার বা রূপ। সংস্কৃতে বিভিন্ন বিভক্তিতে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা "বিভক্তিরূপ" পরিচ্ছেদে পরে বিস্তারিতরূপে প্রদর্শিত হইবে। প্রাকৃতে এই প্রকারে এক শব্দের রূপ করিতে ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিতে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার না করিয়া প্রত্যেক বিভক্তিতে এক শব্দেরই ব্যবহার করে। অতএব অস্মদ্ শব্দের রূপ করিতে তাহার কুঞ্চিতরূপ উক্ত "আম্"কে অবলম্বন করিয়া তাহার উত্তর বিভক্তি যোগ করে। "আম" শব্দের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন (ঃ) বা (র) যোগে আমঃ অথবা আমর = আমার হইয়াছে। 'আমার' এবং 'মম' উভয়ই সংস্কৃত কিন্তু 'মম' শব্দ কাব্যের ভাষাতে প্রযোজ্য, এবং "আমার" শব্দ কথিত ভাষাতে প্রযোজ্য। আমরা প্রাকৃত কাব্যে "মম" শব্দ ব্যবহার করি কিন্তু কথাতে "আমার" শব্দ ব্যবহার করি। সংস্কৃত কাব্যের ভাষা বলিয়া তাহাতে ঐ "মম" শব্দই ব্যবহৃত হয়।

(৬) ভবিতা প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক পদ সকলের, প্রাকৃতে ঐ প্রকার রূপ নাই; কারণ কথিত ভাষায় সাধারণ লোকে নিত্যব্যবহৃত শব্দ সকলকে স্বভাবতঃ সরল

করিয়া বলিতে চাহে। এই জন্য প্রাকৃতে মূল শব্দটী স্থির রাখিয়া তদুত্তর প্রত্যয় যোগের সরলতর নিয়ম অবলম্বন করে। ইহার সংক্ষিপ্ত নিয়ম ধাতু প্রত্যয়াদির রূপ আলোচনা করার সময় পরে প্রদর্শিত হইবে। মূল শব্দ 'ভবি' বা 'হই' পর্য্যন্ত স্থির আছে, প্রত্যয়ের ব্যতিক্রম পরে দেখান যাইবে।

এইরূপে লোভে পড়িয়া
ইদং রূপে লোভে পতিত্বা

ইহাতে কিছু বিশেষ বলার নাই। কারণ ধৃত্বা, কৃত্বা, পঠিত্বা ইত্যাদি স্থলে ত্ব লোপ করিয়া যে প্রাকৃতে ধরিয়া করিয়া, পড়িয়া উচ্চারণ করে, তাহা ১০৪ পৃঃ প্রদর্শিত হইবে। এবং 'পত' ধাতুর 'ত' স্থানে 'ড়' হয়, তাহাও 'বর্ণান্তর' পরিচ্ছেদে পরে প্রদর্শিত হইবে। অতএব এখানে 'পতিত্বা' কে 'পড়িয়া' বলিয়াছে।

মুখ বিস্তৃত করিয়া
মুখং বিস্তৃতং কৃত্বা
ইহাতে নূতন কিছু নাই।

যেমন কুক্কুর অলীক মাংসখণ্ড ধরিতে গেল

যস্মিন্ (ক) (কালে) কুক্কুরঃ অলীকং মাংসখণ্ডং (খ) ধর্ত্তুং (গ) অগমৎ।

যস্মিন্ শব্দের প্রাকৃত

(ক) যস্মিন্=যস্‌মিন্। অতঃপর দেখা যাইবে প্রাকৃতে যঃ স্থানে 'যে', সঃ স্থানে 'সে, উচ্চারণ করে। অতএব যস্=যে। যে+মিন্='যেমিন্, বা ৩য় অধ্যায়ের স্বরবিপর্য্যয় নিয়মানুসারে "যেমনি" উচ্চারণ হয়। যস্মিন্ কালে বলিতে, "কালে" না বলিলেও কথিত ভাষায় সেই অর্থ প্রকাশ করে। "যেমনি গেল" বলিলেই যে সময়ে গেল, যেমনি কহিল বলিলেই যে সময়ে কহিল বুঝায়।

(খ) তুম্ প্রত্যয়ের তু্ স্থানে যে প্রাকৃতে 'তে' বলে তাহা পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে। ধর্ত্তুং=ধর্ত্তে। কথায় "ধর্ত্তেই" বলে কিন্তু সাহিত্যে ধরিতে লিখিয়া থাকে।

(গ) ৩য় অধ্যায় বর্ণান্তর ও বর্ণলোপ পরিচ্ছেদে পরে দেখা যাইবে, অকরোৎ, আসীৎ প্রভৃতি শব্দের পূর্ব্ব আকারের লোপ হয় এবং অন্ত্য ত স্থানে ল হয়! 'ম' র উচ্চারণ ঁ বিন্দুর ন্যায় হয় এবং কোন কোন স্থলে ঐ বর্ণ এককালে লোপ পায়। আবার কোন কোন স্থলে লুপ্ত বর্ণের স্থানে অস্ফুট 'অ' বা 'ই' উচ্চারণ করা হয়। ইহা "বর্ণলোপ" পরিচ্ছেদে পরে দেখান যাইবে। এই প্রকারে অগমৎ শব্দের উচ্চারণ 'গইল' বা 'গেল' হইয়াছে। পশ্চিম প্রদেশে "গৈল" এ প্রদেশে "গেল" বলে

অমনি ওর মুখস্থিত মাংসখণ্ড

অমুস্মিন্ (ক) কালে (খ) অস্য মুখস্থিতঃ

মাংসখণ্ডঃ

(ক) যস্মিন্ শব্দের উচ্চারণ যে প্রকারে 'যেমনি' হইয়াছে, অমুষ্মিন্ শব্দের উচ্চারণও সেই প্রকারে 'অমনি, হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। 'যেমান, শব্দের ন্যায় এই শব্দের পরেও 'কালে' বলিতে হয় না; "অমনি" বলিলেই "অমনি কালে" বুঝায়।

(খ) পূর্ব্বে শৃগালস্য শব্দে ১২ পৃষ্ঠায় দেখান গিয়াছে যে ষষ্ঠী বিভক্তির 'স 'ও (ঃ) স্থানে র উচ্চারণ করা হয়, এইজন্য 'অস্য, শব্দের উচ্চারণ 'অর'। কিন্তু প্রচ্ছন্ন, প্রকাশ, পতিত ইত্যাদি শব্দে যেমন আদ্য অকার স্থানে ওকারের ন্যায় উচ্চারণ করা হয় তদ্রূপ 'অর' শব্দকে 'ওর' বলে এবং লিখিতেও 'ওর লেখা হয়। কথিত ভাষায় উচ্চারণব্যতিক্রম স্বাভাবিক। কিন্তু লেখাতে যদি শুদ্ধ মত লেখা থাকে, তবে উচ্চারণ যে যা করুক, ভাষা স্থির থাকে। আর যদি উচ্চারণ যেমনি করা হয় লিখিতেও তেমনি লেখা যায়, তাহা হইলেই এক শব্দকে দুইটি পৃথক্ শব্দের ন্যায় দেখায়।

জলে পড়িয়া স্রোতে ভাসিয়া গেল।

জলে পতিত্বা স্রোতসি (ক) ভাসিত্বা অগমৎ

(ক) এখানে সংস্কৃত সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন "ই" প্রাকৃতে "এ"। অতএব প্রাকৃতে 'স্রোতে, স্থলে স্রোতসে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যে ব্যাকরণ জানে না সে এই শব্দটি যে স্রোতস্ শব্দ তাহা জানে না; কারণ

ব্যাকরণ ব্যতীত সংস্কৃত কি প্রাকৃত ভাষাতে স্রোতস্ একটি শব্দ নাই, ব্যাকরণেই ইহার অস্তিত্ব, ভাষাতে নহে। ভাষাতে স্রোতস্ শব্দের প্রথমার এক বচনে স্রোতঃ হয়, অতএব ব্যাকরণানভিজ্ঞ লোকে উহাকে স্রোত শব্দ বলিয়াই জানে, সুতরাং ঐ শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তি যোগ করিয়া স্রোতে বলে। প্রাকৃত যে ব্যাকরণানভিজ্ঞ লোকের ভাষা, তাহা ত জানাই আছে।

তখন সে হতবুদ্ধি হইয়া

তৎক্ষণং সঃ হতবুদ্ধিঃ ভূত্বা

(ক) তৎক্ষণম্ = তখণ

ইহাতে সামান্য ব্যতিক্রম অনেকে তেখনও বলে, যার যেমন ইচ্ছা। ইহা অশাসিত ভাষার দোষ।

কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল

কিয়ৎক্ষণম্ স্তব্ধঃ ভূত্বা অরহৎ (ক)

(ক) অরহৎ রহ ধাতু। এই শব্দের উচ্চারণ যে প্রকারে 'রহিল' হয়, তাহা অকরোৎ, অগমৎ, প্রভৃতি শব্দে দেখান হইয়াছে। অরহৎ শব্দের অর্থ 'গেল' অর্থাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। "স্তব্ধ" হইয়া গেল," "অজ্ঞান হইয়া গেল" এই প্রকার বাক্য প্রাকৃতের রীতি- (idiom)। 'অজ্ঞান হইল' 'স্তব্ধ হইল' না বলিয়া, 'অজ্ঞান হইয়া গেল' 'স্তব্ধ হইয়া গেল' বলে। ইংরেজীতে

যেমন run mad, gone mad. 'gone' শব্দের অর্থ এখানে গমন করা নহে। ইহা কেবল কথা বলার রীতি মাত্র। গমনার্থ শব্দের এইরূপ ব্যবহারিক প্রয়োগ অনেক স্থলে পাওয়া যায়, যথা, "বলা যায়" =(can be said), "করা যায়" = (can be done). আবার গমনার্থ শব্দের ন্যায় গমননিবৃত্ত্যর্থবোধক শব্দেরও ঐ প্রকার ব্যবহারিক প্রয়োগ হয়, যথা, "করিয়া থাকি"। থাকি পদ গমননিবৃত্ত্যর্থবোধক। "করিয়া থাকি" অর্থ এই প্রকার করা আমার অভ্যাস বা নিয়ম। ইহা কথিত ভাষার রীতি। সুতরাং যিনি কেবল সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, তিনি এইরূপ বাক্য শুনিলে কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। তিনি গমন এবং স্থিতি বোধক শব্দ-সকলের চলিত এবং আভিধানিক অর্থ করিয়া ঐ সকল বাক্য অর্থহীন বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন।

রহ্ ধাতু ত্যাগার্থে রহিত, বিরহিত হয়। রহ বলিলে, যে কার্য্য করিতেছ তাহা ত্যাগ কর বা, তাহা হইতে বিরত হও, এইরূপ বুঝায়। এই প্রকারে যে গমন করিতেছে তাহাকে যদি বলি রহ, তা হ'লে তুমি গতি ত্যাগ কর, এইরূপ বুঝায়। অতএব দেখিতেছি রহ শব্দের অর্থ "যাও" আবার ঐ শব্দের প্রকারান্তরে অর্থ হয় "গমননিবৃত্তি কর"। এই প্রকার বিপরীতার্থে শব্দ ব্যবহার করিলে কোন সময় অর্থের গোলযোগ হইতে

পারে, এই কারণে "গমন ত্যাগ কর" অর্থে রহ্ ধাতু সংস্কৃতেও ব্যবহার করে না এবং প্রাকৃতেও ব্যবহার করা উচিত নহে। এইরূপ স্থলে স্তব্ধ হইয়া রহিল না লিখিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিল লিখিলেই নির্ব্বিবাদ হয়। প্রাকৃত অভিধান প্রণেতৃগণ ঐ বক্রার্থ বুঝিতে না যাইয়া, যেখানে "রহ" শব্দের গমনত্যাগ অর্থ লিখিয়াছেন সেখানে ঐ শব্দকে কেহ প্রাকৃত, কেহ "দেশজ" বলিয়াছেন। তাহা না বলিয়া ব্যবহারিক অর্থ বলিলেই বোধ করি সঙ্গত হইত।

অনন্তর এই বলিতে বলিতে

অনন্তরং (ক) ইদং বদিতুং বদিতুং (খ)

(ক) ইদং শব্দের সাধুভাষায় অনেক রূপ। যথা, ইদং, ইয়ং, অয়ং, ইত্যাদি। প্রাকৃতে অনুস্বার নাই, প্রাকৃতে ইহার রূপ "এই"।

(খ) চলিত কথায় যে তুং প্রত্যয়ের "তু" স্থানে "তে" বলে ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। অতএব "বদিতু বদিতু" = "বদিতে বদিতে"। ৩য় অধ্যায় "বর্ণান্তর" পরিচ্ছেদে দেখিবেন "দ" স্থানে "ল" হয়। বদ = বল ; বদিতে বদিতে = বলিতে বলিতে। 'বলিতে বলিতে, করিতে করিতে, দেখিতে দেখিতে,' এই সকল ব্যবহারিক রীতি। ব্যাকরণানুসারে ইহাদের অর্থ হয় না। "বলিতে বলিতে" বাক্যের ব্যবহারিক অর্থ "সে যখন

যাইতেছিল তখন এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছিল"।
(He went on saying and saying.)

নদী পার হইয়া চলিয়া গেল

নদীপারং ভূত্বা (ভূ=প্রাপ্তৌ) চলিত্বা (ক) অগমৎ

(ক) এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা প্রাকৃতের রীতি। তাহা রীতিব্যতিক্রম পরিচ্ছেদে দেখা যাইবে। ইহাতে যে সকল উচ্চারণব্যতিক্রম আঁছে, তাহা সমস্তই পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। নূতন কিছুই নাই।

যারা লোভের বশীভূত হইয়া

যে লোভস্য বশীভূতাঃ ভূত্বা

ষষ্ঠীর "স্য" স্থানে যে "র" হয়, এবং ভূত্বার উচ্চারণ যে "হইয়া" তাহা পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে। এখানে নূতন কিছুই নাই।

কল্পিত লাভের প্রত্যাশায় ধাবমান হয়

কল্পিত লাভস্য প্রত্যাশয়া ধাবমানাঃ ভবেয়ুঃ

(ক) ভবেয়ু=হয়েয়ুঃ—হয়ে বা হয়।

তাদের এই দশাই ঘটে

তদাদেঃ (ক) ইয়ং দশা হি ঘটেত

তাদের শব্দের ব্যুৎপত্তি।

(ক) তদাদি শব্দ ষষ্ঠী বিভক্তিতে "তদাদেঃ" হয়। প্রাকৃতে যে ষষ্ঠীর বিসর্গ স্থানে "র" উচ্চারণ হয় তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। অতএব প্রথম "দ" লোপ করিয়া তদাদেঃ=তাদের। দ্বিবচন, বহুবচন করার দুই নিয়ম

আছে; এক বিভক্তি দ্বারা, আর দ্বিবচন বহুবচন বোধক শব্দ যোগ দ্বারা, যথা বালকৌ, বালকাঃ, অথবা বালকদ্বয়ং বালকগণঃ ইত্যাদি। প্রাকৃতে অর্থাৎ চলিত কথায় দ্বিতীয় নিয়মই ব্যবহৃত হয়। "আদি" শব্দ বহুবচনজ্ঞাপক এই জন্য তেষাং না বলিয়া তদাদেঃ ব্যবহৃত হয়। ৫ম অধ্যায় "বিভক্তি রূপ" পরিচ্ছেদে দেখা যাইবে এই "আদি" শব্দ অলক্ষিতভাবে প্রাকৃতে কি অভাবনীয় কার্য্য করিয়াছে।

সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের উচ্চারণ, ব্যাকরণ এবং রীতিবিষয়ক পার্থক্য।

এইক্ষণ শিশুপাঠ্য "কথামালা" নামক একখান ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রথম হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত, প্রত্যেক উপাখ্যানের প্রথমাংশে এবং পঞ্চম উপাখ্যানের আদ্যন্ত সমুদয়ে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের পার্থক্য দেখিয়াছি। তাহাতে কি দেখিলাম। দেখিলাম, প্রাকৃতে দুই চারিটী ব্যাকরণভুল এবং উচ্চারণব্যতিক্রম থাকে।

"একদা একঃ শৃগালঃ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশং অকরোৎ। দ্রাক্ষাফলং অতি মধুরং, সুপক্কং ফলসকলং দৃষ্ট্বা।" ইত্যাদি সকলই সংস্কৃত। মধ্যে মধ্যে ব্যাকরণভুল থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃত ভাষাই বলিতে হইবে। আর, উচ্চারণব্যতিক্রম সম্বন্ধে বলি, অকরোৎ এবং দৃষ্ট্বা এই দুইটি শব্দের উচ্চারণব্যতিক্রম বুঝাইয়া দিলেই এই পর্য্যন্ত বাক্য কয়টী সকলেই বুঝিতে পারে। মনে করুন, যেন এই দুইটী শব্দের অর্থ আমরা জানিই না, তাহা

হইলেই কি, পোনরটী শব্দের মধ্যে দুইটী শব্দ যদি বুঝিতে না পারি, তাহাকে ভিন্ন ভাষা বলা যাইতে পারে? পৃথিবীতে এমন ভাষা নাই, যাহার পুস্তকের ভাষাতে পোনর শব্দের মধ্যে দুইটী শব্দ সাধারণ অশিক্ষিত লোকের অজ্ঞাত না থাকে। তাহার অর্থ প্রায় ভাবেই বুঝিতে পারা যায়। বিশেষ এই দুইটী অজ্ঞাত শব্দও নহে, ইহারা কেবল উচ্চারণব্যতিক্রম মাত্র। অতএব বোধ করি, কেবল এইরূপ দুই চারিটী উচ্চারণব্যতিক্রম হেতু প্রাকৃতকে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র ভাষা বলা যাইতে পারে না।

সং। একদা একঃ শৃগালঃ

প্রা। একদা এক শৃগাল

সং। দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশং অকরোৎ

প্রা। দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিল।

সং। দ্রাক্ষাফলং অতি মধুরং

প্রা। দ্রাক্ষাফল অতি মধুর

সং। সুপক্বং ফলসকলং দৃষ্ট্বা

প্রা। সুপক্ব ফলসকল দেখিয়া

উল্লিখিত সংস্কৃত এবং প্রাকৃত একই ভাষা। পৃথিবীর সর্ব্ব ভাষাতেই সাধারণ অশিক্ষিত লোকের কথিত ভাষাতে এই প্রকার ব্যাকরণভুল ও উচ্চারণ-ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, তাহাতে ভাষান্তর হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

—o—

উচ্চারণব্যতিক্রমের নিয়ম।

প্রাকৃতে যে উচ্চারণব্যতিক্রম হয়, তাহা বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট প্রকারে হইয়া থাকে। তাহা নিয়মাধীন, স্বেচ্ছাধীন নহে। একটী শব্দকে, কেহ এক প্রকার কেহ অন্য প্রকার উচ্চারণ করিলে তন্মধ্যে যেটী নিয়মাধীন তাহাই গ্রাহ্য, অন্যগুলিকে প্রাকৃত শব্দ বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না। যেমন স্ফুলিঙ্গ একটি শব্দ। ইহাকে যদি কেহ ফুল্‌কি, কেহ ফুল্‌কা, কেহ ফিন্‌কি, কেহ অন্য প্রকার বলে, তাহা হইলে ঐ সকল শব্দ মধ্যে যেটী নিয়মাধীন, তাহাই প্রাকৃত শব্দ বলিয়া গ্রাহ্য, অন্য সকল অগ্রাহ্য। অতএব যে যে নিয়মে প্রাকৃতে উচ্চারণব্যতিক্রম হয়, এক্ষণে আমরা সেই সকল নিয়মের উল্লেখ করিব।

(১) বর্ণান্তর।

উচ্চারণব্যতিক্রমের প্রথম নিয়ম এক বর্ণের স্থানে বর্ণান্তর উচ্চারণ করা। ইহা যদিচ্ছামত হয় না। ইহার নিয়ম কণ্ঠ, তালু আদি বর্ণোৎপত্তি স্থানের নৈকট্য, যথা র স্থানে ন, ড় স্থানে ল বলিতে পারে, কিন্তু কখনও ঐ

সকল বর্ণের স্থানে ক কিম্বা খ বলে না। কারণ ইহাদের উচ্চারণস্থান বহুদূর। "অগ্নিমীড়ে" স্থানে "অগ্নিমীলে" বলিতে পারে কিন্তু "অগ্নিমীকে" বা "অগ্নিমীখে" বলিতে পারে না। "ড়" কে "ল" উচ্চারণ করিতে যে সর্ব্ব স্থলে অধিকার আছে তাহা নহে। এইরূপ উচ্চারণ বিকল্প মাত্র, অর্থাৎ দুই চারিটী শব্দে হইয়া থাকে। আমরা এখানে এই বলিতেছি যে সেই যে দুই চারিটী শব্দে এইরূপ উচ্চারণব্যতিক্রম হয়, তাহাও নিয়মাধীন, স্বেচ্ছাধীন নহে। বর্ণান্তর যতই দোষাবহ হউক, ইহা কথিত ভাষাতে অনিবার্য্য। পৃথিবীতে এমন দেশ নাই যেখানে এক বর্ণ স্থানে বর্ণান্তর না হয়। ইংরাজীতে t স্থানে ch হয়; যথা Picture; d স্থানে j হয়; যথা Educate; আয়র্লণ্ড দেশে tree (ট্রি) কে তৃ বলে। প্রাকৃতে যে সকল বর্ণের স্থানে বিকল্পে বর্ণান্তর উচ্চারণ হয়, তাহা ককারাদি বর্ণানুক্রমে নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ক = চ, যথা, কারকার = ককার = চকার "কবর্গস্থ চবর্গো"
(ইতি কলাপ)

ক = গ, যথা, দিক্ = দিগ, বাক্ = বাগ।

খ = হ, যথা, মুখ = মুহ।

গ = জ, যথা, গমগম = গগাম = জগাম। "কবর্গস্থ চবর্গো"
(কলাপ)

ঘ = হ, কারণ ঘ = গ + হ, (gh) কখন কখন তাহার গ লোপে হ থাকে। এই প্রকারে মহাপ্রাণ বর্ণমাত্রেই হ হইতে পারে।

চ = ক, বচ্ ধাতু বাক্, পচ্ = পাক।

ট = ড়, কৃষ্ট্বা = কাড়িয়া, বেষ্ট = বেড়।

ঠ = ড়, পঠ = পড় (পাঠ করা)

ড় = ল, ষোড়শ = ষোল, চূড়া = চূলা, অগ্নিমীলে = অগ্নিমীড়ে।

ত = ড়, পতন = পড়ন, পাতন = পাড়ন, সপ্ততি = সত্তড়ি = = সত্তইড়, দ্রুত = দৌড়।

ত = দ, ভগবতীং = ভঅবদীং।

ত = ল, কারণ ত = ড়—ড় = ল, আবার ত = দ—দ = ল। অজায়ৎ = জায়ল্ বা জন্মিল। অপতৎ = পড়ল বা পড়িল। আসীৎ = আছীল বা ছিল (ইহাকে আমরা হ্রস্ব ইকার দিয়া আছিল বা ছিল লিখিয়া থাকি) প্রাপ্তে = প্রাপ্লে = পা'লে বা পাইলে। প্রাপীৎ = পাঈৎ = পাইল। ঐৎ = ঐল = আইল।

ত = চ, নৃত্য = নাচ ; Tincture = tincchur, mixture = mixcher

থ = ঢ় বা ড়, প্রথমং = পঢ়মং বা পড়মং ("শকুন্তলা")

থ = হ, তথা = তহ ("শকুন্তলা"), কথ = কহ।

দ = ল, বদ্ = বল, মর্দ্দন = মলন। দ স্থানে ল উচ্চারণ

করিয়া লেটিন ভাষাতে দেবর শব্দকে লেবর বলে; ইহাতে যদি কেহ বলেন লেবর স্বতন্ত্র শব্দ, দেবর শব্দজ নহে, তাহা খাটিবে না, কারণ প্রাচীনকালে ঐ লেবর শব্দকে লেটিন ভাষাতেই "ডেবর" বলিত। গ্রীকভাষাতে "ডেঅর" বলে, বঙ্গীয় কথিত ভাষাতে দেওর বলে, কারণ "ব"র উচ্চারণ "ও"র ন্যায়। সংস্কৃত উদূখল = উলূখল (প্রকৃতিবাদ অভিধান)।

দ = ড়, ছিদ্ ধাতু ছিড়।

দ = জ, মাঁদুর = মাঁজুর, মুরসিদাবাদ = মুরসিদাবাজ, সাহাবাদ নগর = সাহাবাজনগর, গুদারাঘাট = গুজারাঘাট। যুজ্ ধাতু = যুড় (একত্র করা) যুজ্ এবং যুড়্ একই ধাতু; কারণ, জ = দ, এবং দ = ড়।

ধ = ঝ, যুধ = যুঝ, সিদ্ধ = সিঝা, বুধ ধাতু = বুঝ, বন্ধ্যা = বাঁঝা।

ন = র বা ড়, খন্ ধাতুর সংস্কৃত রূপ "খনু", প্রাকৃতরূপ "খুঁড়্"; অন্য = আন্ = আর। "কৃত্তিবাসকৃত-বাক্য অমৃত সমান, রাম কথা বিনা যার মুখে নাহি আন"। (মহেশচন্দ্র শীল প্রকাশিত রামায়ণ, আদিকাণ্ড ১২৯২ সাল) অতএব "অন্য" শব্দ যে প্রথমে "আন" হইয়া পরে "আর" হইয়াছে ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

ভ = হ, ভূ ধাতু হিন্দিতে "হূ" হয়, যথা হূয়া, হোতে ইত্যাদি; এদেশে "হ" হয় (১৪ এবং ২২ পৃষ্ঠা দেখুন)

ম = ব, মুকুল = বকুল = বউল, মুদ = বুজ (দ = জ), প্রদীপ মুদাও = প্রদীপ বুদাও, চক্ষু মুদিয়া = চক্ষু বুজিয়া।

র = ন, ত্রি = তির = তিন, শ্রু ধাতু = শুর্ = শুন্, ক্রীধাতু = কীর = কীন (ক্রয় করা)। এই শব্দে আমরা হ্রস্ব ইকার দিয়া থাকি, তাহা ভ্রম।

র = ল, "রলয়োরভেদ", চরণ = চলন।

ল = "ড়" বা "র", কপিরিকা = কপিলিকা, পিপীলিকা = পিপীড়িকা বা পিপীড়া।

ব = ও, "বোদন্ত্যোষ্ঠ্যো" ইতি সূত্র। "ব"র প্রকৃত উচ্চারণ দন্তৌষ্ঠোচ্চারিত "ও"র ন্যায়। দন্ত এবং ওষ্ঠ অর্দ্ধ-মিলিত করিয়া ওকার উচ্চারণ করিলে যাহা হয় অন্তঃস্থ "বর" উচ্চারণ তাহা, কিন্তু আমরা উহাকে বর্গীয় "ব"র ন্যায় উচ্চারণ করি, তাহা অবিহিত।

শ = খ, দৃশ্ ধাতু দেখ। যেখানে উৎকল দেশে বলে দিশ, দিশে, আমরা বলি দেখ, দেখে। এই উচ্চারণ-ব্যতিক্রম যে প্রকারে যে কারণে হয় তাহা ৯।২৩ পৃষ্ঠায় দেখান গিয়াছে।

ষ = খ, দোষ = দোখ (হিন্দুস্থান), সন্তোষ = সন্তোখ (ঐ), পুরুষ = পুরুখ; কৃষ = কৃখ = ক্ষ।

স = র, বহিস্ = বাহির, পাথস্ = পাথার, কার্পাস = কাপর। অস্য = অর বা ওর, রামস্য = রামের। Genesis—Generis, Arbos—Arbor.

স = ছ, ছকে দন্ত্য করিয়া উচ্চারণ করিলে যাহা হয় দন্ত্য-সকারের প্রকৃত উচ্চারণ তাহা, কিন্তু আমরা উহার মূর্দ্ধন্য "ষ"র ন্যায় উচ্চারণ করি তাহা ভ্রম ; যে সকল স্থলে আমরা দন্ত্য সকে দন্তোচ্চারিত "ছ"র ন্যায় উচ্চারণ করি, তাহাই প্রকৃত উচ্চারণ, যথা = আসীৎ = আছীল্ বা আছীল।

স = হ, সপ্তাহ = হপ্তা, এইরূপ উচ্চারণ সংস্কৃতমূলক, যথা, অস্মদ্ শব্দের "স" স্থানে "হ" হইয়া দলোপে অহ্ম বা অহম্ হইয়াছে। এই প্রকার অমুষ্মিন্ = অমুহিন = অমুইন্, এবং তাহাই ৪৫ পৃঃ লিখিত নিয়মানুসারে স্বরবিপর্য্যয়ে অমূনি হইয়াছে। সিন্ধু = হিন্দু, তাহা হইতে হিন্দুস্থান।

শ, ষ, স, = হ, এই তিন বর্ণ স্থানেই কখন কখন হ উচ্চারণ হয়।

হ = অ, } যেমন হরি = অরি। অ বলিতে যেমন বায়ু
হ = খ. } অপ্রতিহত ভাবে নিঃসৃত হইয়া যায়, হ বলিতে সেই প্রকার হয় না ; হ বলিতে জিহ্বা যাইয়া কণ্ঠের সহিত মিলিতে চাহে, কিন্তু মিলিতে পারে না, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয় মাত্র। বালকের অক্ষমতা এবং

বৃদ্ধের অলসতা প্রযুক্ত রসনা ততটুকু অগ্রসর না হইলেই "হ" স্থানে "অ" উচ্চারণ হইয়া পড়ে। আবার যৌবনসুলভ কার্য্যতৎপরতা অধিক হইলে অর্থাৎ সমধিক শক্তি সহকারে হ উচ্চারণ করিতে গেলে জিহ্বা যাইয়া কণ্ঠকে প্রায় স্পর্শ করে বা আংশিক স্পর্শ করে, তাহাতেই ক্বচিৎ হ স্থানে পারস্য-দেশীয় "খ"র ন্যায় উচ্চারণ হয়। যাত্রার দলের বালকেরা মহারাজ বলিতে কখন কখন মখারাজ বলে। সেই "খ" আমাদের "খ"র ন্যায় নহে, উহা পারস্যদেশীয় "খ"র ন্যায়।

মূর্দ্ধন্য "ষ"র উচ্চারণ যে "খ" হয় তাহা সাক্ষাৎভাবে নহে, পরোক্ষভাবে হইয়া থাকে; দেখিয়াছি মূর্দ্ধন্য ষ স্থানে "হ" হয়, আবার এখানে দেখিলাম "হ"র উচ্চারণ কখন কখন "খ"র ন্যায় হইয়া পড়ে। তাহাতেই মূর্দ্ধন্য "ষ" একবার "হ" হইয়া তাহার পর "খ"র ন্যায় হয়। "ষ"র বৈদিক উচ্চারণ যে "খ" তাহা বোধ হয় এই প্রকারে পরোক্ষভাবে ঘটিয়াছে। সাক্ষাৎভাবে মূর্দ্ধন্য বর্ণের স্থানে কণ্ঠ্যবর্ণোচ্চারণ হওয়া অস্বাভাবিক।

ক্ষ = কৃষ = কৃখ, যথা, ভক্ষণ; কারণ ষ = খ।

ক্ষ = ছ, কারণ মূর্দ্ধন্য ষকে দন্ত্য "স" র ন্যায় উচ্চারণ করা হয় এবং স = ছ। মোক্ষণ = মোছন।

ক্ষ = হ, কারণ খ = হ। নিরীক্ষণ = নিরীহণ = নেহারণ, নলোপে হেরণ।

(২) বর্ণবিপর্য্যয়।

উচ্চারণব্যতিক্রমের দ্বিতীয় নিয়ম। বর্ণবিপর্য্যয়। ইহাতে পূর্ব্ব বর্ণ পরগামী হইয়া পর বর্ণ পূর্ব্বগামী হয়। এই প্রকার বর্ণবিপর্য্যয় স্বরবর্ণেই অধিক হইয়া থাকে, অতএব অগ্রে তাহাই দেখাইতেছি।

স্বরবিপর্য্যয়।

ইহার এক নিয়ম এই যে, কোন শব্দের কোন একটী ব্যঞ্জনযুক্ত স্বর সেই ব্যঞ্জনবর্ণের অগ্রে গমন করে। যথা, আলি = আইল; গালি = গাইল, ইত্যাদি। কথিত ভাষাতে শব্দায়তন খর্ব্বকরণার্থে স্বরবিপর্য্যয় একটী প্রধান উপায়। ইংরেজীতে যাহাকে Syllable বলে আমরা তাহাকে শব্দাংশ বলি। গালি শব্দে দুই শব্দাংশ। তাহার স্বরবিপর্য্যয় করিয়া আমরা এক শব্দাংশ ত্যাগ করতঃ খর্ব্বোচ্চারণ করিয়া থাকি। বিদেশীয় পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারেন এইজন্য ইংরেজী করিয়া বলিতেছি, gali শব্দে দুই শব্দাংশ (syllables) আছে, আর gail শব্দে এক শব্দাংশ মাত্র (one syllable)। এই কারণে কথিত ভাষায় স্বরবিপর্য্যয় নিয়ম হইয়াছে।

এই নিয়মবশে করোতু, ধরতু, ভবতু, পিবতু ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃতে প্রথমতঃ করুত্, ধরুত্, হউত্, পিউত্ হইয়া পরে করুক্, ধরুক্, হউক্, পিউক্ রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহা পরে দেখিতে পাইবেন।

করা, ধরা, হওয়া ইত্যাদি পদের ব্যুৎপত্তি

স্বরবিপর্য্যয়ের আর এক নিয়ম এই যে, কোন দুইটী ক্রমিক শব্দাংশের পরবর্ত্তী স্বরবর্ণ পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরবর্ণের স্থানে যায় এবং পূর্ব্ব স্বর আসিয়া তৎস্থান অধিকার করে। যথা, নূতন = নতূন; স্ফুলিঙ্গ = ফুলগি বা ফুলকি। এই নিয়মের উদাহরণ এতদ্দেশের ব্যবহৃত 'করা, ধরা, হওয়া' ইত্যাদি শব্দে পাওয়া যাইবে। কৃ, ধৃ, ভূ, ইত্যাদি ধাতু হইতে করা, ধরা, হওয়া ইত্যাদি পদ কি প্রকারে হইল তাহা নির্ণয় করা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন; কারণ সমস্ত ক্রিয়াবাচক শব্দকেই এই প্রকারে বিশেষ্য-ভাবাপন্ন করা হইয়া থাকে। সংস্কৃতে ক্রিয়াবাচক শব্দকে বিশেষ্যভাব করিতে হইলে অনট্ প্রত্যয় দ্বারা করা হয়। যথা, কৃ ধাতু করণ; ধৃ ধাতু ধরণ ইত্যাদি। পূর্ব্ববঙ্গে এই নিয়মই প্রচলিত আছে, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে 'করা, ধরা, হওয়া' ইত্যাদি বলে। তাহার কারণ, তথায় অনট্ প্রত্যয় ব্যবহার না করিয়া ঘঙ্ প্রত্যয় দ্বারা ক্রিয়াবাচক শব্দকে বিশেষ্য করে। কৃ ধাতু ঘঞ্ = কার, তাহাই স্বরবিপর্য্যয়ে "করা" হয়। এই প্রকারে ধৃ ধাতু ধার = ধরা; ভূ ধাতু ভাব = ভবা = হওয়া, কারণ, ভ = হ, ব = ও।

সংস্কৃতেও এইরূপ স্বরবিপর্য্যয়ের আভাষ পাওয়া যায়। যথা, অস্মদ্ শব্দ = অস্‌মদ্। এই কয়টী বর্ণ মধ্যে অন্ত্য "দ"য়ের লোপ করিলে অস্‌ম থাকে, তাহার "স" স্থানে "হ" উচ্চারণ হইয়া অহ্‌ম হয়, এবং তাহা স্বরবিপর্য্যয়ে অহম্ হইয়াছে। সংস্কৃতে সন্ধিতে বা প্রত্যয়াদি যোগে যে এক বর্ণস্থানে বর্ণান্তর হয় তাহার বিধিই আছে, কিন্তু কেন হয় তাহার কারণ প্রকাশিত নাই। বিধি মাত্রই কারণাধীন, অনুসন্ধান করিলে তাহার স্বাভাবিক কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ব্যঞ্জনবিপর্য্যয়।

স্বরবিপর্য্যয়ের ন্যায় কোন কোন শব্দে ব্যঞ্জন বর্ণেরও বিপর্য্যয় দেখা যায়; কিন্তু তাহা অতি বিরল, যথা, নিরীক্ষণ = নিরীহণ। এই শব্দটীকে বর্ণবিপর্য্যয় করিয়া নেহারণ, নেহারি, নেহারে বলে। আবার ঐ শব্দকেই আরও খর্ব্ব করার জন্য আদ্য বর্ণের লোপ করিয়া হেরি, হেরে বলিয়া থাকে। এইরূপ ব্যঞ্জনবিপর্য্যয় সংস্কৃতেও দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, হিন্‌স = সিংহ।

(৩) বর্ণলোপ।

উচ্চারণব্যতিক্রমের তৃতীয় নিয়ম বর্ণলোপ করা। কথিত ভাষায় শব্দ কুঞ্চিত করার জন্য কোন কোন বর্ণের বিকল্পে লোপ হয়। যথা, ইদানীং = দানীং (শকুন্তলা)

উত্তোলন = তোলন। ইংরাজীতে of course শব্দের of লোপ করিয়া 'course বলে। Pantaloon = Pant. Spectacle = Spec. Would not = Won't, Are not = ain't তদ্রূপ প্রাকৃতে উপবাস = উপা'স, অলাবু = লাউ ইত্যাদি। শব্দের পূর্ব্ববর্ণাপেক্ষা অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণেরই অধিক লোপ হইতে দেখা যায়। যখন মধ্য বর্ণের লোপ হয়, তখন কোন কোন শব্দে সেই লুপ্ত বর্ণের স্থানে "অ" বা "ই"র ন্যায় উচ্চারণ হয়। সংস্কৃতে লুপ্ত অকার দেখান জন্য একটী (ঽ) এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হয় এবং তাহার কিঞ্চিৎ অস্ফুট উচ্চারণও আছে, তাহা "অ" বা "ই"র ন্যায়। ইংরেজীতে লুপ্ত বর্ণের স্থলে একটী কমা (') চিহ্ন দেয় এবং তাহার একটু ঐরূপ অস্ফুট উচ্চারণ করে। ঐ কমা সেই সংস্কৃতের লুপ্ত অকারের রূপান্তর কি না কে বলিতে পারে। সংস্কৃত যথা, কবে + অবেহি = কবে-ঽবেহি ; প্রভো + অনুগৃহাণ = প্রভোঽনুগৃহাণ ; নরঃ + অয়ং = নরোঽয়ং। সংস্কৃত "করপত্র" = করপাত = করাত (saw)। কর্ম্ম, চর্ম্ম, স্বর্ণ এই সকল শব্দের প্রাকৃতিক অর্থাৎ সাধারণ উচ্চারণ কাম, চাম, সোণা, ইহা যুক্তাক্ষর নামক পরিচ্ছেদে দৃষ্ট হইবে। স্বর্ণের উচ্চারণ সোণা হওয়ার কারণ এই যে "ব"র উচ্চারণ "ও"র ন্যায়। অতএব কর্ম্মকার = কামকার = কা'মার, চর্ম্মকার = চামকার — চামা'র, স্বর্ণকার = সোণাকার = সোণা'র।

আর কয়েকটী বর্ণ লোপের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল, যথা,—

ক—কোকিল = কোইল, বকুল = বউল।

গ—ভগবতীং = ভঅবদীনং।

ত—চলতি = চলতে = চলএ, বা চলে।

দ—বদন = বঅন (অকার দকারের লুপ্তাভাস) বঅন = বয়ান।

ব—পিবতি = পিবতে = পিতে = পিএ, বা পিয়ে।

সকল বর্ণ মধ্যে ত, এবং দ, এই দুইটী বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লুপ্ত বা রূপান্তরিত হয়। তাহার পর ক, গ, ব। অন্য বর্ণের লোপ তদপেক্ষাও বিরল। চবর্গ, টবর্গ, লোপ হইতে দেখা যায় না।

উচ্চারণব্যতিক্রমের নিয়ম (৫)

যুক্তাক্ষর।

উচ্চারণব্যতিক্রমের পঞ্চম নিয়ম এই যে অন্ত্য যুক্ত বর্ণের একটী লোপ করিয়া পূর্ব্ব স্বরকে গুরু করিয়া উচ্চারণ করে এবং লুপ্ত বর্ণ বর্গীয় পঞ্চম বর্ণ হইলে তাহার স্থানে চন্দ্রবিন্দু হয়। যথা, চন্দ্র = চাঁদ, পঞ্চ = পাঁচ, সপ্ত = সাত ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে ইহাও সাধারণ নিয়ম নহে; কারণ তাহা হইলে সকল শব্দেরই এইরূপ উচ্চারণ হইত। কিন্তু মন্ত্রকে মাঁত বলা যায় না;

কণ্ঠকে কাঁঠ বলা যায় না। ইহাও বিকল্প বিধি। যে শব্দের বহু ব্যবহার হয় তাহাতেই এই প্রকার উচ্চারণ হয় আর যে শব্দের মুহুর্মুহুঃ ব্যবহার হয় না তাহাতে এই প্রকার উচ্চারণব্যতিক্রম হয় না। যে কয়টি শব্দে এইরূপ উচ্চারণ হয় তাহা ব্যাকরণ এবং অভিধানে থাকা আবশ্যক। নচেৎ প্রাকৃত ভাষা বিদেশীয়গণ শিক্ষা করিতে পারেন না। এইরূপ অধিকাংশ শব্দ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বজ্র = বাজ
অভ্র = আভ
অগ্র = আগ
অঞ্চল = আঁচল
অৰ্দ্ধ = আধ
অন্ত্র = আঁত
আম্র = আম
অদ্য = আ'য বা আ'জ, কারণ দ = জ।
অন্য = আন = আর
অঙ্ক = আঁক
কর্ণ = কাণ
কজ্জল = কাজল
কর্ম্ম = কাম
কার্য্য = কায

গর্ত্ত = গাত
ঘর্ম্ম = ঘাম
চন্দ্র = চাঁদ
ছন্দ = ছাঁদ
ঝম্প = ঝাঁপ
পক্ষ = পাখ
পর্ব্ব = পাব (space between two knots as of a bamboo or cane) এই শব্দকে পাপ বলে, যথা, এক পাপ বাঁশ, এক পাপ বেত।

কম্প = কাঁপ

খট্টা = খাট   ভর্জ্জন = ভাজন

খণ্ড = খান   ভণ্ড = ভাঁড়

বল্কল = বাকল   মণ্ড = মাঁড়

বর্দ্ধন = বাড়ন   ভর্ত্তা = ভাতার

দন্ত = দাঁত   বন্ধ্যা = বাঁঝা

পঞ্চ = পাঁচ   হড্ড = হাড়

অষ্ট = আট   পট্ট = পাট

মৎস্য = মাস = মাছ   (a kind of

যজ্ঞ = যাঁগ   cloth)

জম্বীর = জামীর   কক্ষ = কাখ (waist)

রন্ধন = রাঁধন   রক্ষ = রাখ

(রান্না শব্দ অশুদ্ধ)   চর্ম্ম = চাম

কর্ত্তন = কাটন   লজ্জা = লাজ

লক্ষ = লাখ   কল্য = কাল (কল্য

লম্ফ = লাঁফ   এবং অদ্য

পঞ্জী = পাঁজী   এই শব্দদ্বয়কে

শঙ্খ = শাঁখ   অনেকে কালি

ষণ্ড = ষাঁড়   এবং আজি

সজ্জা = সাজ   লিখিয়া থা-

সঞ্চ = সাঁচ   কেন তাহা

সপ্ত = সাত   অমূলক)

সন্ধ্যা = সাঁজ হণ্ডী = হাঁড়ী
পত্র = পাত হঞ্জি = হাঁচি

বিশ্লেষের দ্বারা যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ সরল করার আর এক নিয়ম আছে, যথা,—

গর্ব্ব গরব পর্ব্ব পরব
মর্ম্ম মরম ধর্ম্ম ধরম ইত্যাদি

এই নিয়ম পদ্যেই অধিক ব্যবহৃত হয়।

উচ্চারণব্যতিক্রমের নিয়ম এবং হেতু সকল দেখান হইল; এক্ষণে যে সকল শব্দাদিতে উচ্চারণব্যতিক্রম অধিক তাহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। শব্দ মধ্যে সংখ্যাবাচক শব্দ, বিভক্তি, প্রত্যয় এবং সর্ব্বনাম এই সকলেরই চলিত কথায় মুহুর্মুহুঃ ব্যবহার হয় এবং যাহার যত অধিক ব্যবহার তাহার তত অধিক সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। এই জন্য ঐ সকল শব্দপ্রত্যয়াদির রূপ ক্রমে দেখাইতেছি।

চতুর্থ অধ্যায়।

সংখ্যাবাচক শব্দ।

পূর্ব্বাধ্যায়ে শেষ ভাগে এই অধ্যায়ের সূচনা করা গিয়াছে, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সংখ্যাবাচক শব্দ প্রকৃতপক্ষে এক হইতে দশ পর্য্যন্ত। তৎপর অন্য

সংখ্যাসকল এই সকল শব্দেরই যুক্ত শব্দ যেমন চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ ইত্যাদি। এই প্রকারে দুই তিনটী শব্দ যুক্ত হইয়া যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা কাজেই অতিশয় দীর্ঘ হয়। সুতরাং সর্ব্বদা কথা বলিতে তাহার সংক্ষেপ না করিয়া বলা যায় না। এক হইতে দশ পর্য্যন্ত বিশেষ ব্যতিক্রম হয় না। তৎপর যুক্ত শব্দ সকলই সংক্ষিপ্তা-কার ধারণ করে। ইংরেজী ভাষাতেও এই ভাব দৃষ্ট হয়, যথা—two ten = twenty, ইহার অর্থ twice ten. এই প্রকার three ten = thirty, ইহার অর্থ thrice ten. four ten = forty, অর্থ four times ten. আবার four-ten-one = fortyone, অর্থ fore times ten and one. অর্থাৎ four স্থানে for, ten স্থানে ty, three স্থানে thir, হয়।

সংস্কৃত এত প্রাচীন ভাষা যে ইহাকে অনাদি বলে। কেহ বলে লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা বর্ত্তমান ছিল; ইহা দেবভাষা। সে যাহা হউক এই ভাষা যে অতি প্রাচীন, অগণিত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহা কেহ অস্বী-কার করেন না। এত কালের ভাষাতে যে চলিত কথায় সংখ্যাবাচক শব্দের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা দেখুন। এক হইতে দশ পর্য্যন্ত মূল শব্দে প্রায় ব্যতিক্রম নাই বলিলেই হয়। তৎপর যুক্ত শব্দ সমূহেই সংক্ষিপ্তাকার দেখিতে পাইবেন, যথা,—

সংস্কৃত প্রাকৃত

এক = এক

দ্বি = দুই (দ্বি শব্দের যথার্থ উচ্চারণ দুই, কারণ "ব"র উচ্চারণ "ও"র ন্যায়। সংস্কৃতে 'দ্বি' শব্দকে যে "দ্দি"র ন্যায় উচ্চারণ করা হয় তাহা ভ্রম, উহার উচ্চারণ "দুই"র ন্যায়।)

ত্রি = তিন (ত্রি শব্দ ক্লীবলিঙ্গে ত্রীণি হয়, ঐ ত্রীণি শব্দ প্রাকৃতে "তিন"। শকুন্তলা'র প্রাকৃতে তিন্নি বলিত। প্রাকৃতে সর্ব্বত্র বিশেষণের লিঙ্গ ভেদ করার নিয়ম না থাকায় সর্ব্ব স্থানে ঐ "তিন" ব্যবহৃত হয়।) স্বভাবতঃও ত্রি = তির = তিন, কারণ র = ন।

চতুর্ = চারি (চতুর শব্দ ক্লীবলিঙ্গে চত্বারি, বহু ব্যবহার হেতু "ত্ব" লুপ্ত হইয়া চারি থাকে।)

পঞ্চ(ন্) = পাঁচ (যেমন ভণ্ড = ভাঁড়)

ষষ্ = ছয় ("স"র উচ্চারণ "ছ"র ন্যায়, এই জন্য অশিক্ষিত লোকে অজ্ঞতা হেতু শ, ষ, স, এই তিনেরই উচ্চারণ অনেক স্থলে "ছ"র ন্যায় করিয়া থাকে, এই জন্য "ষ"কে "ছ" বলে। শেষ "ষ"র লোপ হয়, এবং তাহার স্থলে তাহার লুপ্তাভাস অ উচ্চারণ করিয়া 'ছয়' বলে। "ষ"র স্থলে "য়" হওয়ার কারণ এই যে, যেখানে বর্ণের লোপ হয় তাহার স্থানেই "অ" বা "ই"র ন্যায় একটুকু অস্ফুট উচ্চারণ হইয়া থাকে। ইহা বর্ণলোপ পরিচ্ছেদে বলিয়াছি)

সপ্ত(ন্) = সাত

অষ্ট(ন্) = আট

নব(ন্) = নও (কারণ "ব"র যথার্থ উচ্চারণ "ও")

দশ(ন্) = দশ

একাদশ(ন্) = এগার (একাদশ শব্দের "শ" লুপ্ত হইয়া "এ়কাদ" থাকে। পূর্ব্বে তৃতীয়াধ্যায়ের বর্ণান্তর পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, ত, দ, ট, ঠ এই কয়টী বর্ণের স্থলে বিকল্পে "ড়" উচ্চারণ হয়। যথা, ছিদ্ ধাতুর প্রাকৃত ছিড়্ (to disjoin) পতন = পড়ন; পঠন = পড়ন, ইত্যাদি। * অতএব একাদ স্থানে একাড় বলিতে "ক" এবং "গ"র নৈকট্য হেতু এগাড় বলিয়া থাকে। যেমন সংস্কৃতে বাক্ = বাগ, দিক = দিগ, ইত্যাদি। এই প্রকার বাড়, তেড়, আটাড়, প্রভৃতি পরে দেখিতে পাইবেন, এই সকল শব্দকে এগাড়, বাড় ইত্যাদি না লিখিয়া এগার, বার, তের এইরূপ লেখা ভুল। এইরূপ অশুদ্ধরূপে লিখিয়া যে এই সকল শব্দকে "দেশজ" বলা হয় তাহা ভ্রম। এই "দেশজ" মতের খণ্ডন ৯ম অধ্যায় "ব্যাপ্তার্থ" পরিচ্ছেদে পরে দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশ(ন্) = বাড় (দ্বা = দ্‌বা' ইহার 'দ' লোপ করিয়া 'বা' মাত্র উচ্চারণ করে। যেমন, স্পষ্ট = পষ্ট;

---

* কলাপ ব্যাকরণে "ষোড়শ" শব্দের ব্যুৎপত্তি ষট্ + দশ = ষো + ড়শ =) ষোড়শ এইরূপ করা হইয়াছে। (শ্রীপতি দত্ত কৃত পরিশিষ্ট)

স্পর্শ = পর্শ; স্না ধাতুর প্রাকৃত উচ্চারণ ‘না’ (to bathe)। বা + ড় = বাড়। ‘অথবা’, ‘বা’ এই সকল শব্দে দ্বি ভাব বুঝায় “রাম বা শ্যাম” এখানে বা শব্দের অর্থ দ্বিতীয়তঃ।

ত্রয়োদশ(ন্) = তেড় (তিন + ড়, এই দুইটী শব্দ হইতে “তেড়” হইয়াছে। ‘তিন’শব্দের যখন অন্য শব্দের সহিত সমাস হয় তখন তাহার অন্ত্য “ন” লোপ পায়, এবং তি স্থানে তে উচ্চারণ হয়। যথা, তেপথ, তেমুখ। তে + ড় = তেড়।

চতুর্দ্দশ(ন্) চৌদ্দ (চতুর্দ্দশের অন্ত্য “শ” লোপে চতুর্দ্দ থাকে। “চতু”র “ত” লোপ হইয়া “চউ” বা “চৌ” রূপ হয়। অতএব চতুর্দ্দ = চৌদ্দ।

পঞ্চদশ(ন্) = পোনড় (পঞ্চড় = পন্নড়) তাহাকেই পোনড় বলে।

ষোড়শ(ন্) = ষোল (উচ্চারণ সংক্ষেপ করার জন্য অন্ত্য “শ” র লোপ হইয়া ষোড় থাকে। “বর্ণান্তর” পরিচ্ছেদে দেখান গিয়াছে “ড়লয়োরভেদ” সূত্রানুসারে “ড়” স্থানে “ল” হয়। অতএব ষোড় = ষোল।

সপ্তদশ(ন্) = সতড় (“সপ্ত” শব্দের “প” লোপ করিয়া “সত” + ড় = সতড়।

অষ্টাদশ(ন্) = আটাড় (অষ্ট = আট + ড় = আটাড়)

ঊনবিংশতি = ঊনোইঁশ (বিংশ শব্দের প্রাকৃত

উচ্চারণ বিঁশ। "ব" = ও, এবং ং = ঁ অতএব বিংশ = ওইঁশ, ঊনবিংশ = ঊনোইঁশ।)

বিংশতি = বিঁশ [প্রাকৃতে অনুনাসিক উচ্চারণ এই রূপ। বিঁশকে এক ধরিয়া গণনা করিতে ইহাকে কুড়ি বলে। (কুড়ি is the name given to বিঁশ when it is taken as an unit)]

একবিংশতি = একোইঁশ (এক + বিঁশ = এক = ওঁইশ = একোইঁশ।)

দ্বাবিংশতি = বাইঁশ (দ্বা + বিঁশ) "বিঁশ"এর যে ইঁশ থাকে তাহা পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে। দ্বা শব্দের "দ" লোপ হইয়া "বা" থাকে। Latin ভাষাতে এই "দ্বা" শব্দ 'বাই' (bi) রূপ ধারণ করিয়াছে, যথা bi-ped ইত্যাদি। এই প্রকারে বা + ইঁশ = বাইঁশ। 'বাওয়ান্ন'এবং 'বাষট্টি'তে, এই প্রকার দেখা যাইবেক। দ্বাদশ শব্দের উচ্চারণ-ব্যতিক্রমে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

ত্রয়োবিংশতি = তেইঁশ (তিন + বিঁশ) তিন স্থানে যে "তে" হয় তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে এবং বিঁশ স্থানে ইঁশ হয় তাহাও পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে, অতএব তে + ইঁশ = তেইঁশ।

চতুর্ব্বিংশতি = চৌবিবঁশ (চতুর্ব্বিংশ = চৌবিবঁশ ইহা কেবল উচ্চারণসারল্য মাত্র) (চতুর্দ্দশ শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখুন)

পঞ্চবিংশতি = পঁচিশ (পঞ্চ + ইশ = পঁচিশ)

ষড়বিংশতি = ছাব্বিশ (পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে অজ্ঞতা হেতু শ, ষ, স এই তিনেরই উচ্চারণ 'ছ'য়ের ন্যায় হয় এবং তাহাতেই ষষ্ঠ, ষড়, ষট্ স্থানে ছয় উচ্চারণ হয়। অতএব ছয় + বিঁশ, ছাব্বিশ উচ্চারণ হয়।)

সপ্তবিংশতি = সাতাইঁস (সপ্ত = সাত ; বিঁশ = ইঁশ ইহা পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে অতএব সাত + ইঁশ = সাতাইঁশ)

অষ্টাবিংশতি = আটাইঁশ (অষ্ট = আট ; বিংশ = ইঁশ, আট + ইঁশ আটাইঁশ)

ঊনত্রিংশৎ = ঊনত্রিঁশ।

ত্রিংশৎ = ত্রিঁশ

একত্রিংশৎ = একত্রিঁশ

দ্বাত্রিংশৎ = বাত্রিঁশ বা বত্রিঁশ ('দ্বা'র যে 'দ' লোপ হইয়া "বা" থাকে তাহা পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে ; বা + ত্রিঁশ = বাত্রিঁশ বা বত্রিঁশ)

ত্রয়স্ত্রিংশৎ = তেত্রিঁশ ("তিন" যে সমাসে "তে" হয় তাহা 'ত্রয়োদশ' শব্দে দেখান গিয়াছে। অতএব তে + ত্রিঁশ = তেত্রিঁশ)

চতুস্ত্রিংশৎ = চৌত্রিঁশ (প্রাকৃতে চতু শব্দের "ত" লোপ হইয়া "চউ" বা "চৌ" থাকে। অতএব চৌ + ত্রিঁশ = চৌত্রিঁশ)

পঞ্চত্রিংশৎ = পঞ্ত্রিঁশ (পঞ্চ শব্দের 'চ'র লোপ হইয়া পঞ্ থাকে। অতএব পঞ্ + ত্রিঁশ পঞ্ত্রিঁশ)

ষট্‌ত্রিংশৎ = ছত্রিঁশ (ষট্ শব্দের 'ট'র লোপ হইয়া এবং 'ষ'য়ের উচ্চারণ ছয়ের ন্যায় হইয়া ছত্রিঁশ হইয়াছে)

সপ্তত্রিংশৎ = সাতত্রিঁশ (সপ্ত - সাত এবং ত্রিংশ = ত্রিঁশ ইহা পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে।)

অষ্টাত্রিংশৎ = আটত্রিঁশ (ইহা পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে)

ঊনচত্বারিংশৎ = ঊনচল্লিশ (পূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণান্তর পরিচ্ছেদে দেখান গিয়াছে যে, "ত" এবং "র" য়ের উচ্চারণ কখন কখন "ল" হয়। যথা, আসীৎ = আছীল ; অকরোৎ করল ; অলি - অরি ; রঘু = লঘু ; মূঢ় = মূল ; কপিরিকা - কপিলিকা ; বার – বাল। অতএব ঊনচত্বারিংশ = ঊনচত্বালিশ = ঊনচল্লিশ)

চত্বারিংশৎ - চল্লিশ (ঊনচল্লিশে দেখান গিয়াছে)

একচত্বারিংশৎ - একচল্লিশ।

দ্বিচত্বারিংশৎ = ব্যাল্লিশ। "দ্বি" স্থানে এই সকল স্থলে সমাসে "দ" লোপ হইয়া "বি" থাকে তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে এবং চত্বারিংশৎ কি প্রকারে চল্লিশ হয় তাহাও বলা গিয়াছে। অতএব বি + চল্লিশ

এই দুই শব্দ যুক্ত হইয়া "চ" লোপে ব্যাল্লিশ উচ্চারিত হয়।

ত্রিচত্বারিংশৎ – তেয়াল্লিশ (তে + চল্লিশ = তেয়াল্লিশ বা তেতাল্লিশ)

চতুশ্চত্বারিংশৎ = চৌচল্লিশ

পঞ্চচত্বারিংশৎ = পাঁচচল্লিশ

ষট্‌চত্বারিংশৎ = ছয়চল্লিশ

সপ্তচত্বারিংশৎ = সাতচল্লিশ

অষ্টচত্বারিংশৎ = আটচল্লিশ

ঊনপঞ্চাশৎ = ঊনপঞ্চাশ

পঞ্চাশৎ = পঞ্চাশ

একপঞ্চাশৎ = একান্ন। পঞ্চদশ শব্দের প্রাকৃত রূপ করার সময় দেখান গিয়াছে যে সেখানে "পঞ্চ" শব্দের উচ্চারণ পন্ন হইয়াছে। এখানে পঞ্চাশৎ শব্দের শৎ ছাড়িয়া দিয়া প্রথমতঃ "পঞ্চা" স্থানে "পন্না" হয় এবং তাহা স্বরবিপর্য্যয়ে পান্ন হয়। যেমন তিপান্ন। কিন্তু এস্থলে "একপান্ন না বলিয়া "একান্ন" বলে। অর্থাৎ "প"র লোপ হইয়া কেবল আন্ন থাকে। এই প্রকারে একান্ন হইয়াছে। বাওয়ান্ন, চৌয়ান্ন, পঞ্চান্নও ঐ প্রকারে হইয়াছে। তাহা যথাস্থানে দেখান যাইবে।

দ্বাপঞ্চাশৎ = বাওয়ান্ন (পূর্ব্বলিখিত নিয়মানুসারে ব, + আন্ন = বাআন্ন হয়। ইহাকেই বাওয়ান্ন বলে।)

ত্রিপঞ্চাশৎ = তির্পান্ন (তির্ + পান্ন = তির্পান্ন। এক-পঞ্চাশতের টীকাতে পান্ন শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখুন।)

চতুঃপঞ্চাশৎ = চৌয়ান্ন (চৌ + আন্ন)

পঞ্চপঞ্চাশৎ = পঞ্চান্ন (পঞ্চ + আন্ন)

ষট্‌পঞ্চাশৎ = ছয়ান্ন (ছয় + আন্ন)

সপ্তপঞ্চাশৎ = সাতান্ন (সাত + আন্ন)

অষ্টপঞ্চাশৎ = আটান্ন (আট + আন্ন)

ঊনষষ্টি = ঊনষট্টি বা ঊনষাইট। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে বহু ব্যবহার হেতু গালি স্থানে গাইল; আলি স্থানে আইল; মাটি স্থানে মাইট হয়, যেমন মাইট কোঠা; তেমনি ষট্টি স্থানে ষাইট হয়। এই নিয়মকে স্বরবিপর্য্যয় বলিয়া আসিয়াছি।

ষষ্টি = ষাইট (পূর্ব্ব শব্দে দেখান গিয়াছে)

একষষ্টি = একষট্টি।

দ্বাষষ্টি = বাষট্টি।

ত্রিষষ্টি = তেষট্টি।

চতুঃষষ্টি = চৌষট্টি।

পঞ্চষষ্টি = পঞ্চষট্টি।

ষট্‌ষষ্টি = ছয়ষট্টি।

সপ্তষষ্টি = সাতষট্টি।

অষ্টষষ্টি = আটষট্টি।

ঊনসপ্ততি = ঊনসত্বইড় (ত স্থানে কোন কোন

স্থলে যে 'ড়' হয় তাহা পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে। তাহাতে সপ্ততি স্থানে সপ্তড়ি, বা, সত্বড়ি হয়; এবং উহা পূর্ব্ব-লিখিত স্বরবিপর্য্যয় নিয়মানুসারে সত্বইড় হয়। যেমন ষট্টি – যাইট)

সপ্ততি - সত্বইড়। (পূর্ব্ব শব্দে দ্রষ্টব্য)

একসপ্ততি = একহত্বইড় [একাদির সহিত সমাসে সত্বইড় শব্দের "স" স্থানে "হ" হয় (বর্ণান্তর পরিচ্ছেদ ৪৩ পৃষ্ঠা) অতএব এক + হত্বইড় = একহত্বইড়।]

দ্বাসপ্ততি = বাহত্বইড়।

ত্রিসপ্ততি = তেহত্বইড়।

চতুঃসপ্ততি – চৌহত্বইড়।

পঞ্চসপ্ততি = পাঁচহত্বইড়।

ষট্‌সপ্ততি = ছহত্বইড়।

সপ্তসপ্ততি – সাতহত্বইড়।

অষ্টসপ্ততি = আটহত্বইড়।

ঊনাশীতি = ঊনাশী (অশীতি শব্দের 'তি'র লোপ হইয়া পূর্ব্ব অকার আকার হয়। অশীতি = আশী। ঊন + আশী – ঊনাশী)

অশীতি = আশী (পূর্ব্ব শব্দে দ্রষ্টব্য)

একাশীতি = একাশী।

দ্বি অশীতি = বিরাশী (দ্বি শব্দের বি থাকে,

বি + আশী = বিরাশী। এস্থলে বিআশী না বলিয়া, তিরাশী ও চৌরাশী শব্দের সান্নিধ্য হেতু বিরাশী হয়)

ত্র্যশীতি = তিরাশী (ত্রি স্থলে তির উচ্চারণ হয়, তির + আশী তিরাশী উচ্চারণ হয়। ত্রি শব্দের রকার বিশ্লেষ করিলে তিরাশী হয়।

চতুরশীতি = চৌরাশী (চতু স্থানে যে চৌ হয় তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে)

পঞ্চাশীতি = পাঁচাশী।

ষড়শীতি = ছয়াশী।

সপ্তাশীতি = সাতাশী।

অষ্টাশীতি = আটাশী।

ঊননবতি = ঊননবই (নবতির 'ত' লোপ হইয়া 'নবই' আছে। ঊন + নবই = ঊননবই)

নবতি = নবই।

একনবতি = একনবই।

দ্বিনবতি = বিরনবই ('দ্বি' শব্দের 'দ' লোপ হইয়া বি থাকে এবং বি + নবই = বিনবই। কিন্তু বিরাশী ও তিরাশীর সান্নিধ্য হেতু ইহাকে বিরনবই বলে।)

ত্রিনবতি = তিরনবই (প্রাকৃতে ত্রি শব্দের রকারের বিশ্লেষণে তির হয়। যেমন 'ক্র'র উচ্চারণ 'কর' হয়।

চতুর্নবতি = চৌরনবই।

উঃ

পঞ্চনবতি = পাঁচনবই।

ষণ্ণবতি = ছয়নবই।

সপ্তনবতি = সাতনবই।

অষ্টনবতি = আটনবই।

ঊনশত = ঊনশ (শত শব্দের প্রাকৃতে 'ত' উচ্চারণ হয় না। এস্থলে বলা আবশ্যক যে সংস্কৃতে নব-নবতি শব্দেরও ব্যবহার আছে। তদ্রূপ প্রাকৃতেও নিরনবই শব্দের ব্যবহার হয়। নবনবই = নওনবই তাহাই বিরনবই, তিরনবই শব্দের সান্নিধ্য হেতু নিরনবই হয়।)

শত = শ।

সহস্র = হাজার [যেমন ইদানীং = দানীং ('শকুন্তলা') অকরোৎ = করোৎ; আছীল = ছীল; তদ্রূপ সহস্র = হস্র = হাজার।]

অযুত = (এই শব্দের প্রাকৃতে ব্যবহার নাই। দশ সহস্রই বলে, এক অযুত বলে না)

লক্ষ = লাখ (যেমন বজ্র = বাজ; অষ্ট = আট; সপ্ত = সাত)

নিযুত = (এই শব্দের ব্যবহার নাই। দশ লক্ষ বলে, এক নিযুত বলে না।

কোটি = কোটি।

সংখ্যাবাচক শব্দের আলোচনা করিয়া দেখিলাম কতক শব্দ অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকার প্রাপ্ত হওয়াতে এব

প্রাকৃত গ্রন্থকারগণ সেই সকল শব্দ লিখিতে অশুদ্ধ বর্ণ বিন্যাস করায়, ঐ সকল শব্দকে অনেকেই ভাষান্তর মনে করিতেন, যথা, বার, তের ইত্যাদি। এইক্ষণে দেখিলাম উহারা সমস্তই সংস্কৃতের সংক্ষিপ্তাকার মাত্র, ভাষান্তর নহে। এই সকল শব্দের এই রূপ অশুদ্ধ বর্ণ বিন্যাস করা অবিহিত।

পঞ্চম অধ্যায়।

বিভক্তি-রূপ।

যে সকল স্থলে লিখিত এবং কথিত ভাষাতে অর্থাৎ সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষাতে উচ্চারণব্যতিক্রম অধিক এবং যাহা দেখিয়া লোকে প্রাকৃতকে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র ভাষা মনে করে, আমরা সেই সকল ব্যতিক্রমের আলোচনা করিতেছি। তন্মধ্যে বিভক্তি-রূপ অত্যন্ত কঠিন। যাহাকে ইংরাজীতে কেস্ বলে সংস্কৃতে তাহার নাম কারক, এবং কারকের চিহ্ন সকলের নাম বিভক্তি। প্রাকৃত বিভক্তি সকলের মূলাবধারণ না করিয়া উহাদিগকে লোকে ভারতবর্ষের আদিম অসভ্য জাতির ভাষা হইতে গৃহীত বলিয়া অনুমান করে। আমরা দেখাইব যে উহারা সকলই সংস্কৃতমূলক, অসভ্য জাতির ভাষা হইতে

গৃহীত নহে। সংস্কৃতে বিভক্তি প্রথমা হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত সপ্তবিধ। তন্মধ্যে ষষ্ঠী কারক নহে। উহা সম্বন্ধবাচক মাত্র।

প্রথমা বিভক্তি।

সংস্কৃত এবং প্রাকৃতে প্রথমা বিভক্তির শব্দরূপের একত্ব।

সংস্কৃত এবং প্রাকৃতে প্রথমার একবচনে (যাহাকে ইংরাজীতে Nominative case বলে) কোন প্রভেদ নাই। ক্বচিৎ দুই একটী শব্দে যে সংস্কৃতে অনুস্বার কিম্বা বিসর্গ থাকে, এবং প্রাকৃতে তাহার উচ্চারণ হয় না, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রাকৃতে ধাতুপ্রত্যয়জাত অনুস্বারবিসর্গের উচ্চারণ করা হয় না। কয়েকটী আদর্শ শব্দের প্রথমার একবচনের সংস্কৃত এবং প্রাকৃতরূপ হেরম্ব বাবুর ব্যাকরণ হইতে তুলিয়া নিম্নে দেখাইতেছি।

শব্দ	সংস্কৃতরূপ	প্রাকৃতরূপ
দেব	দেবঃ	দেব
বিশ্বপা	বিশ্বপাঃ	বিশ্বপা
বিধি	বিধিঃ	বিধি
পতি	পতিঃ	পতি
বিধু	বিধুঃ	বিধু
ধাতৃ	ধাতা	ধাতা
জামাতৃ	জামাতা	জামাতা
বিদ্যা	বিদ্যা	বিদ্যা

শব্দ	সংস্কৃতরূপ	প্রাকৃতরূপ
গতি	গতিঃ	গতি
দেবী	দেবী	দেবী
স্ত্রী	স্ত্রী	স্ত্রী
বধূ	বধূঃ	বধূ
বন	বনং	বন
বারি	বারি	বারি
বণিজ্	বণিক্	বণিক
সম্রাজ্	সম্রাট্	সম্রাট
রাজন্	রাজা	রাজা
যুবন্	যুবা	যুবা
হস্তিন্	হস্তী	হস্তী
পথিন	পন্থাঃ	পন্থা. পথ

সংস্কৃতে কেবল প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তিতেই পন্থাঃ এবং পন্থানং হয় কিন্তু অন্যান্য সমস্ত বিভক্তিতেই ইহার মূল রূপ পথ যথা ;—

তৃতীয়া	পথা
চতুর্থী	পথে
পঞ্চমী	পথঃ
ষষ্ঠী	পথঃ
সপ্তমী	পথি

বিদ্বস্	বিদ্বান্	বিদ্বান
নামন্	নাম	নাম
চক্ষুস্	চক্ষুঃ	চক্ষু

যাহা দেখিলাম তাহাতে জানিতে পারিলাম যে, প্রথমার একবচনে সংস্কৃত এবং প্রাকৃতে প্রভেদ নাই বলিলেই হয়।* দ্বিবচন, বহুবচন এবং বিভিন্ন লিঙ্গ সম্বন্ধে 'বচনবিধি' এবং 'লিঙ্গ' শীর্ষক পরিচ্ছেদে পরে দৃষ্টি হইবেক।

দ্বিতীয়া বিভক্তি।

অর্থাৎ কর্ম্মকারক (যাহাকে ইংরাজীতে objective case বলে) প্রায় অনুস্বার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। যথা, দেবং, বিশ্বপাং, বিধিং ইত্যাদি। কিন্তু প্রাকৃতে প্রত্যয়জাত অনুস্বারের উচ্চারণ না হওয়াতে দেবং, বিশ্বপাং, বিধিং শব্দ দেব, বিশ্বপা, বিধি, উচ্চারিত হয়। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে প্রথমা বিভক্তিরও অনুস্বার বিসর্গ উচ্চারিত হয় না, সুতরাং প্রাকৃতে কর্ত্তা, কর্ম্ম, একরূপ হইয়া যায়।,—

রাম বৃক্ষ কাটে
শ্যাম পুস্তক পড়ে
রাম কৌশল করে
বালক পাখী ধরে

---

* কর্ত্তৃকারকের একটী চিহ্ন 'এ' আছে, দ্বিতীয় খণ্ডে তাহার আলোচনা হইবেক।

অধিকাংশ শব্দই এইরূপ। কেবল দানার্থ, ণিজন্ত, দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম, ব্যক্তির নাম এবং সর্ব্বনামে প্রাকৃতে নিয়মান্তর আছে। ঐ সকল স্থলে দ্বিতীয়াতে চতুর্থী বিভক্তির ন্যায় রূপ করা হয়। এইজন্য ইহার পরেই চতুর্থী বিভক্তির আলোচনা করিতে হইল। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে দ্বিতীয়াতে চতুর্থী বিভক্তির ন্যায় রূপ করা হয় কেন? ইহার কারণ এই যে দ্বিতীয়া এবং চতুর্থী উভয়ই ক্রিয়া দ্বারা অনুশাসিত কর্ম্মকারক; প্রভেদ এই মাত্র যে, চতুর্থীর ক্রিয়া দানার্থ বোধক। দ্বিতীয়ার স্থানে চতুর্থীর ব্যবহার ব্যাকরণ দোষ বলা যায়, কিন্তু তাহাতে ভাষান্তর হয় না। যেমন একজন যদি বলে "দেশে যাই" আর একজন বলে "দেশকে যাই" তাহাতে ভাষান্তর হয় না; কারণ উভয় বিভক্তিই প্রাকৃত, তাহার একের স্থানে অন্যের ব্যবহার করা রীতি প্রভেদ মাত্র। এক্ষণে চতুর্থী বিভক্তির আকার দেখাইতেছি।

চতুর্থী বিভক্তি।

ইহা সম্প্রদান কারক অর্থাৎ যাহাকে দান করা যায়। ইহাও ইংরাজীতে objective case, এবং ইহাও দ্বিতীয়ার ন্যায় ক্রিয়া দ্বারা অনুশাসিত। ইহার সংস্কৃত রূপ যথা;—

শব্দ	বিভক্তির চিহ্ন
দেব	আয়
বিশ্বপা	এ
বিধি	এ
পতি	এ
সখি	এ
বিধু	এ
ধাতৃ	এ
গো	এ
বন	আয়
বারি	এ
অক্ষি	এ
অম্বু	এ
সম্রাট	এ

অম্বু শব্দের পর একটী "ন" আগম হয় এবং এইরূপ অন্য শব্দেও কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হয়; কিন্তু দেখিতেছি এই বিভক্তির মূল রূপ "এ"। অতএব প্রাকৃতে এই বিভক্তির রূপ "এ"। যথা,—

"ব্রাহ্মণে ভোজ্য দানে ফল আছে"

এই নিয়ম বশে ক্বচিৎ "দেবায়" স্থানে "দেবে" বলিলে যে ব্যাকরণ দোষ হয়, তাহা অজ্ঞ লোকের

ভাবাতে কর্ত্তব্য নহে। কখন কখন শব্দের "বল" কিম্বা সুশ্রাব্যতা বৃদ্ধির জন্য শব্দের সহিত কোন একটী বর্ণ যোগ করা সংস্কৃত এবং প্রাকৃতে রীতি আছে। যথা, বাল = বালক; হইবে = হইবেক। এই হেতু চতুর্থী বিভক্তির একারের সহিত "ক" যোগ করিয়া "এ" স্থানে "কে" বলে। যথা, রামে = রামকে; শ্যামে = শ্যামকে ইত্যাদি। অতএব এই বিভক্তির চিহ্ন "এ" বা "কে"। তাহা ভাষান্তর নহে। *

সপ্তমী বিভক্তি।

অধিকরণ কারক। ইংরাজীতে ইহাও কর্ম্মকারক (objective case) ঐরূপ তিনটী কারক (objective case) একত্র দেখাইবার নিমিত্ত যথাক্রমে না বলিয়া এই বিভক্তি অগ্রে দেখাইতে হইয়াছে। ভাষার মূল অকার। দেখিতেছি অকারান্ত পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ উভয় শব্দেই সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন এ। যথা,—

বন এ

দেব এ

অতএব প্রাকৃতে ঐ সকল অকারান্ত শব্দে সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন "এ"। যথা গ্রামে, গৃহে ইত্যাদি। আর অন্যান্য শব্দে প্রাকৃতে তস্ প্রত্যয়ের ব্যবহার

---

* ইহার আর এক রূপ "রে", তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচ্য।

করে। তাহার প্রাকৃত উচ্চারণ "তে";—যথা, সাধুতে; হরিতে; বাটীতে ইত্যাদি। সংস্কৃতে ঐ সকল শব্দ তস্ প্রত্যয়ে সাধুতঃ, হরিতঃ, বাটীতঃ হয়। এখন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে অনেকে বাটিতে, মাটিতে না বলিয়া বাটিত, মাটিত বলে। অতএব 'তে' যে তস্ প্রত্যয়ের উচ্চারণ ব্যতিক্রম তাহা সহজে অনুমান করা যায়। সংস্কৃতেও কোন কোন শব্দে সপ্তমীতে তস্ প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। এই প্রকারে প্রাকৃতে সপ্তমীর চিহ্ন "এ" এবং "তে" হইয়াছে।

তৃতীয়া বিভক্তি।

শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ অথবা শব্দান্তর যোগ দ্বারা ভাব প্রকাশ করার রীতি

সংস্কৃত ভাষাতে এক ভাব একাধিক প্রকারে প্রকাশ করা যায়। যথা, দেব শব্দের প্রথমার বহুবচনে দেবাঃ বা দেবগণঃ; বন শব্দের বহুবচনে বনানি বা বনসমূহঃ। ধাতুপ্রত্যয়ের রূপ আলোচনার সময় বিস্তারিতরূপে প্রদর্শিত হইবে যে ভূ ধাতু, কৃ ধাতু এবং অস্‌ধাতু যোগে অন্যান্য ধাতুর ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে; যথা পশ্যামি='দর্শনং করোমি' ইত্যাদি। অর্থাৎ কখন শব্দ ও ধাতুর উত্তর সাক্ষাদ্ভাবে বিভক্তি প্রত্যয় যোগ করিয়া পদসাধন হয়, কখন শব্দের সহিত অন্য শব্দ বা ধাতু যোগ করিয়া তদ্দ্বারা সেই ভাব প্রকাশ করা হয়। সাক্ষাদ্ভাবে বিভক্তিপ্রত্যয় যোগ দ্বারা যে যে রূপ করা হয় তাহা সংক্ষিপ্ত এবং

অন্য শব্দ যোগে যে রূপ করা হয় তাহা বিস্তৃত। এই আলোচনার প্রারম্ভ হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে সংস্কৃত পুস্তকের যে ভাষা তাহা কাব্যের ভাষা; তাহাতে সংক্ষিপ্ততারই প্রয়োজন। এই জন্য প্রথম নিয়ম সংস্কৃত লিখিত ভাষাতে অধিক ব্যবহৃত হয় এবং প্রাকৃতে দ্বিতীয় নিয়মের ব্যবহার অধিক হয়। সেই প্রকার রাম শব্দ তৃতীয়াতে "রামেণ' বা রাম দ্বারা উভয়ই হয়। উভয়ই সংস্কৃত, কারণ দ্বার্ শব্দ তৃতীয়াতে দ্বারা হয়, এবং তাহার অর্থ করণবোধক (through or by)। প্রাকৃতে যে স্থলে শব্দের উত্তর সাক্ষাৎ ভাবে তৃতীয়া বিভক্তি যোগ না করিয়া শব্দান্তর যোগ প্রণালী অবলম্বন করা হয়, সে স্থলে 'দ্বারা' শব্দ যোগে তৎকার্য্য নিষ্পন্ন হয়।*

পঞ্চমী বিভক্তি।

পঞ্চমী বিভক্তির কার্য্য 'হইতে' শব্দ যোগে নিষ্পন্ন হয়, তাহা সংস্কৃত ভূ ধাতুজ। 'হইতে' শব্দের অর্থ উৎপন্ন হইয়া (springing from) অর্থাৎ কার্য্যটি এক স্থানে উৎপন্ন হইয়া অন্য স্থানে সমাপ্ত হইল। ভূ+অল্=ভব; এই ভব শব্দের উত্তর তস্ প্রত্যয় করিলে ভবতঃ হয়। তাহার 'ভ'র উচ্চারণ "হ", এবং 'তঃ'র উচ্চারণ "তে" হয় যথা সঃ=সে, যঃ=যে, কঃ=কে, ইত্যাদি। এবং 'ব'লোপ

* তৃতীয়ার অন্যান্য চিহ্ন দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদর্শিত হইবে।

পাইয়া, তাহার উচ্চারণ "হ'তে" বা 'হইতে' হয়। গ্রাম হইতে বলিলে গ্রামে উৎপন্ন হইয়া বুঝায়। অতএব "হইতে" শব্দ যোগে পঞ্চমী বিভক্তির যে কার্য্য হয় তাহা ভাষান্তর নহে; ইহা কথিত ভাষার রীতি মাত্র।

ষষ্ঠী বিভক্তি।

এই বিভক্তিতে আদর্শ শব্দ সকলের নিম্নলিখিত রূপ করা হয়। যথা,—

শব্দ	রূপ	বিভক্তির পরিণাম
দেব	দেবস্য	স্য
বিশ্বপা	বিশ্বপঃ	ঃ
বিধি	বিধেঃ	ঃ
পতি	পত্যুঃ	ঃ
বিধু	বিধোঃ	ঃ
গো	গোঃ	ঃ
বিদ্যা	বিদ্যায়াঃ	ঃ
গতি	গতেঃ	ঃ
দেবী	দেব্যাঃ	ঃ
স্ত্রী	স্ত্রিয়াঃ	ঃ
ধেনু	ধেনোঃ	ঃ
বধূ	বধ্বাঃ	ঃ

* পঞ্চমীর অন্যান্য চিহ্ন দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদর্শিত হইবে।

শব্দ	রূপ	বিভক্তির পরিণাম
ভূ	ভূবাঃ, ভুবঃ	ঃ
বন	বনস্য	স্য
বারি	বারিণঃ	ঃ

এখানে দেখিতেছি ষষ্ঠী বিভক্তির মূল চিহ্ন (ঃ) এবং কোন কোন শব্দে (স্য); প্রাকৃতে ঐ (ঃ) এবং (স্য) স্থানে যে 'র' উচ্চারণ হয় তাহা পূর্ব্বে ১১ ও ৪৩ পৃষ্ঠায় দেখান গিয়াছে, এবং দ্বিতীয়খণ্ডে বিস্তারিতরূপে দেখান যাইবে।

অতত্রব ষষ্ঠী বিভক্তির প্রাকৃত চিহ্ন যে (র) তাহা সংস্কৃত চিহ্ন (ঃ) এবং (স্য)র উচ্চারণব্যতিক্রম মাত্র, উহা এ দেশের আদিম অসভ্য জাতির ভাষা হইতে গৃহীত নহে। (৯ম অধ্যায় ব্যাপ্ত্যার্থ নামক পরিচ্ছেদের শেষ ভাগ দেখুন)।

বচনবিধি। (NUMBER.)

শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ অথবা শব্দান্তরের যোগ দ্বারা ভাব প্রকাশ করার রীতি।

পূর্ব্বে যে বিভক্তিরূপ দেখান গিয়াছে তাহা কেবল এক বচনের, কিন্তু সংস্কৃতে বচন ত্রিবিধ, একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। শব্দের দ্বিবচন ও বহুবচন প্রকাশের দুই প্রকার নিয়ম আছে। এক প্রকার, ঐ ঐ বচনের বিভক্তি যোগ দ্বারা, আর এক প্রকার, দ্বিবচন বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ যোগ দ্বারা। যথা—সিংহ শব্দ

দ্বিবচন—সিংহৌ বা সিংহদ্বয়ং

বহুবচন—সিংহাঃ বা সিংহগণঃ

সংস্কৃত অর্থাৎ পুস্তকের ভাষায় প্রথম প্রকার অর্থাৎ বিভক্তিযোগনিয়ম অধিক প্রচলিত। আর প্রাকৃত বা, কথিত ভাষায় দ্বিতীয়প্রকার অর্থাৎ শব্দযোগ-নিয়ম অধিক প্রচলিত। প্রাকৃতে দ্বিবচনে সাক্ষাৎ-ভাবে বিভক্তি যোগ করা দেখা যায় না। বহু-বচনে কেবল মাত্র কর্ত্তৃকারকে কোন কোন শব্দে সাক্ষাৎ-ভাবে বিভক্তি যোগ করিতে দেখা যায়। অন্যান্য সমস্ত শব্দে এবং সমস্ত কারকে দ্বিতীয় নিয়ম অর্থাৎ শব্দ-যোগনিয়ম প্রচলিত আছে। ঐ শব্দ-যোগ নিয়মে দ্বিবচন বহুবচন পদও একবচন হইয়া যায়, যথা সিংহৌ পদ দ্বিবচনের বিভক্তিযুক্ত, কিন্তু সিংহদ্বয়ং পদ একবচনের বিভক্তিযুক্ত। সিংহাঃ পদ বহুবচনের বিভক্তিযুক্ত, কিন্তু সিংহগণঃ পদ এক বচনের বিভক্তিযুক্ত। এই জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণে যে দ্বিবচন, বহুবচনের পদ সকল আছে প্রাকৃতে তাহাদের ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না, সুতরাং তাহাদের ব্যবহার নাই।

রাম শব্দের প্রথমার বহুবচনে প্রাকৃতে রামেরা বা রামাদি হয়। এই রামরা বা রামেরা শব্দের বিভক্তির চিহ্ন "রা" কি প্রকারে হইল তাহার আলোচনা করা

আবশ্যক। কারণ এই প্রকার প্রাকৃত বিভক্তি অনেকে ভাষান্তর বলিয়া মনে করেন। রাম শব্দের বহুবচনে প্রথমা বিভক্তিতে রামাঃ হয়। ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন প্রাকৃতে যে কারণে "র" হয় তাহা ১১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি অর্থাৎ বিসর্গ স্থানে "র" উচ্চারণ করা হয় এবং ঐ "র" অকারান্ত শব্দে যুক্ত হইলে সেই অকার স্থানে 'এ' হয়। সেই প্রকার এই স্থলে রামাঃ = রাম + আঃ, অর্থাৎ রাম শব্দের প্রথমার বহুবচনের চিহ্ন সংস্কৃত 'আঃ' এবং প্রাকৃত 'আর'; কারণ প্রাকৃতে বিসর্গ স্থানে "র" উচ্চারণ হয়। পূর্ব্বলিখিত স্বরবিপর্য্যয় নিয়মানুসারে অর্থাৎ যেমন আলি = আইল; সেইরূপ এস্থলে 'আর' স্থানে স্বরবিপর্য্যয়ে 'রা' হয়। য়ুরোপীয় পণ্ডিত মহাত্মা মোক্ষমুলারও এক স্থানে বলিয়াছেন, "*ar* may be pronounced *ra* and *al*, *la*, hence mar mra, mal = mla." এই প্রকারে প্রাকৃতে রাম শব্দের প্রথমার বহুবচনের চিহ্ন 'রা,' এবং ইহা অকারান্ত শব্দে যুক্ত হইলে সেই অকারকে একারে পরিণত করে। যথা, —

একবচনে	বহুবচনে
রাম	রামেরা

এক্ষণে দেখিলাম প্রাকৃত বহুবচনের এই (রা) চিহ্ন ভাষান্তর নহে। ইহা সংস্কৃত বহুবচনের চিহ্নেরই উচ্চারণব্যতিক্রম মাত্র। এই 'রা' চিহ্ন

কেবল রাম, বিশ্বপা এবং বিদ্যা শব্দের ন্যায় শব্দেই ব্যবহার্য্য, অন্য শব্দে নহে। অন্য শব্দে আদি, গণ, প্রভৃতি শব্দ যোগ না করিয়া 'রা' চিহ্ন ব্যবহার করিলে ব্যাকরণদোষ হয়। কিন্তু অজ্ঞতা হেতু তাহা আমরা কখন কখন করিয়া থাকি। ইহা প্রাকৃত ভাষার দোষ না বলিয়া আমাদের দোষ বলিতে হয়।

আদি শব্দ যোগে বহুবচন করার নিয়ম।

শব্দ সকল সাধারণতঃ আদি শব্দ যোগে বহুবচন হয়, যথা রামাদি। দ্বিতীয়া বিভক্তিতে রামাদিকে হয় এবং এই শব্দটীই চলিত কথায় রামদিকে বলে অর্থাৎ আদি শব্দের 'আ' লুপ্ত হইয়া 'দি' মাত্র থাকে, যথা রাম আদিকে - রামদিকে, হরি আদিকে - হরিদিকে ইত্যাদি। রামদিগকে, রামদিগে, রামদিক্কে, রামদিগ্‌গে ইত্যাদি শুদ্ধ ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে। আদি শব্দের উত্তর স্বার্থে "ক" ব্যবহার করিয়া যে আদিক শব্দ হয়, সম্ভবতঃ আদি স্থলে সেই আদিক শব্দ যোগ করিয়া রাম + আদিক + কে = রামদিককে বা রামদিগকে, বা রামদিগে ইত্যাদি হইয়াছে। নিষ্প্রয়োজনে এত অধিক ব্যতিক্রম করিয়া ভাষাকে অবোধ্য করা সঙ্গত বোধ হয় না। অতএব রাম শব্দ বিভক্তি যোগে নিম্নলিখিত প্রকার রূপ হয়।

রাম শব্দের রূপ।

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	রাম	রামেরা বা রামাদি
দ্বিতীয়া	রামকে	রামদিকে বা রামাদিকে

	একবচন	বহুবচন
		(আদি শব্দের "আ" লোপ হইয়া "দি" রহিয়াছে)।
তৃতীয়া	রাম দ্বারা	রামাদি দ্বারা বা রামদের দ্বারা (এখানে 'দের' কেন হইল তাহা ষষ্ঠী-বিভক্তিতে দেখুন। রাম-দিগের দ্বারা প্রভৃতি পদ দূষণীয়)।
চতুর্থী	রামকে	রামাদিকে বা রামদিকে।
পঞ্চমী	রাম হইতে	রামাদি হইতে। (রাম-দের হইতে বলা দূষণীয়। "হইতে" শব্দের ব্যুৎপত্তি "বিভক্তিরূপ" পরিচ্ছেদে দেখান গিয়াছে)।
ষষ্ঠী	রামের	রামদের। (ষষ্ঠী অর্থাৎ সম্বন্ধবাচক শব্দের বিভ-ক্তির চিহ্ন "দের" হও-য়ার কারণ এই যে, "আদি" শব্দ ষষ্ঠীর এক বচনে "আদেঃ" হয়। তাহাই প্রাকৃতে বিসর্গ

	একবচন	বহুবচন
		(ঃ) স্থানে "র" উচ্চারণ হইয়া "আদের" হয়, এবং পূর্ব্ব "আ"কারের লোপ হইয়া "দের" থাকে)
সপ্তমী	রামে	রামাদিতে। (রামদিগতে, রামদিগেতে ইত্যাদি অশুদ্ধ শব্দ অব্যবহার্য্য)

অতএব প্রাকৃত বহুবচনের বিভক্তি "দের", "দিকে" প্রভৃতি আদি শব্দের কুঞ্চিতাকার মাত্র, অসভ্য জাতির ভাষা নহে।

লিঙ্গ।

প্রাকৃত ভাষায় সর্ব্বস্থলে লিঙ্গ ভেদ করা হয় না। ইহার কারণ এই যে সংস্কৃত ব্যাকরণে যে লিঙ্গভেদ করার নিয়ম আছে তাহা আলঙ্কারিক নিয়ম। ইহা লিখিত ভাষাতে বিশেষতঃ কাব্যের ভাষাতে অতিশয় মাধুর্য্য বৃদ্ধি করে। কিন্তু ঐ নিয়ম সাধারণ কথিত ভাষাতে প্রযোজ্য নহে। কথিত ভাষাতে পণ্ডিতগণ এইরূপ লিঙ্গভেদ করিয়া কথা বলিতেও চেষ্টা করেন এবং বলিয়াও থাকেন। কিন্তু তাহাতে অনেক সময় ভ্রম হয়; কারণ লিঙ্গভেদ করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিতে বিশেষ অনুধাবন করিয়া

অতিশয় সতর্কতার সহিত কথা বলিতে হয়। সেই সতর্কতার কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলেই ভ্রম হয় যদি পণ্ডিতগণই বিশুদ্ধরূপে লিঙ্গভেদ করিয়া কথা বলিতে সকল সময় পারগ না হয়েন, তাহা হইলে সাধারণ অশিক্ষিত লোকের ঐরূপ লিঙ্গভেদ করিয়া কথা বলার সম্ভব কি ?

ইহাতে কেহ বলিতে পারেন যে যদি কোন বিদেশীয় লোক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া সেই ভাষায় লিঙ্গ ভেদ করিয়া কথা বলিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ইহা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু যাহার ভাষাই সংস্কৃত তাহার পক্ষে কঠিন হইবে কেন ? সে লিঙ্গ ভেদ করিয়া কথা বলে বলিয়াই ত ব্যাকরণে সেই নিয়ম হইয়াছে। কারণ ব্যাকরণ ত চলিত ব্যবহারকেই নিয়ম বদ্ধ করিয়া থাকে।

উক্ত আপত্তির উত্তর এই যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ কেবল চলিত ব্যবহারকে বিধিবদ্ধ করেন নাই। সংস্কৃত ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত পুস্তকের ভাষা মূলেই আলঙ্কারিক। কাব্যের ভাষায় শব্দ সকল লিঙ্গভেদ করিয়া প্রয়োগ করিলে ভাষা অতি মধুর হয়। এই জন্য কাব্যে ঐরূপ রচনা করা সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহার ছিল এবং ব্যাকরণ সেই ব্যবহারকেই বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

স্ত্রীলিঙ্গমপি পুংলিঙ্গং
ক্লীবলিঙ্গমিতি ত্রিধা
শব্দ সংস্কার সিদ্ধ্যর্থং
বিদ্বদ্ভিঃ পরিকল্পিতং। (জগদীশ)

তিন প্রকার লিঙ্গ কাহার দ্বারা কি জন্য কল্পিত হইয়াছে তাহা উক্ত বচনে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকল্পিতং, ইহা বিদ্বানেরই ব্যবহৃত সাধারণ লোকের ব্যবহৃত নহে। কাব্যের ভাষা সাধারণ ভাষাপেক্ষা স্বতন্ত্র। যাহা সাধারণ ভাষাতে নিষিদ্ধ তাহা কাব্যে প্রসিদ্ধ হইতে পারে, যাহা কাব্যে মধুর তাহা সাধারণ ভাষাতে কটু, এবং যাহা সাধারণ ভাষাতে সুন্দর তাহা কখন কখন কাব্যে নিতান্ত মাধুর্য্যহীন হয়। অতএব লিঙ্গভেদ নিয়ম আলঙ্কারিক; ইহা সাহিত্য ভিন্ন সাধারণ কথিত ভাষায় অবশ্য প্রয়োজ্য নহে।

আলঙ্কারিক বলার আর এক কারণ এই যে, এই নিয়ম শাব্দিক। অর্থাৎ পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ পদার্থ বোধক শব্দই যে ঐ ঐ লিঙ্গ হইবে তাহা নয়। পুং বোধক শব্দও স্ত্রীলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ হইতে পারে এবং স্ত্রী বোধক শব্দও পুংলিঙ্গ হইতে পারে; যথা,—"দার্" শব্দের অর্থ পত্নী, কিন্তু ইহা পুংলিঙ্গ। "কলত্র" শব্দের অর্থ পত্নী, কিন্তু ইহা ক্লীবলিঙ্গ। কেহ একটী শব্দ উচ্চারণ করিল, কবির কর্ণে সেই ধ্বনি

(sound) প্রবেশ করিল, সেই ধ্বনি যদি তাঁহার কর্ণে নম্র এবং ললিত হয় তাহা হইলে তিনি ঐ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ বলিলেন; বীর্য্যবান হইলে তাহাকে পুংলিঙ্গ বলিলেন; অন্য প্রকার হইলে ক্লীবলিঙ্গ বলিলেন। অনেক সময় পদার্থের লিঙ্গের সহিত শব্দের লিঙ্গের কোন সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না। এই প্রকার শব্দের ধ্বনিগত প্রভেদ, কবির কর্ণেই বুঝিতে পারে, সাধারণ লোকের কর্ণে সেই প্রভেদের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে শব্দ সকলের ধ্বনি দ্বারা লিঙ্গ স্থির করা অসম্ভব। কবির কর্ণেই তাহার উপলব্ধি হয় এবং কবির ভাষাতেই লিঙ্গভেদ হইয়া থাকে। সাধারণের কর্ণে তাহার উপলব্ধি হয় না, সুতরাং সাধারণ ভাষাতেও সেই নিয়ম প্রযুক্ত হয় না।

উপরে যে ধ্বনি দ্বারা শব্দের লিঙ্গ স্থির করার নিয়ম বলিয়া আসিয়াছি তাহা আদি কবিগণ দ্বারা হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কোন কবি যে শব্দকে যে লিঙ্গ স্থির করিলেন, অন্য কবিগণ সেই শব্দকে সেই লিঙ্গই স্বীকার করিলেন তাহা তাঁহাদের নিজ কর্ণে সেইরূপ উপলব্ধি হউক আর না হউক। তন্মধ্যে কেহ বা পূর্ব্ববর্ত্তী কবির সিদ্ধান্ত অমান্য করিয়া স্বীয় মতানুসারে যে শব্দ পুংলিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া গেলেন; কেহ বা সেই শব্দকে ক্লীবলিঙ্গ বলিলেন। এই প্রকারে বিভিন্ন মত এবং বিভিন্ন ব্যবহার

হেতু এখন কোন কোন শব্দকে পুংলিঙ্গ, কোন শব্দকে পুং ও স্ত্রী উভয় লিঙ্গ, এবং কোন শব্দকে ত্রিলিঙ্গ বলা যায়। এখন আর কোন কবির এ সম্বন্ধে স্বাধীন মত করার অধিকার নাই। যে শব্দ যে লিঙ্গ বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে এখন তাহাই মানিয়া চলিতে হয়। অতএব কোন্ শব্দ কোন্ লিঙ্গ তাহা অধ্যয়ন না করিয়া কেহই স্বয়ং স্থির করিয়া লিখিতে কিম্বা কথা বলিতে পারে না।

এই সকল কারণে কথিত ভাষায় লিঙ্গভেদ করিয়া কথা বলার নিয়ম নাই। ইহা কাব্যের ভাষার নিয়ম। এই পুস্তকের আরম্ভেই বলিয়া আসিয়াছি যে, সংস্কৃত কাব্যের ভাষা, সুতরাং তাহাতে এই লিঙ্গভেদ নিয়ম আছে। কিন্তু সংস্কৃতের কথিত ভাষাতে এই নিয়ম নাই। তবে যে কখন কখন কথিত ভাষাতে আমরা এই নিয়ম ব্যবহার করি তাহা আলঙ্কারিক ভাবেই করিয়া থাকি, অর্থাৎ যখন মিষ্ট করিয়া বলিতে চাই তখন বলি "পরমা-সুন্দরী" আর সাধারণতঃ বলি মেয়েটি "বেশ সুন্দর"। সাধারণ ভাষাতে এই লিঙ্গভেদ নিয়ম অস্বাভাবিক; কারণ পৃথিবীতে যত ভাষা আছে তাহার অধিকাংশ ভাষাতেই ইহা নাই। অতি অল্প সংখ্যক ভাষাতে মাত্র এই নিয়ম দেখা যায়। ইহা যদি স্বাভাবিক হইত তাহা হইলে সকল ভাষাতেই থাকিত।

লিঙ্গভেদ উল্লিখিত মত ধ্বনিগতই হউক আর রচনার পারিপাট্য হেতুই হউক ইহা যে উচ্চ শ্রেণীর কার্য্য, সাধারণ লোকের কার্য্য নহে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব কোন প্রকারেই ইহা সাধারণের কথিত ভাষাতে যথা-নিয়ম প্রচলিত থাকা সম্ভব নহে।

সম্বন্ধবোধক বিশেষণ।

কতকগুলি সম্বন্ধবোধক শব্দ প্রাকৃতে যদৃচ্ছা ব্যবহৃত হইতেছে। যথা,—হিন্দুস্থানী, পাবনাই, শিয়ালিয়া, শিয়ালে, বানরিয়া, বানরে, পাহাড়ে, পাথরে ইত্যাদি। শব্দ সকল ঐ প্রকার লেখাতে এবং বলাতে তাহাদের প্রত্যয় গুলিকে লোকে ভাষান্তর মনে করে। অতএব এই যিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করা আবশ্যক। "ঈয়" প্রত্যয় সংস্কৃত। ঐ প্রত্যয় দ্বারা সম্বন্ধবোধক বিশেষণের উৎপত্তি হয়। যথা,—গৌড় = গৌড়ীয়, বঙ্গ = বঙ্গীয় ইত্যাদি। কিন্তু প্রাকৃত ভাষাতে কোন স্থানে ঐ "ঈয়" প্রত্যয়ের স্থানে "ঈ" এবং কোন স্থানে "ঈয়া" উচ্চারণ করে। যথা,—হিন্দুস্থানী, পাবনাই, উৎকলী, নদীয়াই, শিয়ালিয়া, বানরিয়া ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গে ঐ "য়া" স্থলে "এ" উচ্চারণ করিয়া শিয়া'লে বান'রে ইত্যাদি বলে। এই সকলই "ঈয়" প্রত্যয়ের উচ্চারণ ব্যতিক্রম মাত্র। *

* কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় সকল দ্বিতীয় খণ্ডে সমালোচ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সর্ব্বনাম।

প্রাকৃতে সর্ব্বনামে অধিক অনিয়ম দৃষ্ট হয়। এই-জন্য তাহার কারণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

তদ্ শব্দ।

ইহা প্রথমার একবচনে সংস্কৃতে সঃ হয়; প্রাকৃতে তাহার "সে" উচ্চারণ হয়। যথা,—যঃ = যে, কঃ = কে। অন্যান্য বিভক্তিতে তদ্ শব্দের "দ" লোপ পাইয়া সংস্কৃতে "ত"র সহিত বিভক্তি যোগ হয়। প্রাকৃতে ঐ "ত" স্থানে "তা" হইয়া তাহাতে প্রাকৃত বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা,—

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	সে(ক্লীবলিঙ্গে তা)	তারা
দ্বিতীয়া	তাকে	তাদিকে
তৃতীয়া	তা দ্বারা	তাদে দ্বারা
চতুর্থী	তাকে	তাদিকে
পঞ্চমী	তা হইতে	তাদে হতে (দি স্থানে দে উচ্চারণ করে)
ষষ্ঠী	তার	তাদের
সপ্তমী	তাতে	তাদেতে ("দি" স্থানে "দে" বলে)

প্রাকৃত লেখকগণ এই শব্দ সকল ইচ্ছামত নানা প্রকার করিয়া লিখিয়া থাকেন তাহা অবিহিত। আবার কথিত ভাষাকে লিখিতে যাইয়া "তা" স্থানে "তাহা" লেখা হয়। যথা,—তাহা, তাহাকে, তাহাদিকে ইত্যাদি।

যদ্ শব্দ।

এই শব্দের প্রথমার একবচনে "যঃ" হয়। তাহাকে প্রাকৃতে "যে" উচ্চারণ করে; যথা,—সঃ = সে, কঃ = কে। অন্যান্য বিভক্তিতে সংস্কৃতে যদ্ শব্দের "দ্" লোপ করিয়া "য" থাকে। প্রাকৃতে ঐ "য" স্থানে "যা" বলে এবং তাহার সহিত বিভক্তি যোগ করে। যথা,—

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	যে (ক্লীবলিঙ্গে যা)	যারা
দ্বিতীয়া	যাকে	যাদিকে
তৃতীয়া	যা দ্বারা	যাদে দ্বারা
চতুর্থী	যাকে	যাদিকে
পঞ্চমী	যা হইতে	যাদে হইতে
ষষ্ঠী	যার	যাদের
সপ্তমী	যাতে	যাদেতে

এই সকল শব্দও লিখিতে "যা" স্থানে "যাহা" লেখা হয়। তাহা দুইয়ের বাহির; সংস্কৃতও নয়, প্রাকৃতও নয়।

কিম্ শব্দ।

এই শব্দের প্রথমার একবচনে কঃ হয় এবং তাহাকে প্রাকৃতে কে বলে; যথা,—সঃ = সে, যঃ = যে। অন্যান্য বিভক্তিতে সংস্কৃতে যেমন কিম্ শব্দের ইম লোপ পাইয়া "ক" র সহিত বিভক্তি যোগ হয় তদ্রূপ প্রাকৃতে "ক" স্থানে "কা" উচ্চারণ করিয়া তাহাতে বিভক্তি যোগ করিয়া থাকে। যথা,—

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	কে	কারা
দ্বিতীয়া	কাকে	কাদিকে
তৃতীয়া	কা দ্বারা	কাদে দ্বারা ("দি" স্থানে "দে" উচ্চারণ করে)
চতুর্থী	কাকে	কাদিকে
পঞ্চমী	কা হইতে	কাদে হইতে
ষষ্ঠী	কার	কাদের
সপ্তমী	কাতে	কাদেতে

এই সকল শব্দও লিখিতে কা স্থানে কাহা লেখে। যথা,— কাহাকে, কাহাদিকে ইত্যাদি।

কিম্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গে দ্বিতীয়া বিভক্তিতে কিম্ রূপ হয়। প্রাকৃতে মকারের উচ্চারণ না করিয়া "কি" বলে। যথা,—কি পড়; কি কর; কি ধর; কি মার ইত্যাদি।

কিম্ শব্দ যখন ইতর জন্তু কিম্বা নিৰ্জ্জীব পদাৰ্থ সম্বন্ধে প্ৰযুক্ত হয় তখন ইহার রূপ নিম্নলিখিত মত হয়।

	একবচন
প্ৰথমা	কিসে (যথা,— কিসে খায়, কিসে মারে ইত্যাদি)
দ্বিতীয়া	কি (যথা,—কি খায়, কি মারে)
তৃতীয়া	কিসে দ্বারা
চতুৰ্থী	কি
পঞ্চমী	কি হইতে
ষষ্ঠী	কিসের
সপ্তমী	কিসে, বা কিসেতে

এই "কিসে" শব্দ ভাষান্তর নহে। ইহাতে দুই শব্দ কিং এবং সঃ যুক্ত আছে। কিং + সঃ = কি + সে, ইহার অৰ্থ সে কি, যে মারিয়াছে ? সে কি, যে খাইয়াছে ? শব্দের বল বিধান করার জন্য এইরূপ যুক্ত শব্দের ব্যবহার হয়। সংস্কৃতে এইরূপ রীতি আছে।

কিম্ শব্দ সৰ্ব্বনাম কিন্তু সংস্কৃতে ও প্ৰাকৃতে ইহা বিশেষণ ভাবেও ব্যবহৃত হয়। তখন প্ৰাকৃতে ইহার উত্তর বিভক্তি যোগ হয় না। যথা, কি মৎস্য ; কি ফল, ইত্যাদি। ইহা অব্যয় শব্দের ন্যায় ব্যবহৃত হয়।

ইদম্ এবং অদস্ শব্দ।

ইদম্, অদস্, তদ্, এই তিন শব্দের সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে উভয়েই প্রায় সকল বিভক্তিতেই "দ" লোপ হয়। সংস্কৃতে ইম্, অস্, ত প্রায় থাকে; প্রাকৃতে ই, অ, ত মাত্র থাকে। ইহারা যখন সর্ব্বনাম রূপে ব্যবহৃত হয় তখন প্রাকৃতে "ই" স্থানে "ইহা", "অ" স্থানে "অহা" এবং "ত" স্থানে "তাহা" লিখে। "ত" স্থানে "তাহা" কেন বলে তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি।

"অহা" স্থানে পূর্ব্বে "ওহা" বলিত; তাহার কারণ প্রচ্ছন্ন, প্রকাশ শব্দের যেমন আদ্য অকারের উচ্চারণ "ও"র ন্যায় তদ্রূপ "অহা" শব্দের উচ্চারণ "ওহা" করিত, এবং তাহার উত্তর বিভক্তি যোগ করিত। যথা,—ওহাকে, ওহাতে ইত্যাদি। এই সকল শব্দই আরও কুঞ্চিত হইয়া উহা, উহার, উহাকে ইত্যাদি হইয়াছে। সংস্কৃতেও এইরূপ হয়। যথা,—চিত্রগু = চিত্র + গো, অর্থাৎ চিত্রাগৌর্যস্য। অতএব ও স্থানে উকার হইল।

"ই" স্থানে "ইহা" লিখিয়া তদুপরি বিভক্তিযুক্ত করা হয়। যথা,—ইহা, ইহাকে, ইহাতে ইত্যাদি।

যুষ্মদ্ শব্দ।

প্রথমার একবচনে ত্বম্। ঐ ত্বম্ শব্দের "ব" র

উচ্চারণ "ও" র সদৃশ। এই কারণে হিন্দুস্থানে ঐ শব্দকে তোম্ বলে। "ত্বম্" শব্দের যথার্থ উচ্চারণ সেইরূপ। বঙ্গদেশে তোম্ স্থানে তোমি হয়, এবং চিত্রগু শব্দের ন্যায় ওকারের সঙ্কোচ করিয়া "তুমি" বলা হয়। অন্যান্য বিভক্তি ঐ "ত্বম্" বা "তোম্" শব্দে যুক্ত হয়। যথা,—তোমরা, তোমাকে, তোমার, তোমাতে ইত্যাদি।

ইহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, "ত্বম্" বা "তোম্" যখন যুষ্মদ্ শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ তখন তাহার উত্তর আবার অন্য বিভক্তি কি প্রকারে যুক্ত হইতে পারে? কিন্তু আমরা বলিতে চাই যে, উহা যুষ্মদ্ শব্দের রূপ নহে, উহা একটি স্বতন্ত্র শব্দ। বৈয়াকরণেরা ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ সমাবেশ করিয়া তাহাদিগকে একই শব্দের বিভিন্নরূপ বলেন। কিন্তু আমরা ভূয়োভূয়ঃ দেখিতেছি যে ঐ সকল রূপ প্রত্যেকে এক একটী বিভিন্ন শব্দ। যুবাম্, যূয়ম্, যুষ্মান্ প্রভৃতি দ্বিবচন এবং বহুবচন পদে যুষ্মদ্ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু একবচনে ত্বম্, ত্বয়া প্রভৃতি তাহার যে রূপ করা হইয়াছে তাহাতে যুষ্মদ্ শব্দের চিহ্ন মাত্রও নাই। ত্বম্ শব্দ যুষ্মদ্ শব্দের রূপ মধ্যে পরিগণিত হওয়ায়, এক্ষণে তাহার স্বাতন্ত্র লোপ হইয়াছে। কিন্তু ত্বম্ যে একটী স্বতন্ত্র শব্দ ছিল তাহা সহজে অনুমান করা যায়।

এই কারণে প্রাকৃতে "ত্বম্" বা "তোম্" শব্দের উত্তর দ্বিতীয়াদি বিভক্তি যোগ করে। যথা,—

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	তুমি	তোমরা
দ্বিতীয়া	তোমাকে	তোমাদিকে
তৃতীয়া	তোমা দ্বারা	তোমাদে দ্বারা
চতুর্থী	তোমাকে	তোমাদিকে
পঞ্চমী	তোমা হইতে	তোমাদে হইতে
ষষ্ঠী	তোমার, তব	তোমাদের
সপ্তমী	তোমাতে	তোমাদিতে

অস্মদ্ শব্দ।

প্রথমার একবচনে "অহম্" হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বহু ব্যবহার হেতু প্রাকৃতে কতক শব্দের পূর্ব্ব স্বর লোপ পায়; যথা,—আছীল – ছীল, আছি – ছি, অলাবু – লাবু – লাউ ইত্যাদি। ঐ কারণে অহম্ শব্দের "অ" লোপ হইয়া হম্ থাকে। হিন্দুস্থানে "হম্" শব্দ ব্যবহার করে, বঙ্গদেশে "হম্" স্থলে "আম্" বলে। এবং "ত্বম্" শব্দে যেমন ইকার যোগ করে, তেমনি এই শব্দেও ইকার যোগ করিয়া আমি বলে। "শকুন্তলার" সময়ের প্রাকৃতে হম্মি বলিত। সংস্কৃত অর্থাৎ লিখিত ভাষা স্থিরই আছে কিন্তু প্রাকৃত অর্থাৎ কথিত ভাষায় দেশ কাল ভেদে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়; এই অহম্ শব্দের প্রাকৃতা-

কার হম্, হস্মি এবং আমি তাহার উদাহরণ স্বরূপ। এই প্রকার ব্যতিক্রমে ভাষান্তর হয় না। অস্মদ্ শব্দের কুঞ্চিতরূপ আম্ তাহা ২৭,২৮ পৃষ্ঠায় দেখান গিয়াছে। প্রথমা ভিন্ন অন্যান্য বিভক্তিতে ঐ "আম্" শব্দের সহিত বিভক্তি যোগ করা হয়। যথা,—

	একবচন	বহুবচন
১ মা	আমি	আমরা
২য়া	আমাকে	আমাদিকে
৩য়া	আমা দ্বারা	আমাদে দ্বারা
৪র্থী	আমাকে	আমাদিকে
৫মী	আমা হইতে	আমাদে হইতে
৬ষ্ঠী	আমার, (অথবা মূল সংস্কৃত) মম	আমাদের
৭মী	আমাতে	আমাদিতে

সংস্কৃতে অস্মদ্ শব্দ প্রথমার একবচনে অহম্ হয়। কিন্তু দ্বিতীয়াদি সপ্তমী বিভক্তি পর্য্যন্ত দেখিতেছি অস্মদ্ শব্দের কেবল "ম" মাত্র থাকে এবং তাহার উত্তর প্রত্যয় যোগ হয়। যথা,—

	একবচন
প্রথমা	অহম্
দ্বিতীয়া	মাম্

	একবচন
তৃতীয়া	ময়া
চতুর্থী	মহ্যং
পঞ্চমী	মৎ
ষষ্ঠী	মম
সপ্তমী	ময়ি

প্রাকৃতে অস্মদ্ শব্দের "আম্"রূপ অবলম্বন করিয়া যে প্রকারে তাহার উত্তর প্রত্যয় যোগ করে তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সেই প্রকার এই দ্বিতীয়াদির মূল রূপ "ম" অবলম্বন করিয়াও প্রাকৃতে অস্মদ্ শব্দের রূপ করে। এবং তাহা কাব্যে ব্যবহৃত হয়। যথা,—

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	মোই	মোরা
দ্বিতীয়া	মোকে	মোদিকে
তৃতীয়া	মো দ্বারা	মোদে দ্বারা
চতুর্থী	মোকে	মোদিকে
পঞ্চমী	মো হইতে	মোদে হইতে
ষষ্ঠী	মোর, মম	মোদের
সপ্তমী	মোতে	মোদেতে

উপরে যে মোকে, মো দ্বারা, মোর প্রভৃতি লেখা হইল তাহা প্রকৃত "মো" নহে উহা "ম"। কথা বলার সময়ে "মো" উচ্চারণ করে মাত্র; যেমন প্রচ্ছন্ন প্রকাশ

প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিতে কেহ "প্র" উচ্চারণ করে না, "প্রো"র ন্যায় উচ্চারণ করিয়া থাকে। *

সপ্তম অধ্যায়।

ক্রিয়াবিভক্তি।

বর্ত্তমান কাল।

উত্তম পুরুষ (লট্)

লট্ অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের উত্তম পুরুষে "মিপ্" বা "মি" প্রত্যয় হয়। সংস্কৃতে ইহার "মি" থাকে। যথা,—করোমি। প্রাকৃতে "মি"র "ই" মাত্র উচ্চারিত হয়। তাহার কারণ "মি"র উচ্চারণ চন্দ্রবিন্দুযুক্ত "ইঁ"র ন্যায় তাহা পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে। অতএব ঐ অর্দ্ধস্ফুট অনুনাসিক লুপ্ত হইয়া "ই" থাকে। যথা,—

করোমি – করইঁ = করই = করি

ভবামি = ভবইঁ = ভবি = (হই)

নমামি = নমইঁ = নমি

এই প্রকার সংক্ষিপ্তাকার ধারণ করায় প্রাকৃতে সমস্ত ধাতুর উত্তর "ই" যোগ করিয়া পদ সাধন হয়।

* সর্ব্বনামের অন্যান্য রূপ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদর্শিত হইবেক।

যথা,—

কৃ + ই = করি

ভূ + ই = ভবি (পূর্ব্বে বলা গিয়াছে "ভ"র উচ্চারণ "হ" এবং "ব"র উচ্চারণ "ও"। অতএব ভবি শব্দের উচ্চারণ "হওই" বা "হই" হয়)

সেব + ই = সেবি

জি + ই = জিই

নম + ই = নমি ইত্যাদি

মধ্যম পুরুষ (লোট্)

বর্ত্তমান কালে মধ্যম পুরুষে লটের ব্যবহার প্রায় হয় না ; কারণ উহার প্রায় সমস্ত ক্রিয়াই লোট্ ভাবাপন্ন অর্থাৎ অনুজ্ঞা বা প্রার্থনা। তুমি বল, তুমি চল, তুমি ধর, তুমি কর ইত্যাদি সকলই অনুজ্ঞা বা প্রার্থনা। বর্ত্তমান কালের মধ্যম পুরুষে লটের ব্যবহার কেবল সেই স্থলে হয়, যে স্থলে তাহার অর্থ করিতেছ, ধরিতেছ ইত্যাদি প্রাকৃতে সেই স্থলে ধাতুর উত্তর সাক্ষাৎ ভাবে বিভক্তি যোগ না করিয়া "অস্" ধাতু যোগে সেই ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। যথা,—করিতেছ = করিতে আছ = কৃ + অস্। ইহা রীতিব্যতিক্রম অধ্যায়ে বিশদরূপে দেখান যাইবেক। লোটের ভ্বাদি, তুদাদি, চুরাদি, দিবাদি গণীয়

ধাতু এবং সর্ব্বগণীয় ণিজন্ত ধাতুর মধ্যম পুরুষের এক বচনের সমস্ত পদ অকারান্ত হয়। অর্থাৎ স্থির চিহ্ন "অ"। যথা,—

ধাতু	রূপ	স্থির চিহ্ন
বদ্	বদ	অ
ভূ	ভব	অ
নৃত্	নৃত্য	অ
স্থা	তিষ্ঠ	অ
বিদ্	বিদ্যস্ব	অ
পা	পিব	অ
গম্	গচ্ছ	অ
বৃৎ	বর্ত্তস্ব	অ
শুভ্	শোভস্ব	অ
ই	অধীস্ব (আত্মনেপদী)	অ
ধাব্	ধাব	অ
চক্ষ্	চক্ষ্ব	অ
প্রছ্	পৃচ্ছ	অ
ইষ্	ইচ্ছ	অ

উল্লিখিত 'বিদ্যস্ব' 'বর্ত্তস্ব' প্রভৃতি আত্মনেপদী বিভক্তিযুক্ত শব্দের 'স্ব' প্রাকৃতে উচ্চারণ করে না। বিদ্য, বর্ত্ত পর্য্যন্তই বলে। এইজন্য প্রাকৃতে ধাতুর উত্তর লোটের মধ্যম পুরুষের বিভক্তির নিত্য বর্ত্তমান

চিহ্ন "অ"কার যোগে বর্ত্তমান কালের মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। যথা,—তুমি বল, তুমি ধর, তুমি চল, ইত্যাদি। এই 'অ' চিহ্ন প্রাকৃতে সর্ব্বস্থলে ব্যবহৃত হওয়ায় অন্যগণীয় ধাতুতে সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে যে প্রকার প্রভেদ হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে—

ধাতু	সংস্কৃত	প্রাকৃত
শ্রু	শৃণু	শুণ
কৃ	কুরু	কর
ক্রী	ক্রীণীহি	কীণহ
জ্ঞা	জানীহি	জানহ
দা	দেহি	দেহ

এই প্রকার প্রভেদে ভাষান্তর হয় না। অতএব প্রাকৃতে বর্ত্তমান কালে মধ্যম পুরুষের বিভক্তির চিহ্ন 'অ'।

স্বরবর্ণের পর এই বিভক্তির উচ্চারণ 'অ' স্থানে 'ও' হয়; যথা,—খাও, যাও, ইত্যাদি। ইহার কারণ এই যে, স্বরের পর আকারের উচ্চারণ অতি অশ্রাব্য হয়। খাঅ, নাঅ, যাঅ বলিতে গেলে অতি অদ্ভুত উচ্চারণ হয়।

প্রথম পুরুষ (এ)

সংস্কৃত বর্ত্তমান কালের প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার ভাববাচ্যের এবং কর্ম্মবাচ্যের বিভক্তি একারান্ত।

যথা পঠ্যতে, জায়তে, জন্যতে ইত্যাদি। কর্ত্তৃবাচ্যের যে যে স্থলে বিধিলিঙ্ ব্যবহার হয়, তাহারও ভ্বাদি, তুদাদি, চুরাদি, দিবাদি গণীয় ধাতু এবং সর্ব্বগণীয় ণিজন্ত ধাতুর পরস্মৈপদের এক বচনের অন্ত্যস্বর (উপধা) একার; যথা, স্মরেৎ (স্মরে), ভবেৎ (হয়ে) ইত্যাদি। বর্ত্তমান কালের প্রথম পুরুষের কতক ক্রিয়া বিধিলিঙ্ ভাবাপন্ন। যথা, যদি করে, যদি ধরে, যদি হাসে, সে কি পড়ে, কি খেলে, কি লেখে, কি দেখে এই সকল স্থলে বিধিলিঙ্ ব্যবহৃত হয়। আর নিম্নলিখিত শ্লোকটী দেখুন—

প্রাকৃতে বর্ত্তমানকালে প্রথম পুরুষের বিভক্তির চিহ্ন "এ" তাহা সংস্কৃত মূলক।

(সংস্কৃত) * প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
(প্রাকৃত) প্রভাতে যে স্মরে নিত্য দুর্গাদুর্গাক্ষরদ্বয়।

নিত্য প্রভাতে যে দুর্গা দুর্গা স্মরে, এস্থলে 'স্মরে' বিধিলিঙ। বিধিলিঙের চিহ্ন অনেক স্থলে এৎ, এত হয়, আর কোন স্থলে 'য়াৎ' হয়, যেমন ক্রীণীয়াৎ, জানীয়াৎ ইত্যাদি। কিন্তু কথিত ভাষায় এই সকল স্থলেও 'য়াৎ' স্থানে 'এৎ' ই বলিতে চাহে; ভবেৎ স্মরেৎ প্রভৃতির ন্যায় ক্রীণীয়াৎ, জানীয়াৎ, স্থানে ক্রীণেৎ, জানেৎ বলিতে চাহে; তাহার ও 'এ' পর্য্যন্ত উচ্চারণ হয়, আর হয় না। এই জন্য প্রাকৃতে বর্ত্তমান কালের প্রথম পুরুষের বিভক্তির চিহ্ন 'এ'।

---

* এস্থলে সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের পার্থক্যও দেখিয়া যাইবেন।

লটের বিভক্তির কেবল সেই স্থলে প্রয়োগ হইতে পারে যেস্থলে ক্রিয়ার ভাব "করিতেছে", "যাইতেছে" এইরূপ। কিন্তু প্রাকৃতে সেই সকল স্থলে ধাতুর উত্তর সাক্ষাৎ ভাবে বিভক্তি যোগ না করিয়া, অস্ ধাতুর যোগে সেই সকল ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন করা হয়, এবং অতীত কালের ক্রিয়াপদ সকলও সেই প্রকারে সাধিত হয়, তাহা রীতিব্যতিক্রম অধ্যায়ে এবং তৎপরবর্ত্তী "অতীতকাল" পরিচ্ছেদে দেখান যাইবে। আর প্রাকৃতে যে যে স্থলে সাক্ষাৎ ভাবে লট্ বিভক্তির প্রয়োগ করে সেই সেই স্থলে নিম্নলিখিত প্রকার রূপ হয়, যথা, কৃ ধাতু প্রথম পুরুষে

সংস্কৃতে করোতি
হিন্দিতে কর্‌তে
বঙ্গে (ত লোপে) করয়ে বা করে

এই প্রকার চলতি – চল্‌তে – চলয়ে বা চলে
ধরতি – ধর্‌তে – ধরয়ে বা ধরে ইত্যাদি

বলা বাহুল্য যে, হিন্দিতে কর্‌তে, ধর্‌তে ইত্যাদি বলিতে "কর্‌তেহে", "ধর্‌তেহে", বলে, ইহা নিরর্থক, যেমন আমরা যা স্থানে যাহা এবং তা স্থানে তাহা লিখিয়া থাকি। কেবল শব্দের বলবিধান করার জন্য এই "হ" যোগ করা হয়।

লোট্।

লোট্ বিভক্তির ব্যবহার।

লোটের ক্রিয়া উত্তম পুরুষে প্রায় হয় না; কারণ আপনাকে আপনে কোন কার্য্য করিতে আদেশ বা প্রার্থনা করা হয় না। ক্বচিৎ যে স্থলে সমর্থনাদি বুঝায় সেই স্থলেই লোট্ ব্যবহার হয়; যথা "সিন্ধু-মপি শোষয়াণি" কিন্তু এইরূপ ব্যবহার অতি বিরল। কথিত ভাষায় ঐরূপ ভাব লোট্ বিভক্তি দ্বারা প্রকাশ না করিয়া অন্য প্রকারে প্রকাশিত হয়; যথা, সিন্ধুমপি শোষিতুং পারয়ামি। মধ্যম পুরুষেই লোটের ব্যবহার অধিক তাহা দেখাইয়াছি। প্রথম পুরুষে ইহার ব্যবহার আছে যথা, সে করুক, সে চলুক, সে ভাবুক ইত্যাদি। অতএব ইহার রূপের আলোচনা আবশ্যক।

লোট্।

প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
ভবতু	ভব	ভবানি
তিষ্ঠতু	তিষ্ঠ	তিষ্ঠানি
পিবতু	পিব	পিবানি
গচ্ছতু	গচ্ছ	গচ্ছানি
পশ্যতু	পশ্য	পশ্যানি

উত্তম পুরুষে লোটের রূপ ইকারান্ত হয়। তাহার পর মধ্যম পুরুষের রূপ প্রায় অকারান্ত এবং প্রথম

করুক, পিউক, ধরুক প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি

পুরুষের রূপ প্রায় উকারান্ত। দেখিয়া আসিতেছি ক্রিয়ার বিভক্তি সকলের স্বরবর্ণই মূল রূপ, (basis), তাহাই ধাতুতে যুক্ত হইয়া তাহার ব্যঞ্জনাদি বর্ণ সকলকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করে। এই 'উ' সংস্কৃতে যে ব্যঞ্জনবর্ণকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা 'ত'। অতএব ইহার চিহ্ন 'তু' বা ত্‌উ। প্রাকৃতের স্বরবিপর্য্যয় নিয়মানুসারে ত্‌উ স্থানে 'উত' হয়। অতএব ভবতু = ভবুত বা হউত্‌, পিবতু পিবুত বা পিউত্‌। ক্রমে এই হউত্‌, পিউত্‌, ইত্যাদি শব্দই হউক, পিউক ইত্যাদি রূপ ধারণ করিয়াছে।

কেহ বলিতে পারেন স্বরবিপর্য্যয় অনেক দেখিয়াছি সুতরাং তাহা না হয় মানিলাম, কিন্তু 'ত' স্থানে 'ক' কেন হইয়াছে? ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন; কারণ ইহা কে বলিতে পারে যে এই 'ত' স্থানেই 'ক' হইয়াছে কিম্বা 'ক' স্থানেই 'ত' হইয়াছে? প্রাকৃতও আধুনিক নহে, সংস্কৃতও আধুনিক নহে। ব্যাকরণ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে প্রাকৃত বর্ত্তমান ছিল তাহার সন্দেহ নাই; কারণ প্রাকৃত কথিত ভাষা। যখন কেহ একরূপ কেহ অন্যরূপ বলে, কেহ করতু বলে, কেহ করকু বলে; তখনই ব্যাকরণ উহার একটিকে গ্রহণ করিয়া অন্যটিকে ত্যাগ করিয়া নিয়ম করে, অথবা বহু ব্যবহার দেখিলে বিকল্প বিধানে রাখে। এখন 'ত'টী ব্যাকরণে

দেখিতেছি, 'ক' দেখি না, তা বলিয়া কি নিশ্চয় বলিতে পারি যে 'ত' স্থানে 'ক' হইয়াছে ? হয়ত 'ত'য়ের পূর্ব্বেও 'ক' বর্ত্তমান ছিল। সে যাহা হউক, এখন আমরা যে নিয়মে এই আলোচনা করিয়া আসিতেছি সেই নিয়মেই চলিব। অতএব বলিতে হইবে 'ত' স্থানে প্রাকৃতে 'ক' বলে। একজন যদি করুত্ বলে আর একজন করুক বলে তাহা মারাত্মক প্রভেদ বলা যায় না। তাহাতে ভাষান্তর হয় না।

হইলে, মরিলে ইত্যাদি।

হইলে, মরিলে ইত্যাদি শব্দের সংস্কৃত রূপ।

ক্রিয়ার আর একটী রূপ আছে, যথা, ভূতে= হলে; মৃতে=মর্লে। ঐ সকল শব্দকেই লিখিতে, "হইলে", "মরিলে" লেখে। অর্থাৎ প্রাকৃতে "ত" স্থানে "ল" উচ্চারণ করা হয়। ইহা বর্ণান্তর পরিচ্ছেদে দেখান গিয়াছে। কৃ প্রভৃতি সকর্ম্মক ধাতুরও ঐ প্রকার ভাবার্থে ঐ প্রকার রূপ হইয়া থাকে। যথা, কৃতে=করিলে, "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ"।

কৃতে প্রতিকৃতিং কুর্য্যাৎ
হিংসিতে প্রতিহিংসিতং।
তত্র দোষং ন পশ্যামি
শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ॥"

করান, ধরান, ইত্যাদি।

ণিজন্ত।

ক্রিয়ার আর একটী ভাব আছে। যথা, করান, ধরান, বলান, বসান ইত্যাদি। অর্থাৎ যে ক্রিয়া স্বয়ং না করিয়া অন্য দ্বারা করান হয়। এই ভাবের ক্রিয়াতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয়েতেই একটী "আ" যুক্ত হয় : যথা—

সংস্কৃতে

প্রথম পুরুষ		মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
লট্		লোট্	লট্
আত্মনেপদ	পরস্মৈপদ		
কারয়তে	কারয়তি	কারয়	কারয়ামি
বাচয়তে	বাচয়তি	বাচয়	বাচয়ামি
ধারয়তে	ধারয়তি	ধারয়	ধারয়ামি
মারয়তে	মারয়তি	মারয়	মারয়ামি
বাদয়তে	বাদয়তি	বাদয়	বাদয়ামি

এখানেও স্বরবিপর্য্যয়ের খেলা দেখুন। প্রাকৃতে প্রথম পুরুষ কারয়তে—কারয়ে, তাহার স্বরবিপর্য্যয়ে করায়ে বা করায় হয়; ধারয়তে = ধারয়ে = ধরায়ে বা ধরায়। ঐ প্রকার মধ্যম পুরুষে কারয় = (স্বর-বিপর্য্যয়ে করাও; ধারয় = ধরাও। ঐ প্রকার উত্তম

পুরুষে কারয়ামি = কারইঁ = (স্বরবিপর্য্যয়ে) করাইঁ বা করাই ; ধারয়ামি = ধারইঁ বা ধরাই।

অসমাপিকা ক্রিয়া (করিয়া) কৃদন্ত।

সংস্কৃতে অসমাপিকা ক্রিয়া অধিকাংশ এই প্রকার হয়, যথা কৃত্বা, ধৃত্বা, শ্রুত্বা, পঠিত্বা, দৃষ্ট্বা ইত্যাদি। দেখা যায় যে ধাতুর উত্তর ত্বা যোগে অসমাপিকা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। প্রাকৃতে ঐ "ত্বা"র "ত্ব" লুপ্ত হইয়া "আ" থাকে। এই "ত্বা" বা "আ" প্রত্যয় যোগে পঠ্ প্রভৃতি ধাতুতে "ই" আদেশ হয়, যেমন, পঠিত্বা বা পড়িয়া, বদিত্বা বা বলিয়া (দ = ল), ইত্যাদি। কৃত্বা, ধৃত্বা, পঠিত্বা = করিয়া, ধরিয়া, পড়িয়া।

তুমুন্ প্রত্যয় (করিতে)

সংস্কৃতে তুমুন্ প্রত্যয়ের উন্ লোপ হইয়া তুম্ থাকে। প্রাকৃতে তাহার অন্ত্য 'ম্'কারের লোপ করিয়া কোন স্থানে "তু" কোন স্থানে "তে" উচ্চারণ করে। যথা, গ্রহীতুম্ = গ্রহীতে, সহিতুম্ = সহিতে, তরিতুম্ = তরিতে, সেবিতুম্ = সেবিতে, শাসিতুম্ = শাসিতে ইত্যাদি। নোয়াখালী অঞ্চলে এখনও কর্ত্তে, ধর্ত্তে না বলিয়া কর্ত্তু ধর্ত্তু বলে অর্থাৎ "তু" স্থানে "তে" না বলিয়া "তু" ই বলে।

লৃট (ভবিষ্যৎ) করিব।

সংস্কৃত করিষ্যামি শব্দের ষ্য স্থানে বঙ্গীয় প্রাকৃতে ব হয়। ইহা উচ্চারণ ব্যতিক্রম নহে; কারণ উচ্চারণ ব্যতিক্রমের কোন নিয়মানুসারে ষ্য স্থানে ব হইতে পারে না। ষ্য এবং ব ইহারা দুইটী স্বতন্ত্র শব্দ, ষ্য ইচ্ছা বোধক ইষ্ ধাতুজ এবং ব নিশ্চয়ার্থক এবশব্দজ, উভয়ই ভবিষ্যৎ ব্যঞ্জক। অতি প্রাচীন কালে আর্য্যদের কোন সম্প্রদায়ে ভবিষ্যৎ অর্থে ষ্য এবং কোন সম্প্রদায়ে তদর্থে ব ব্যবহার করিত। সাহিত্যের ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে তাহাদের একটি গৃহীত ও অপরটী বর্জ্জিত হইয়াছিল, সেই জন্য সাহিত্যের ভাষায় ষ্য ব্যবহৃত হয়, এবং কোন কোন সাম্প্রদায়িক কথিত ভাষাতে ব প্রচলিত আছে। ইহার প্রমাণ ও উদাহরণ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদর্শিত হইবে।

কৃ ধাতু লঙ্ (করিল)

কৃ ধাতু লঙ্ প্রথমপুরুষে অকরোৎ হয়। এই শব্দের আদ্য অকার লোপ হয়; যেমন আছীল=ছীল। আর "ত" এবং "দ"র উচ্চারণ যে কখন কখন "ল" হয়, তাহা পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে। এই প্রকারে "করোল" হইল; এই করোল্ শব্দকে কথায় "কর্ল" বলে, কিন্তু লিখিতে করিল লেখে। ভূ ধাতু অভবৎ; ইহারও "অ" লোপে ভবৎ=হওল্ বা হইল।

কৃ ধাতু লুঙ্ (করিত)

কৃ ধাতু লুঙ্ প্রথম পুরুষে অকার্ষীৎ। ইহার পূর্ব্ব নিয়মানুসারে "অ" লুপ্ত হইয়া কার্ষীৎ থাকে। তাহার "ষ" লোপে "করীত" হয়। আকার লোপের এই কারণ অনুমান করা যায় যে, পাণিনি মতে স্থল বিশেষে বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার অগ্রে গুণ ও পরে দীর্ঘ করা হয়, যথা, দাতৃ দাতারঃ। এস্থলে প্রথমতঃ ঋকারের গুণ করিয়া পরে দীর্ঘ করা হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী বৈয়াকরণেরা একবারে বৃদ্ধি বিধান করিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে যে প্রাকৃতে পাণিনিনির্দ্দিষ্ট গুণপ্রক্রিয়া অবলম্বন পূর্ব্বক অকার্ষীৎ প্রভৃতি শব্দে আকার স্থলে অকার উচ্চারণ করে। ভূ ধাতু অভূৎ, "অ" লোপে ভূৎ থাকে, তাহার প্রাকৃত উচ্চারণ হ'ত বা "হইত"। কথায় হ'তই বলে কিন্তু লিখিতে নিয়ম বশে "হইত" লিখিয়া থাকে।

পাণিনি ব্যাকরণের উণাদি সূত্রকার শাকটায়ণ, অতীত মাত্রেই লঙ্, লিট্, লুঙ্ এই তিনের ব্যবস্থা করিয়াছেন অর্থাৎ ইহার একের স্থানে অন্যের ব্যবহার চলিতে পারে, পাণিনির এই রূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রুতি স্মৃতিতে ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা—

"নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ" (শ্রুতি)

এই স্থলে সাধারণ সূত্রানুসারে আসীৎ না হইয়া বভূব হইতে পারিত।

"আসীদিদং তমোভূতং" (মনু)

এখানে আসীৎ স্থানে বভূব হইতে পারিত।

প্রাকৃত বিভক্তি সকলই সংস্কৃত-মূলক, ভাষান্তর নহে।

এক্ষণে দেখিতেছি এবং ক্রমে দেখা যাইবেক যে প্রাকৃত সকল বিভক্তি প্রত্যয়ই সংস্কৃত, কেবল কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত। এই সকল প্রত্যয়াদি হয়ত সংস্কৃত ব্যাকরণ স্থষ্টির পূর্ব্ব হইতে কথিত ভাষায় এইরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; অনার্য্য ভাষা নহে। কেবল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উচ্চারণ ব্যতিক্রম এবং কোন কোন স্থলে আমরা উহাদিগকে স্বীয় অজ্ঞতা হেতু অথবা ব্যাকরণের নূতন শাসন গ্রহণ করিতে না পারিয়া পূর্ব্ব প্রথামতে অবৈয়াকরণভাবে প্রয়োগ করি। যখন ভাষার স্থষ্টি হয় তখন তাহার শব্দ সকল স্বভাবতঃ অতি সংক্ষিপ্ত থাকে। এক অক্ষর দুই অক্ষরেই একটী শব্দ হয়। ক্রমে সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার শব্দসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং দুই তিন শব্দ যোগে নূতন ভাব প্রকাশক নূতন নূতন শব্দের উৎপত্তি হয়। এই প্রকারে শব্দের আয়তন বৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্রমে শব্দের বল ও লালিত্য বৃদ্ধির জন্যও তাহার আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং নূতনরূপ হয়। এই প্রকারে যখন শব্দায়তন অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়া যায় তখন ভাষা পুনরায় কুঞ্চিত হইতে থাকে। এই কুঞ্চিত

হওয়ার সময়েই ইহার যথেচ্ছাচার আরম্ভ হয়। তখন কেহ বলে খাদামি, কেহ বলে খামি, কেহ বলে খাঁই; কেহ বলে পরস্য; কেহ বলে পরাঃ, কেহ বলে পরর, কেহ বলে পরের ইত্যাদি। কেহ বলে করোমি, কেহ বলে করইঁ, কেহ বলে করি। এই প্রকারে যখন ভাষার স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি হইয়া অধঃপতনোন্মুখ হয় তখন ভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণ তাহা নিবারণ করিতে যত্নবান্ হয়েন। আর্য্যগণের ভাষা যখন নানাস্থানে নানা ব্যক্তি বিভিন্নরূপে ব্যবহার করিতে লাগিল, তখন ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়া ভাষার সংস্কার হইল। এই সংস্কারের সময়ে যে যে শব্দ, ধাতু ও প্রত্যয় শ্রুতিমধুর ও বলশালী বোধ হইয়াছিল কিম্বা বহু লেখকের ব্যবহৃত ছিল তাহাই গৃহীত হইল। ধাতু প্রত্যয় ও বিভক্তি প্রয়োগের যে নিয়ম সুখদ এবং লালিত্যাদি বৰ্দ্ধক তাহাই অবলম্বন করা হইল, এবং অন্যান্য নিয়ম ও শব্দ ত্যাগ করা হইল। যদিও বৈয়াকরণেরা এইরূপ করিলেন এবং শিক্ষিত লোকেরা তাহা গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহারা পূর্ব্ববৎ ইচ্ছামতই কথা বলিত। কেবল পণ্ডিতগণ ঐ মার্জ্জিতভাষা ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বাচনিক ভাষা অনেকাংশে পূর্ব্ববৎই থাকিল। আবার অশিক্ষিত লোকে নব্যনিয়মে বাক্য প্রয়োগ করিতে যাইয়াও অনেক ভ্রম করিতে লাগিল।

তাহাকেই সাধারণভাষা অথবা প্রাকৃত ভাষা বলিত এবং এখনও বলে। এই জন্য বলিতেছি যে, যে সকল প্রাকৃত বিভক্তি প্রত্যয় আমরা দেখাইলাম তাহা যেন কেহ নূতন গঠিত বা ভাষান্তর মনে না করেন।

অষ্টম অধ্যায়।

ধাতু-রূপ।

ক্রিয়াবাচক শব্দের বিভক্তিযোগে যে প্রকার রূপ হয়, তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে।

কৃধাতু।

প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
করে	কর	করি (কৃ স্থানে কর হয়)

ভূ ধাতু।

ভূ ধাতুর ভ থাকে তাহার উচ্চারণ হ।

প্রথম পুরুষ হয়ে বা হয়।

মধ্যম পুরুষ—হও (তাহার কারণ সংস্কৃতে মধ্যম পুরুষে ভব এবং প্রাকৃতে তাহাই কহে; উহার প্রাকৃত উচ্চারণ হও)

উত্তম পুরুষ = হই।

ভবেৎ = হয়েৎ = হয়ে

ভব = হও

ভবামি = হওয়াইঁ = হই

স্থ ধাতু।

এই ধাতুর "থা" থাকে। অতএব প্রাকৃত বিভক্তি যোগে থাই, থাঅ. থায়ে হইতে পারে এবং কোন কোন স্থানে এইরূপই বলে। কিন্তু তাহাতে ভাষা নিতান্ত ক্ষীণ হয়, এই কারণে স্বার্থে ক যোগ করিরা তাহাতে বিভক্তি যোগ করে। অতএব স্থা ধাতুর প্রাকৃত রূপ থাক্।

থাকে— থাক— থাকি

প্রাকৃতে যেমন স্থা ধাতুর রূপ থাক্ হয়, সংস্কৃতে তেমনি ইহার রূপ তিষ্ঠ হয়। কিন্তু স্থা হইতে তিষ্ঠ নিতান্ত দূর। প্রাকৃতে তিষ্ঠ শব্দকে স্থা ধাতুর রূপ না বলিয়া উহাকে স্বতন্ত্র একটী শব্দ গণ্য করে।

তিষ্ঠে তিষ্ঠ তিষ্ঠি

সংস্কৃত তিষ্ঠেৎ তিষ্ঠ তিষ্ঠামি

গম্ ধাতু।

গমনার্থে দুইটি ধাতু প্রচলিত আছে। গম ও যা। প্রাকৃতে কোন বিভক্তিতে গম্ কোন্ বিভক্তিতে যা

ব্যবহৃত হয়। যথা 'গেল' 'গেলে' বলে; কিন্তু যাই, যাও, যাইব স্থলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে গম্ ধাতুর ব্যবহার হয় না।

যা ধাতু।

ইহার রূপ 'যা'। আকারান্ত ধাতুর মধ্যম পুরুষের বিভক্তির চিহ্ন 'অ' স্থানে 'ও' হয়। যথা যাও খাও। প্রথম পুরুষে বিভক্তির চিহ্ন 'এ' স্থলে 'য়' হয়। যথা, যায়ে = যায়, খায়ে = খায় ইত্যাদি।

দৃশ্ ধাতু।

দৃশ্ এবং পশ্য বিভিন্ন শব্দ।

সংস্কৃতে ইহার রূপ 'পশ্য'; প্রাকৃতে ইহার রূপ 'দেখ্'। এস্থলে প্রাকৃত রূপ সহজবোধ্য কিন্তু সংস্কৃত রূপ বুঝা কঠিন। দৃশ্ এবং পশ্য বিভিন্ন শব্দ, এবং যেমন বিদ্যমানার্থে অস্ ধাতু কেবল লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্ এই চারি বিভক্তিতে ব্যবহৃত হয় এবং অন্য সকল বিভক্তিতে 'ভূ' ধাতুর ব্যবহার হয়; আর যেমন প্রাকৃতে গননার্থ ধাতুর কোন কালে গম্, কোন কালে 'যা' ব্যবহার হয়, তদ্রূপ দর্শনার্থে কোন কালে 'দৃশ্' কোন কালে 'পশ্য' ব্যবহৃত হয়।

সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা এক ধাতু দ্বারা সর্ব্বকাল সাধন করার জন্য 'পশ্যকে' স্বতন্ত্র ধাতু না বলিয়া উহাকে দৃশ্ ধাতুর রূপ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃতে দৃশ্

ধাতুর রূপ 'দেখ্'। তাহা ২৪ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। সকল বিভক্তিতেই এই দেখ্ শব্দ ব্যবহৃত হয়। কোন বিভক্তিতে পশ্য ব্যবহার হয় না। কারণ আমরা বলি যে, যদিচ ব্যাকরণে পশ্যকে দৃশ্ ধাতুর রূপ বলা হইয়াছে, তথাপি প্রকৃতপক্ষে উহা কখনই দৃশ্ ধাতুর রূপ হইতে পারে না। উহা একটী স্বতন্ত্র শব্দ যাহার ব্যবহার প্রাকৃতে অর্থাৎ কথিত ভাষায় নাই। চলিত কথায় দৃশ্ ধাতুর স্বাভাবিক রূপ 'দেখ্'ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লিখিত এবং কথিত ভাষাতে এই প্রকার শব্দ প্রয়োগের পার্থক্য সকল ভাষাতেই আছে। কোন শব্দ লিখিত ভাষাতে ব্যবহৃত হয়, কথিত ভাষাতে হয় না ; আর কোন শব্দ যাহা কথিত ভাষাতে ব্যবহৃত হয়, তাহা লিখিত ভাষাতে ব্যবহৃত হয় না। উক্ত পশ্য এবং দেখ্ শব্দের ব্যবহার সেই প্রকার।

বৃৎ ধাতুর রূপ বর্ত্ত (সংস্কৃতেও ঐরূপ)

শুভ্	...	শোভ
ধাব	...	ধা
স্পৃশ্	...	স্পর্শ
ইষ্	...	ইচ্ছ
মৃ	(die)	মর্
দিশ্	(order)	দেশ্
নৃত্য	...	নাচ্ (ত = চ, যেমন t = ch)

সু (প্রসব)		সব্
জন্	...	জন্‌ম
শ্রু	...	শুন্ (সংস্কৃতে শৃণু) (র = ন) শ্রু = শুর্ = শুন্।
শক্	...	শক্ (এই ধাতু পশ্চিমাঞ্চলে ব্যবহৃত, যথা "হম্ নহি ছকে"। এতদঞ্চলে ইহার স্থলে পার্ ধাতুর ব্যবহার হয়। তাহার অর্থ কৃত-কার্য্য হওয়া)
কৃ	...	কর্ (সংস্কৃতেও এইরূপ) (to do)
ক্রী	...	কিন্ (সংস্কৃত রূপ ক্রীন্ (to buy) প্রাকৃতে কিন্ শব্দে দীর্ঘ ঈকার দেওয়া উচিত কারণ ক্রী = কীর (র = ন) কীন।
জ্ঞা	...	জান্ (সংস্কৃতরূপও জান্) to know।
রুধ্	...	রোধ্ (সংস্কৃত রূপ রুন্ধ) to obstruct সংস্কৃতে ন আগম হইয়াছে প্রাকৃতে হয় নাই।

ছিঁদ্	...	ছিঁড় (সংস্কৃত রূপ ছিন্দ) ন স্থানে চন্দ্রবিন্দু এবং দ স্থানে ড় উচ্চারণ হয়। To separate
দা	...	দে (সংস্কৃত রূপ দৎ) To give. দৎ = দে, যেমন যৎ = যে
হস্	...	হাস্ To laugh
নী	...	নে To take
স্মৃ	...	স্মর্ To remember
অর্চ্চ্	...	অর্চ্চ To worship
অর্জ্জ	...	অর্জ্জ To earn
চল্	...	চল্ To move for going
দন্শ	...	দংশ
নিন্দ্	...	নিন্দ্
কথ্	...	কহ To tell (থ = হ)
জাগৃ	...	জাগ্ To wake
ভজ্	...	ভজ্ To serve
বহ্	...	বহ্
বদ্	...	বল To tell
মৃজ্	...	মাজ To cleanse (সংস্কৃত রূপ মার্জ্জ)

খন্	...	খুঁড় (সংস্কৃতরূপ খনু) To dig খনু (ন = ড়) = খড়ু = (স্বর বিপর্য্যয়ে) খুড়্।
স্থা	...	থাক To remain (অন্য দেশে থা) causative form থু (to place, to put.)
প্রছ্	...	পুছ্ To ask
সৃজ্	...	সৃজ To create
লভ্	...	লভ্ To gain
হৃ	...	হর্ To steal
স্না	...	না To bathe এই শব্দ সদা সর্ব্বদা সর্ব্বলোকের ব্যবহার্য্য বিধায় কঠিন উচ্চারণ করিতে না পারিয়া 'স্না'র স লোপ করিয়া এইরূপ হইয়াছে; যেমন স্পষ্ট = পষ্ট; স্পর্শ = পর্শ) সেই প্রকার স্না = না।
শী	...	শু To lie down
ধৃ	...	ধর্ To hold
স্তু	...	স্তব্ To praise

লিখ্	...	লিখ To write
লন্‌ঘ	...	লংঘ
সিচ্	...	সেচ্ To wet
জুড়্	...	জুড় To join
যুজ্	...	যুড় To join
ঘট্	...	ঘট্
বেষ্ট্	...	বেড়্ To go round
পঠ্	...	পড়্ To read
পত্	...	পড়্ To fall
ক্রন্দ্	...	কান্দ্ To cry
খাদ্	...	খা To eat
বন্ধ্	...	বান্ধ্ To tie
বুধ্	...	বুঝ্ To understand
রুধ্	...	রোধ্ Te obstruct
যুধ্	...	যুঝ To fight
ক্ষিপ্	...	ক্ষেপ্
ভ্রম্	...	ভ্রম্
চর্	...	চর্
জ্বল্	...	জ্বল্
জীব্	...	জী (বাঁচিয়া থাকা)
নশ্	...	নাশ্
স্পৃশ্	...	পর্শ

কৃষ্	...	কর্ষ
ঘৃষ্	...	ঘর্ষ বা ঘষ
তুষ্	...	তুষ্
দুষ্	...	দুষ্
শুষ্	...	শুষ্ বা সুখ্ To be soaked, dry
বস্	...	বস্
গাহ্	...	গাহ্
দহ্	...	দহ্
দুহ্	...	দুহ্
মুহ্	...	মুহ্
রুহ্	...	রুহ্
লিহ্	...	লিহ্
সহ্	...	সহ

নবম অধ্যায়।

রীতিব্যতিক্রম (Idiom)

লিখিত ভাষাতে এবং কথিত ভাষাতে সর্ব্ব দেশেই রীতিব্যতিক্রম আছে। একই বাক্য কেহ এক প্রকার কেহ অন্য প্রকার করিয়া বলে। যথা,—আমরা বলি

"করিতে করিতে" ইহার অর্থ দেশীয় লোককে বুঝাইতে হইবে না। বিদেশীয়দিগকে বুঝাইতে বলিব ইহার অর্থ In the course of doing আবার করিতে ২ অর্থ করা মাত্র। ইহার আর এক অর্থ বারম্বার করিতে, যেমন করিতে করিতে কর্ম্মঠ হইয়াছি। লিখিত ভাষাতে অর্থাৎ সংস্কৃতে 'কর্ত্তুম্ কর্ত্তুম্' লেখার রীতি নাই, তাহা লিখিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। "হইয়া গিয়াছে" ইহা বঙ্গে প্রচলিত; "হুয়া গয়া" হিন্দুস্থানে প্রচলিত। ইহার অর্থ সম্পূর্ণরূপে হইয়াছে, যাহার আর অন্যথা হইতে পারে না। ইংরেজীতে যেমন gone mad, run mad ইত্যাদিতে gone এবং run শব্দের কোন অর্থ নাই তদ্রূপ এই স্থলে গিয়াছে শব্দেরও অর্থ নাই।

আর একটী রীতির উদাহরণ দিতেছি যথা,—'করা যায়' 'ধরা যায়'। ইহার অর্থ কৃত হইতে পারে (can be done) ধৃত হইতে পারে (can be caught)। কেহ সন্দেহ করিতে পারেন যে এই 'যায়' শব্দ হয়ত ভিন্ন ভাষা কিন্তু তাহা নয়। কারণ 'গমনার্থ বোধক অন্য শব্দ দ্বারাও এই ভাব প্রকাশ হয়; যথা,—"করা গেল", 'করা গিয়াছে।'

এইরূপ ব্যবহারিক রীতি লিখিত এবং কথিত উভয় ভাষাতেই আছে। যথা,—সংস্কৃতে 'পট পটা করোতি'

অর্থাৎ পট পট করে; কেশাকেশি, নখানখি, দন্তাদন্তি, কর্ণাকর্ণি (কানাকানি)। সকল ভাষারই এই প্রকার অনেক আভ্যন্তরিক নিয়ম আছে, যাহা ব্যাকরণে স্থান পায় না, কারণ ভাষার রীতিনীতি ভাবভঙ্গি অনন্ত প্রকার, তাহা সম্যকরূপে ব্যাকরণে উদ্ধৃত করা অসম্ভব। সংস্কৃত সাহিত্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাকরণের অনুবর্ত্তী, সুতরাং তাহাতে এই সকল রীতি অনেক নাই, কিন্তু কথিত ভাষায় আছে, যথা,—

মরমর হইয়াছিল = মৃতপ্রায় হইয়াছিল (was in the state of dying)

ধর ধর করিয়াছিল = প্রায় ধরিয়াছিল (was about to catch)

ধর ধর হইয়াছিল = প্রায় ধৃত হইয়াছিল (was about to be caught)

বান্ধাবান্ধি = পরস্পর বদ্ধ হওয়া binding each other)

ধরাধরি = পরস্পর ধরা (catching each other)

গলাগলি = পরস্পর গলা ধরা (throwing hand on each other's neck by way of friendship)

মারামারি = পরস্পর মারা (beating each other)

দেখাদেখি = পরস্পর দেখা (seeing each other)

দলাদলি = ভিন্ন ভিন্ন দল করা making a party
against each other)

চুলাচুলি = পরস্পর চুল ধরা (catching each
other by the hair)

করিয়াছিল = কৃত্বা + আসীৎ = করিয়া + আছীল, (literally) করিয়া বর্ত্তমানছিল, (idiomatically) কার্য্য শেষ করিয়াছিল। (no part of the work was remaining to be done; the work was fully done.)

করিয়া বসিল = সম্পূর্ণরূপে করিল, যাহার আর অন্যথা নাই (sat after doing i. e., had no more of the work in his hand then; the work was irrevokably done)

এই সকল কথিত ভাষার ব্যবহারিক রীতি (Idiomatic expression) কেবল পুস্তকের ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহারা কেবল পুস্তকের ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা যদি শুনিতে পান "কৃত্বা আসীৎ" তাঁহারা বুঝিবেন ইহার অর্থ "করিয়াছিল।" (existed after doing) তাঁহারা বুঝিবেন না যে ইহার অর্থ কার্য্যটী সম্পূর্ণভাবে কৃত

হইয়াছিল অর্থাৎ করিয়াছিল। "কৃত্বাবসৎ" বলিলে বুঝিবেন sat after doing; ইহার অর্থ যে the act was irrevokably done তাহা তাঁহারা বুঝিবেন না। এই সকল ব্যবহারিক ভাষা সংস্কৃতে বলিলে তাঁহারা বলিবেন "এই কি ভাষা? ইহা ত সংস্কৃতে অর্থাৎ কালিদাস প্রভৃতির কোন পুস্তকে দেখি নাই, অতএব ইহা সংস্কৃত নহে।" কিন্তু এই সকল কথিত ভাষার রীতি কথিত ভাষা শুনিয়া শিক্ষা করিতে হয়।

না বলিলে চলে না - না বলিলে হয় না (can not go on without telling this; it is necessary to tell)

করিয়া থাকে = তাহার এইরূপ করা নিয়ম বা অভ্যাস।

করিতে থাকে = ক্রমাগত করে (continues to do)

করিতে ছিল = কার্য্য চলিতেছিল (was in the act of doing; was doing)

করিতে হয় = করা কর্ত্তব্য (should be done)

করা হয় = করা নিয়ম (Is done as a rule)

করা হয় না = করা অনিয়ম (should not be done or cannot be done without violating the rule)

ইংরেজীতে এই প্রকার ব্যবহারিক নিয়ম অনেক আছে, যথা—

Idiomatic.		Grammatical and literal.
Take care	=	Be careful
Look sharp	=	Make haste
Get off	=	Go away
Do not go	=	Go not
Sharp head	=	Great power of thinking
Tell upon	=	Affect
Wait on	=	Wait for order of
Go mad	=	Become mad
Run mad	=	Ditto.
Kick up a row	=	Cause a row
Did to death	=	Killed

এই সমস্তই ব্যবহারিক ভাষা।

এই স্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক। দেখিতেছি রীতিও কখন কখন দূষিত হয়। যথা "করা যাইতে পারে",এখানে 'পারে' শব্দ অকারণ; "করা যায়" বলিলেই ভাল হয়। এই প্রকার অনিয়ম এবং অন্যান্য যে প্রকার অনিয়ম সকল আমরা পূর্ব্বে স্থানে স্থানে দেখাইয়া আসিয়াছি এবং পরে দেখাইব, তাহা যাঁহারা প্রাকৃতে কথা বলার সময় বা লেখার সময় "কি লিখিতেছি বা কি

বলিতেছি” ইহা একবার ভাবেন তাঁহাদের দ্বারা ক্রমে সংশোধিত হইবে।

অতীত কাল।

এক্ষণে আমরা অতীত কালের প্রাকৃত রূপ সহজে বুঝিতে পারিব। এই ক্রিয়া তিন প্রকার; যথা,—করিল, করিয়াছে, করিয়াছিল। “করিল” যে প্রকারে হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে ৭পৃষ্ঠায় (খ) চিহ্নিত মন্তব্যে অকরোৎ শব্দের উচ্চারণ ব্যতিক্রমে দেখান গিয়াছে। অপর দুইটী ক্রিয়া প্রাকৃত রীত্যনুসারে অস্ ধাতু যোগে নিষ্পন্ন হয়। তাহা যে প্রকারে হয় তাহা দেখাইতেছি। অস্ ধাতুর উত্তম পুরুষের বর্ত্তমান কালের রূপ সংস্কৃত “অস্মি”, প্রাকৃত “অসিঁ”; কারণ প্রাকৃতে ‘ম’র উচ্চারণ চন্দ্রবিন্দুর ন্যায় করিয়া থাকে তাহাও কখন করে কখন বা করেই না। আর কৃত্বা শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ “করিয়া”। অতএব করিয়া + অসি = করিয়াসি। দন্ত্য ‘স’র উচ্চারণ ‘ছ’র ন্যায় এই জন্য প্রাকৃতে করিয়াসি শব্দকে করিয়াছি লেখে। ইহার মূলার্থ “করিয়া বর্ত্তমান আছি”; কিন্তু ব্যবহারিক (Idiomatic) অর্থ—“কার্য্য শেষ করিয়া বসিয়া আছি” অর্থাৎ কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

তদনুসারে আরও অতীত কাল বুঝাইতে অস্ ধাতুর অতীত কাল ব্যবহৃত হয় তাহা পূর্ব্বে দেখান

হইয়াছে। কৃত্বা + অস্তি = করিয়াছে; কারণ কৃত্বা = করিয়া, তাহা পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে। আর অস্তি শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ "আছে" কারণ যেমন ৫১ পৃষ্ঠায় যুক্তাক্ষরের নিয়মানুসারে জম্বীর = জামীর, তদ্রূপ অস্তি = আসি বা আসে; তাহাকেই আছে লিখিয়া থাকে যথা,—"অস্তি গোদাবরী তীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী" = "আছে গোদাবরী তীরে জম্ভলা নাম রাক্ষসী" "তস্যাঃ স্মরণ মাত্রেণ বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ" "তার স্মরণ মাত্রে বিশল্যা গর্ভিণী হয়"। এখানে অস্তি শব্দের উচ্চারণ "আছে"। এখানেও সংস্কৃত প্রাকৃতের পার্থক্য দেখুন। কাব্যের ভাষা বলিয়া "গর্ভিণী বিশল্যা হয়" না লিখিয়া শ্লোকে "বিশল্যা গর্ভিণী হয়" লিখিয়াছে। কৃত্বা + অস্তি = করিয়া + আছে = করিয়াছে; কৃত্বা + আসীৎ = করিয়াছিল। এই প্রকার কর্ত্তুম + অস্তি = কর্ত্তে আছে = কর্ত্তেছে বা করিতেছে; কর্ত্তুম + আসীৎ = কর্ত্তে + আছীল = কর্ত্তেছীল বা করিতেছীল। এখন পর্য্যন্ত কোন কোন স্থানে "করিতেছে" পরিবর্ত্তে "কর্ত্তে আছে" বলে। এই সকল রীতি না জানিলে কে বলিতে পারে যে করিয়াছিল শব্দ সংস্কৃতের প্রাকৃত অর্থাৎ সংস্কৃতের মৌখিক ব্যবহার। সুতরাং মূল না জানিয়ালোকে এই প্রাকৃত ভাষাকে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র একটী স্বাধীন ভাষা বলিয়া মনে করে।

করিতেছে, করিতেছিল শব্দের ব্যুৎপত্তি।

ব্যাপ্তার্থ।

ভাষার একটী নিয়ম আছে যে, কোন শব্দ মূলে যে অর্থে প্রযুক্ত হইত কালক্রমে তাহার অর্থ তদপেক্ষা ব্যাপ্তি প্রাপ্ত হয়; অবস্থা ক্রমে কখন বা মূলার্থ রহিত হইয়া ভিন্নার্থই ব্যবহৃত হয়। যথা,—ইংরেজীতে pecuniary শব্দের অর্থ relating to cattle বর্ত্তমান অর্থ ধন সম্বন্ধীয়। "Ostracised" শব্দের মূলার্থ shell বর্ত্তমান অর্থ দেশত্যাগী করা।

সংস্কৃতে দুহিতা শব্দের বর্ত্তমান অর্থ কন্যা। কিন্তু তাহার মূল দুহ্ ধাতুর অর্থ দোহন করা। ইহার কারণ ভাষাবিদ্‌পণ্ডিতগণ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে গৃহস্থ মাত্রেরই গোধন ছিল; তাহার দোহন কার্য্য কন্যার প্রতি অর্পিত ছিল। সেই হেতুই দুহিতা বলিলে কন্যা বুঝায়। সেক্‌স্‌পিয়ারের কিম্বা মিল্‌টনের সময় এখন হইতে যত দূর, সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং অভিধানের সময় যে তদপেক্ষা অধিক দূর তাহা বলা বাহুল্য। অতএব' যদি সেক্‌স্‌পিয়ারের, অথবা মিল্টনের সময় হইতে ইংরেজি ভাষার ন্যূনাধিক পাঁচ শত শব্দের আকার ও অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাদিগের ব্যাকরণ অভিধানের সময় হইতে যদি দুই একটী শব্দের ব্যবহারিক অর্থ মূলার্থ

হইতে কিঞ্চিৎ ব্যাপ্তি প্রাপ্ত অথবা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে তাহা আশ্চর্য্য নহে। সেইজন্য কেহ যেন ঐরূপ দুই একটী শব্দকে ভাষান্তর মনে না করেন। "কিম্ভূত" একটী সংস্কৃত শব্দ। ইহার মৌলিকার্থ "কি হইয়াছে" ব্যবহারিক অর্থ "কিমাকার" "কি প্রকার।" কিম্ এবং ভূ শব্দের মধ্যে আকার প্রকার কোথায়? কিন্তু ভূ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্ত হইয়া ভূত শব্দের অর্থ প্রকার হইয়াছে।

লগ্ ধাতুর অর্থ লগ্ন হওয়া, ব্যাপ্তার্থ প্রবৃত্ত হওয়া। যথা,—"হংসস্য পশ্চাল্লগতিস্ম" অর্থাৎ হংসের পাছে লাগিল। এই প্রকারে যখন বলা যায় "কোন কার্য্যে লাগিল" তখন তাহার অর্থ সেই কার্য্যে ব্রতী হইল বা প্রবৃত্ত হইল। কথিত ভাষায় এই শব্দ এই ব্যাপ্তার্থে অহরহঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দৌড় শব্দের ব্যুৎপত্তি।

দ্রুত শব্দ বিশেষণ এবং ইহার অর্থ শীঘ্র। কিন্তু প্রাকৃতে এই শব্দের উচ্চারণ ত স্থানে ড় হইয়া দৌড় হয়। ইহা কেবল বিশেষণ ভাবে ব্যবহৃত হয় না ক্রিয়াবাচক রূপেও ব্যবহৃত হয়; (১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এবং তখন ইহার অর্থ হয় "শীঘ্র গমন করা।"

রহ ধাতুর অর্থ গমন বা ত্যাগ। যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতেছে তাহাকে রহ বলিলে সেই কার্য্য ত্যাগ কর এইরূপ অর্থ হয়; অর্থাৎ আর করিও

না। এইজন্য তখন এই রহ শব্দের ব্যাপ্তার্থ নিবৃত্ত হওয়া। এই প্রকার অর্থব্যাপ্তি এবং উচ্চারণ ব্যতিক্রম দেখিয়া আমাদের আধুনিক "বঙ্গভাষার" অভিধান প্রণেতৃগণ এই সকল শব্দকে "দেশজ" ইত্যাদি কল্পিত নাম দিয়া ভাষান্তর বলিয়া থাকেন।

ব্যক্তি শব্দ আমরা যে অর্থে এখন ব্যবহার করি সংস্কৃতে ইহার সেই অর্থে ব্যবহার দেখা যায় না। ইহার ধাত্বর্থ প্রকাশ, ম্রক্ষণ, গতি। কিন্তু কালক্রমে ইহা লোকার্থে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা যোগরূঢ় ভাব। যেমন "লোক" শব্দের ধাত্বর্থ দর্শন এই জন্য দর্শন করে যে এই অর্থে যোগরূঢ় ভাবে মনুষ্যকে বুঝায়।

অনেক শব্দ যাহা চলিত কথায় ব্যবহৃত হয় তাহা অভিধানে স্থান পায় নাই। এবং অভিধানে যে শব্দ নাই তাহাই লোকে অন্য ভাষা বলিয়া থাকে। কিন্তু "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" অভিধানত অভ্রান্ত হইতে পারে না; কারণ কোন শব্দ এক অভিধানে নাই, অন্য অভিধানে আছে। কোন শব্দের এক অভিধানে যে সকল অর্থ লিখিত আছে অন্য অভিধানে তদপেক্ষা অধিক বা ন্যূন অর্থ আছে। চলিত কথায় যে শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাই ভাষা। অন্য কোন কারণ ব্যতীত কেবল অভিধানে নাই বলিয়া তাহাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। একজন ইংরাজ যাহা বলেন,

তাহাকেই কোন বিরুদ্ধ কারণাভাবে ইংরেজি বলিতে হইবে, তাহা অভিধানে থাকুক আর না থাকুক। তদ্রূপ এক জন ভারতবর্ষীয় আর্য্য যাহা বলে তাহাকেই অন্য কোন যুক্তিযুক্ত বিরুদ্ধ কারণাভাবে সংস্কৃত ভাষা বলিয়াই অনুমান করিতে হইবেক। যদি কেহ দেখাইতে পারেন যে, কোন্ একটী শব্দ যাহা এক জন আর্য্য ব্যবহার করিলেন তাহা অন্য কোন ভাষার শব্দ তাহা হইলে তাহাকে ভাষান্তর বলিতে পারি। এবং তাহা না দেখাইতে পারিলে সেই শব্দকে আর্য্য ভাষাই মানিতে হইবেক।

সংস্কৃত অনেক শব্দ পৃথিবীর অন্যান্য অনেক ভাষাতে প্রবেশ করিয়াছে। যথা, অহম্ শব্দের উচ্চারণ যেমন এ প্রদেশে "আমি" তেমনি ইংলণ্ডে প্রথমতঃ "আমি" স্থলে "আইঁ" হইয়া পরে "আই (I) হওয়া অসম্ভব কি? চট্টগ্রামে আমি স্থানে আইঁ বলে। য়ুষ্মদ্ শব্দ 'য়ু' (You), "ইষ্ ধাতু "উইষ" (Wish) হওয়া কি অনুমান করা যায় না?* তাহা দেখিয়া যদি কেহ বলিতে

---

* যুষ্মদ্ শব্দের য়ু সংস্কৃত দ্বিবচন এবং বহুবচনে আছে, একবচনে নাই। এই জন্য You শব্দ ইংরেজিতে এখন পর্য্যন্ত বহুবচন বলিয়া পরিচিত। এই শব্দটী ইংরেজিতে একবচন এবং বহুবচন উভয়েতেই ব্যবহৃত হয়, যেমন You are a Good man এই স্থলে You শব্দ এক ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে, তথাপি You art a good man না বলিয়া You are a good man বলে; কারণ You শব্দটা একবচনে ব্যবহৃত হইলেও মূলে অর্থাৎ সংস্কৃতে ইহা বহুবচন। অতএব You শব্দ যে সংস্কৃত যুষ্মদ্ শব্দের দ্বিবচন বহুবচনের রূপ তাহা প্রায় নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়।

চাহেন যে এই সকল সংস্কৃত ভাষা নহে, ইংরেজী হইতে সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে, এবং এই প্রকার পারস্য প্রভৃতি ভাষাতে যে অনেক সংস্কৃত শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া যদি কেহ বলেন যে ঐ সকল শব্দ ঐ সকল ভাষা হইতে সংস্কৃতে আসিয়াছে, তাহা স্বীকার্য্য নহে।

অনেকে সংস্কৃত অভিধানকে অভ্রান্ত জ্ঞান করিয়া এবং অনাভিধানিক বা অশুদ্ধোচ্চারিত শব্দাদির বিশুদ্ধ রূপ জানিতে না পারিয়া তাহাদিগকে ভাষান্তর অনুমান করিয়াছেন। অথচ অন্য কোন্ ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহাও নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। এই জন্য কল্পনা করিয়াছেন যে হয়ত ঐ সকল শব্দাদি কোন এক জাতির ভাষাতে কোন কালে ছিল, যে জাতিকে আর্য্যগণ এদেশে আসিয়া বিদূরিত করিয়াছেন, অথবা যে জাতি আর্য্যগণের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ইহা কেবল অনুমান মাত্র, উল্লিখিত কারণ ব্যতীত ইহার অন্য কোন কারণ বা যুক্তি নাই। এই পরিচ্ছেদে যে আমরা "দৌড়" শব্দের উল্লেখ করিয়াছি তাহাকে "বঙ্গভাষা"র ব্যাকরণে "দেশজ" ধাতু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ তাহা যে সংস্কৃতের উচ্চারণ ব্যতিক্রম মাত্র তাহা এই পুস্তকে দেখান গিয়াছে। যে সকল শব্দাদিকে ভাষার প্রাণ বলা যায় এই পুস্তকে তাহাদের প্রায় সমুদয়ই সমালোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে সকল শব্দ ধাতু ও প্রত্যয়কে

"দেশজ" বলা হয় সেই সমস্তই যে সংস্কৃতের উচ্চারণ ব্যতিক্রম তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত কুসংস্কারকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই কুসংস্কারের কুফল এই যে কোন একটী শব্দের মূল বুঝিতে না পারিলে তাহার মূলানুসন্ধান করিতে কেহ চেষ্টা করে না। "দেশজ" বলিয়াই অবসর গ্রহণ করে।

দশম অধ্যায়।

সংস্কৃত প্রাকৃতের সম্বন্ধ।

এখন শব্দ, বিভক্তি, ধাতু ও প্রত্যয় সকলেরই আলোচনা করা হইল। দেখিতেছি তাহাদের সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে বিভিন্নতা এই যে, প্রাকৃতে উচ্চারণ সংক্ষেপ এবং কোন কোন স্থলে ব্যাকরণের নিয়ম ভঙ্গ হয়। সংস্কৃত বিদ্বানের ব্যবহৃত এবং প্রাকৃত অশিক্ষিতের ব্যবহৃত। মনে করুন বিদ্বান পুত্র বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন, মাতা প্রাকৃত বলেন; প্রভু মার্জ্জিত ভাষা বলেন, ভৃত্য অবিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে। প্রভু ও ভৃত্যের কথা বোঝেন, ভৃত্যও প্রভুর কথা বোঝে, কেবল তত শুদ্ধ করিয়া বলিতে পারে না সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে এই প্রকার প্রভেদ।

প্রাকৃত ভিন্ন ভাষা নহে; সংস্কৃত অভিধানই প্রাকৃত অভিধান; সংস্কৃত ব্যাকরণই প্রাকৃতের ব্যাকরণ। কেবল বিভক্তি প্রত্যয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ মাত্র। তাহা যে কারণে হয় তাহা দেখান গিয়াছে। প্রত্যয়াদির নিয়মের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেও আছে। অর্থাৎ বিহারে একরূপ, বঙ্গে একরূপ, উড়িষ্যাতে অন্যরূপ। তাহা এত সামান্য যে তজ্জন্য ঐ সকল প্রদেশের প্রাকৃতকে এক একটী স্বতন্ত্র ভাষা বলা যায় না। মৌখিক ভাষায় পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে একটী শব্দকে যেমন স্থানে স্থানে এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকে বিভিন্ন রূপে উচ্চারণ করে, তাহাতে পরস্পর যেরূপ পার্থক্য হয়, সংস্কৃত এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃত মধ্যে সেইরূপ পার্থক্য মাত্র, তদধিক নহে। সংস্কৃত এবং ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত প্রাকৃত সকলই এক ভাষা। সংস্কৃত নামেই জানা যাইতেছে যে উহা মার্জ্জিত ভাষা। ঐ সকল প্রাকৃতের মার্জ্জিত ভাষা সংস্কৃত আর সকল প্রাকৃত। মার্জ্জিত করার সময় প্রাকৃতের অনেক নিয়ম বৈয়াকরণেরা ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন প্রাকৃতে যে সকল অসংস্কৃত নিয়ম দেখা যায়, তাহার অনেকই সেই সকল ত্যক্ত নিয়ম; অনার্য্য নিয়ম নহে।

কথিত ভাষা অবিশুদ্ধ তাহার উপর তাহাকে অশুদ্ধ রূপে লিখিত করিয়া আরও বিড়ম্বিত করা হইয়াছে, যেমন

'দ্ব' একটী যুক্তাক্ষর তাহার উচ্চারণ 'দোঅ'র ন্যায়, দ্বারিকা = দ্দোআরিকা, দ্বারা = দ্দোআরা তদ্রূপ দ্বি = দ্দ্‌ুই ; এই শব্দকে যিনি প্রথম 'দুই' লিখিয়াছিলেন তিনি 'দ্বি' লিখিলেই যে তাহার উচ্চারণ দুইর ন্যায় হয় তাহা জানিতেন না। ব্যাকরণানুসারে দুই স্বরবর্ণ একত্র থাকিতে পারে না, একত্র হইলেই সন্ধি হইয়া যায়। সুতরাং 'দুই' শব্দ সন্ধিতে যে পুনরায় 'দ্বি' ই হয় তাহাও জানি-তেন না। ইংলণ্ডের অশিক্ষিত লোকে যেরূপ কথা বলে তাহা যদি লেখা যায় তাহা হইলে আমরা তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারি না। এমন কি ইংলণ্ডের ভদ্র ইংরেজগণ যাঁহারা নীচ লোকের সঙ্গে কখন চলেন নাই তাঁহারাও বুঝিতে পারেন না। দুই এক মাস তাহাদের সহিত চলিলে বুঝিতে পারা যায়। যথা, Aha! you begged six pence from me to get a meal, and here I find you buying a drink with it.

A. "Not much you don't," answered the object of charity, throwing half a crown on the bar. "That there six pence O'vourn mebbe won't be spent for a week. I'm not one of them as spends their money as soon as they earns it."

ঐ প্রকার কথিত ভাষাকে লিখিত করিলে যেরূপ

হয় ভারতবর্ষের অশিক্ষিত আর্য্যদিগের কথিত ভাষাকে লিখিত করিতে যাইয়া আমরা এই ভাষাকে তদ্রূপ করিয়াছি। ইংরেজীতে কথায় কথায় I said স্থলে 'I says' বলে, কিন্তু লিখিতে কি I says লিখিয়া থাকে? ইংরেজী কথিত ভাষাকে যদি লিখিত করিতে যাই তাহা হইলে নিয়ম করিতে হইবে 'ইংরেজী প্রাকৃতে say শব্দ সকল পুরুষে ও সকল কালে says হয়।' এবং এই নিয়ম মার্জ্জিত ইংরেজীতে নাই বলিয়া ইংরেজী প্রাকৃতকে সাহিত্যিক ইংরেজী হইতে ভিন্নভাষা বলিলে যেরূপ হয় এ দেশের সংস্কৃত অর্থাৎ ব্যাকরণ শুদ্ধ সাহিত্যের ভাষা আর প্রাকৃত অর্থাৎ কথিত ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলা তদ্রূপ।

যখন দুইজন ইংরেজ পরস্পর কথা বলিতে থাকেন তখন তাঁহাদের কথিত শব্দ সকল অধিকাংশই অর্দ্ধো-চ্চারিত হয়। কিন্তু ঐ সকল উচ্চারণ যে অসম্পূর্ণ হইতেছে তাহা তাঁহারা স্বয়ং বুঝিতে পারেন না, মনে করেন সম্পূর্ণ শব্দটাই বলিতেছেন এবং শুনিতেছেন। ইহার কারণ এই, যে ব্যক্তি লেখা পড়া জানেন তাঁহার মনের মধ্যে শব্দগুলি পূর্ণা বয়বে অঙ্কিত আছে; কেহ সেই শব্দ আংশিক উচ্চারণ করিলেও, অধিক ব্যতিক্রান্ত না হইলে, তাঁহার কর্ণে তাহা পূর্ণাবয়বেই প্রতিফলিত হয়। কিন্তু যে লেখা পড়া জানে না সে যে শব্দ যেরূপ উচ্চারিত

হয় সেইরূপই শুনিতে পায়, এবং সে যেরূপ শুনিতে পায় তাহা যদি লেখা যায় তাহা হইলে ইংরেজী কথিত শব্দ প্রায়ই লিখিত শব্দ হইতে ভিন্নাকার ধারণ করে। সেই আকার এবং বিশুদ্ধ লিখিতাকার মধ্যে যেরূপ প্রভেদ হয়, আমাদের সংস্কৃত এবং প্রাকৃত মধ্যেও সেই প্রকার প্রভেদ, তদধিক নহে।

দেখিতেছি হিন্দুস্থান, উৎকল, বঙ্গদেশ ইত্যাদি সকল প্রদেশের ভাষাই প্রাকৃত এবং সকল প্রাকৃতেরই মার্জ্জিত ভাষা সংস্কৃত। কি সংস্কৃত কি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃত কিছুই ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের অবোধ্য নহে। দয়ানন্দ সরস্বতী, রমাবাই প্রভৃতি যে সংস্কৃতে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা অনেক সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকেরাও বুঝিয়াছেন। কথা সরল ভাষাতেই বলিতে হয়। সংস্কৃত সরল ভাষাতে বলিলে এতদ্দেশীয় শিক্ষিত আর্য্য মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারে। যে স্থলে আমরা বলি "পাক করে" সংস্কৃতে যদি তাহার রূপ করেন 'পচতি' তাহা আমরা বুঝি না। আর যদি বলেন পাকং করোতি তাহা হইলে বুঝিতে পারি। সংস্কৃত প্রাকৃতের বিভিন্নতা এইরূপ। আর হিন্দুস্থানীগণ যদি কলিজা, জিন্দিগী, হরদম্ প্রভৃতি যাবনিক শব্দ ত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ প্রাকৃতে অর্থাৎ যাহাকে হিন্দি বলে সেই বিশুদ্ধ হিন্দিতে কথা বলেন তাহা হইলে আমরা অবলীলাক্রমে বুঝিতে পারি।

যদি শব্দ সকলই এক হয় তাহা হইলে তাহার উচ্চারণ (pronunciation, accentuation) ইত্যাদির যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম থাকে তাহা দুই চারি দিন প্রণিধান করিয়া শুনিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা যে স্থলে বলি কিঞ্চিৎ সোণা দেও, সংস্কৃতে যদি সেইস্থলে বলা যায় 'কিঞ্চিৎ কাঞ্চনং দেহি' তাহা সাধারণে বুঝিতে পারে না, কারণ উহা উচ্চ ভাষা। কিন্তু যদি বলা যায় কিঞ্চিৎ স্বর্ণং দেহি তাহা বুঝিতে পারে। অতএব প্রকৃত-পক্ষে ভারতীয় আর্য্য ভাষা সকল প্রদেশেই এক। স্থান বিশেষে যে সামান্য সামান্য প্রভেদ আছে তাহা গণনীয় নহে।

অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া (সংস্কৃত)
অদ্য যুদ্ধ তোয় আমায় (প্রাকৃত)
শৃণু দেবি বদামি * (সংস্কৃত)
শুন দেবি বলি আমি (প্রাকৃত)

*দ = ল ইহা ৪০ পৃষ্ঠায় দেখান গিয়াছে।

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং
বন্দেলোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং॥ ১

এই শ্লোকের অনুস্বার ত্যাগ করিলেই প্রাকৃত হয়। ইহাকে কি ভিন্ন ভাষা বলিতে হয়? তাহা হইলে—

'আমি খাইব না' (কলিকাতা)

'আমি খাইবাম না' (ময়মনসিং)

'আমি খাত্যাম্ ন' (নোয়াখালী)

এই সকলকেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিতে হয়। যাই-তেছি একটি পদ, তাহাকে

যশোরে বলে—যাতিছি

কলিকাতায়—যাচ্ছি

কাটোয়া—যেছি

মাণিকগঞ্জ—যাইতে আছি।

লোকে বলে "যোজনান্তর ভাষা"। চারি ক্রোশ ব্যবধানেই ভাষার বিভিন্নতা হয়। কিন্তু সেই বিভিন্নতা ধরিয়া প্রত্যেক যোজনের জন্য এক এক ভাষা করিতে হয় না। সংস্কৃত মঞ্জরী' হইতে নিম্নলিখিত পদ কয়টী উদ্ধৃত করিলাম।

বালকো বেদং পঠতি (সং)

বালক বেদ পড়্তে (হিং)*

বালক বেদ পড়ে (বাং)

মাতা শিশুং লালয়তি (সং)

মাতা শিশু লাল্তে (হিং)

---

* বলা বাহুল্য যে হিন্দিতে ভাষার আরও বল বৃদ্ধি করার জন্য পড়্তেহে, লাল্তেহে, পাল্তেহে, ইত্যাদি বলিয়া থাকে; যেমন আমরা যা স্থানে যাহা, তা স্থানে তাহা, ইত্যাদি বলি।

মাতা শিশু লালয়ে (বাং)
রাজা দেশং পালয়তি (সং)
রাজা দেশ পাল্‌তে (হিং)
রাজা দেশ পালয়ে (বাং)
সুতঃ পিতরং নমতি (সং)
সুতঃ পিতাকো নম্‌তে (হিং)
সুত পিতাকে নমে (বাং)
পাচকঃ ওদনং পচতি (সং)
পাচক ওদন পাকাতে (হিং)
পাচক ওদন পাক করে (বাং)

'পচতি' কথিত ভাষায় ব্যবহার্য্য নহে, পাকং করোতি বলিতে হয়।

যুবা গীতং শৃণোতি (সং)
যুবা গীত শুন্‌তে (হিং)
যুবা গীত শুনে (বাং)

উল্লিখিত লালয়ে, পালয়ে, নমে, ইত্যাদি শব্দ পদ্যে ভিন্ন কথিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। কথিত ভাষার রীত্যনুসারে সংস্কৃত লিখিতে হইলে লালয়তি ইত্যাদি শব্দের পরিবর্ত্তে লালনং করোতি ইত্যাদি লিখিতে হয়, যথা,

মাতা শিশুলালনং করোতি। (সং)
মাতা শিশু লালন কর্‌তে। (হিং)

মাতা শিশু লালন করে। (বাং)
রাজা দেশপালনং করোতি। (সং)
রাজা দেশ পালন কর্‌তে। (হিং)
রাজা দেশ পালন করে। (বাং)
পুত্র পিতুঃ নমস্কারং করোতি। (সং)
পুত্র পিতাকো নমস্কার কর্‌তে। (হিং)
পুত্র পিতাকে নমস্কার করে। (বাং)
পাচক অন্নপাকং করোতি। (সং)
পাচক অন্নপাক কর্‌তে। (হিং)
পাচক অন্ন পাক করে। (বাং)

এক্ষণে দেখুন সংস্কৃত এবং প্রাকৃতে কি প্রভেদ, এবং তজ্জন্য উহাদিগকে ভাষান্তর বলা যায় কি না। উপরে যে "ওদনং পচতি"র পরিবর্ত্তে "অন্ন পাকং করোতি" লিখিয়া আসিয়াছি, সুত স্থানে পুত্র লিখিয়াছি তাহার কারণ এই যে, ওদন, সুত প্রভৃতি শব্দ চলিত কথায় ব্যবহৃত হয় না। ঐ সকল উচ্চ ভাষা। চলিত কথায় অন্ন, খাদ্য, পুত্র, এই সকল শব্দের ব্যবহার হয়। এই প্রকারে পদ্য গদ্যের ভাষা, এবং কথিত ভাষার নিয়ম এবং রীতির পার্থক্য যতক্ষণ বুঝিতে না পারা যায়, তত-ক্ষণ সংস্কৃত ও প্রাকৃতকে স্বতন্ত্র ভাষার ন্যায় বোধ হয় কিন্তু ঐ সকল পার্থক্য জানিলে আর ভাষান্তর ভ্রম থাকে না।

বিনীতো ভব	জলং পিব
বিনীত হও।	জল পিও।
ধনং দেহি	মা কুরু কলহং
ধন দেও।	না কর কলহ।
দুঃখং হর	মা হর পর ধনম্
দুঃখ হর।	না হর পর ধন।
করুণাং কুরু	পর বশো মা ভব
করুণা কর।	পরবশ না হও
দেশে চল	মা কুরু পর পীড়নং।
দেশে চল।	না কর পর পীড়ন।
কোপ বশো মা ভূঃ	কিং পঠতি ?
কোপ বশ না হও।	কি পড়ে ?

(সং) জানামি	সীতাং	জনক	প্রসূতাং
(বাং) জানি আমি	সীতা	জনক	প্রসূতা
(হিন্দি) জানে হাম	সীতা	জনক	প্রসূতা
(সং) জানামি	রামং	মধুসূদন	ঞ্চ
(বাং) জানি আমি	রাম	মধুসূদন	—
(হিন্দি) জানে হাম	রাম	মধুসূদন	—
(সং) অহম্ (চ)	জানামি	রামস্ত	বধ্যঃ
(হিন্দি) হম	জানে হাম	রামকা	বধ্য
(বাং) আমি	জানি আমি	রামের	বধ্য
(সং) তথাপি	সীতাং	ন	সমর্পয়ামি
(বাং) তথাপি	সীতা	না	সমর্পি আমি
(হিন্দি) তথাপি	সীতা	না	সমর্পে হাম

"জানি আমি" আর জানামি শুনিতে একই শুনায় লিখিতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখা যায় মাত্র।

এই শ্লোকে সংস্কৃত, "হিন্দি" এবং বাঙ্গালাতে" যে সামান্য প্রভেদ তাহা দেখিলাম। এই সকলকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিতে পারি না। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি ভবেৎ স্থানে 'হয়ে' বা হয় বলে; বদস্থানে 'বল' বলে; পঠ স্থানে পড় বলে; 'পত' স্থানে পড় বলে; রামস্য স্থানে রামের বলে। তাহা কেন বলে তাহার কারণ দেখাইয়াছি। কথিত ভাষায় লোকে ঐরূপ বলিয়া থাকে। কলিকাতায় ললিতকে নলিত বলে, নবীন বাবুকে লবীন বাবু বলে। বর্দ্ধমাণে রবিবারকে অবিবার, রাম বাবুকে আম বাবু বলে। ঢাকাতে স স্থানে হ এবং হ স্থানে অ বলে। কথিত ভাষাতে এই প্রকার অনিয়ম এবং উচ্চারণ ব্যতিক্রম সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্ব ভাষাতেই হইয়া থাকে, তাহাতে ভাষান্তর হয় না। বিবাহ একটী শব্দ তাহা কথায় বলিতে সরল করিয়া পূর্ব্বে বলিত বিহা তার পর বিয়া, ক্রমে বিয়ে, শেষ 'বে'। কিন্তু লিখিতে আমরা বিবাহই লিখিয়া থাকি, কথিত ভাষা সর্ব্বত্রই এইরূপ এবং কথিত ভাষায় ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন অপরিহার্য্য।

কথিত ভাষাকে লিখিত করাতে আমাদের লিখিত (সংস্কৃত) এবং কথিত (প্রাকৃত) ভাষার উপর আরও এক একটী কথিতাকারে-লিখিত সাহিত্যের ভাষার সৃষ্টি

হইয়াছে। যদি এখনও ইহাদিগকে সংস্কৃতের কথিত ভাষা জানিয়া তাহার শাসনাধীনে রাখা যায় তাহা হইলে "বঙ্গ-ভাষা" প্রভৃতিকে সংস্কৃতের প্রাকৃত ভাষা বলিতে পারিব। লিখিত ভাষাই কথিত ভাষার মূল* সেই মূলের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে ভাষা ক্রমে মূল হইতে সরিয়া না যাইয়া মূলের দিকে অগ্রসর হইয়া উন্নতি লাভ করিবে। তখন যে শব্দ মূল হইতে অধিক স্খলিত হইবে তাহাকে অশুদ্ধ বলিয়া নিন্দা করিবে, এবং ক্রমে ত্যাগ করিবে। নিস্প্রয়োজনে কোন যাবনিক কি অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহার করিলে তাহার নিন্দা হইবে এবং ক্রমে ঐরূপ ব্যবহার উঠিয়া যাইবে। এই প্রকারে ভাষার আভ্যন্তরিক দোষ সকল ক্রমে অপনীত হইয়া তাহা বিশুদ্ধরূপ ধারণ করিবে অন্য পক্ষে যদি মূলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যদৃচ্ছামত ভাষা ব্যবহার করা যায়, আর শব্দ সকল স্বেচ্ছামত বিশ্রী করিয়া লিখিতে অধিকার দেওয়া যায় এবং যাবনিক কি অন্য অনার্য্য ভাষা নিস্প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে বাধা না দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই প্রাকৃত ভাষা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আর একটা অদ্ভুত অপকৃষ্ট ভাষার সৃষ্টি হইবে।

এইক্ষণ বঙ্গভাষার সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খলাবস্থা। একমাত্র

---

* কথিত ভাষা হইতেই লিখিত ভাষা হয়। তবে লিখিত ভাষাকে কথিত ভাষার মূল কেন বলি তাহা দ্বিতীয়খণ্ডে প্রদর্শিত হইবে।

সংস্কৃতই ইহার বন্ধনী ছিল, কিন্তু প্রাকৃতকে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া সেই বন্ধন ছেদন করা হইয়াছে সুতরাং আর শাসন কোথায়? একটী কবিতাকে দুই প্রকার করিয়া নিম্নে দেখাইতেছি, তাহার শেষটী পাঠ করিলে ভাষার অবস্থা কথঞ্চিত উপলব্ধি হইবে?

"এথা নাহি প্রভুত্বের শাসন ধমক।
নাহি গরবের কথা
নাহি অধীনতা ব্যথা
দেখিতে না হয় কভু রোষে রাঙ্গা আখির চমক"

"সুলভ জীবিকা এথা সুখের জীবন।
তরুচ্ছায়া কন্দ ফল
বিমল নির্ঝর জল
তৃণ গৃহ কুশ শয্যা, দীপ এথা চাঁদের কিরণ॥"

ঐ কবিতাটী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া উদ্ধৃত করা গিয়াছে এক্ষণে মূল কবিতাটী অবিকল দেখাইতেছি।

"হেথা নাহি মুনিবের শাসন ধমক
নাহি গরবের কথা
নাহি অধীনতা ব্যথা
দেখিতে না হয় কভু
রোষে রাঙ্গা আঁখির চমক"

"সুলভ জীবিকা হেথা সুখের জীবন
তরুচ্ছায়া কন্দফল
বিমল ফোয়ারা জল
তৃণ গৃহ কুশ শয্যা
দ্বীপ হেথা চাঁদের কিরণ"

পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে প্রাকৃতের যে উচ্চারণ ব্যতিক্রম হয় তাহা নিয়মাধীন স্বেচ্ছাধীন নহে। যত্র শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ যথা, তত্র=তথা, কুত্র= কোথা; সেই প্রকার অত্র=এথা। এই অত্র শব্দ কোন নিয়মানুসারে হেথা হইতে পারে না।

যেখানে 'প্রভুত্বের 'নির্ঝরের' লিখিলে হইত সে খানে অকারণে যাবনিক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

অক্ষি শব্দ উচ্চারণ ব্যতিক্রমের নিয়মানুসারে আখি হয় (৪৯ পৃষ্ঠা) কোন নিয়মে আঁখি হইতে পারে না।

কোন অল্পবিদ্ মোছলম'ন কবি লিখিয়াছেন,

"পড়িলেন রহিমা বিবি খোদার গজবে"

ইহাকে কি অনিন্দ্য বঙ্গ সাহিত্য বলিতে হইবেক?

ব্যাকরণ।

ভিন্ন ভাষা হইলেই তাহার স্বতন্ত্র ব্যাকরণ হইতে পারে। লিখিত এবং কথিত ভাষার স্বতন্ত্র ব্যাকরণ

থাকে না এবং তাহা কখনই হইতে পারে না। সংস্কৃত ব্যাকরণই প্রাকৃতের ব্যাকরণ। ঐ ব্যাকরণে সহস্রাধিক নিয়ম প্রকটিত আছে। তন্মধ্যে কেবল প্রাকৃতে শব্দ ও ধাতুর উত্তর সাক্ষাৎ ভাবে বিভক্তি প্রত্যয় যোগ করিবার রীতি এবং দ্বিবচন বহুবচন ও লিঙ্গভেদ নিয়মের অল্প ব্যবহার হেতু সংস্কৃত ব্যাকরণের শব্দরূপ সকলের অনেক গুলি নিস্প্রয়োজনীয় রূপ প্রাকৃতে ব্যবহৃত হয় না। তদ্ভিন্ন আর সমস্ত নিয়মই প্রাকৃতে প্রয়োজ্য। কিন্তু সেই সকল শব্দরূপও শিক্ষা না করিলে বিশুদ্ধ প্রাকৃত লেখা যায় না। প্রাকৃতে যে কয়টী অনিয়মকে নিয়ম করিতে হইয়াছে কেবল তাহাই ভিন্ন, আর সমস্তই এক। প্রাকৃতের যে কয়েকটী বিশেষ নিয়ম আছে তাহা অতি অল্প। এমন কি বোধ করি এই পুস্তকেই আমরা প্রায় তাহাদিগের উল্লেখ করিয়াছি। আর যাহা আছে তাহা দ্বিতীয় খণ্ডে দেখান যাইবে। সেই সকল একস্থানে সংক্ষেপে লিখিলে বোধ করি পঞ্চাশ পৃষ্ঠার অধিক হইবেক না। এই কয়টী নিয়মকে প্রাকৃতিক অর্থাৎ কথিত ভাষার নিয়ম বলিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে সংযুক্ত বা সন্নিবেশিত করিলেই বোধ করি প্রাকৃত ব্যাকরণের কার্য্য হইতে পারে। যে সকল বিদেশীয়গণ সংস্কৃত জানেন তাঁহারা ঐ কয়টী অতিরিক্ত নিয়ম জানিলেই প্রাকৃত লিখিতে ও বলিতে পারিবেন।

অধুনা প্রাকৃত ভাষার যে ব্যাকরণ হইয়াছে তাহাকে সেই সংস্কৃত ব্যাকরণ বলিলেই হয়, কারণ উহাতে সেই বর্ণবিধি, সেই শব্দ, সেই যত্ববিধি, সেই ণত্ববিধি, সেই সন্ধি, সেই সমাস, সেই কারক ইত্যাদি ; কেবল বিভক্তি প্রত্যয়ের স্থলে নানা প্রকার কাল্পনিক প্রত্যয়াদির উদ্ভাবন করিয়াছেন যথা, উক, ইলে, ইয়া, ইতে, ইব, ইল, ইত, ইয়াছিল ইত্যাদি। এই মাত্র প্রভেদ। ঐ সকল প্রত্যয়ের মূলানুসন্ধান না হওয়ায় উহারা এখন পর্য্যন্ত "দেশজ" প্রত্যয় বলিয়া পরিচিত। কিন্তু আমরা ক্রমে দেখাইতেছি যে প্রাকৃত কোন বিভক্তি প্রত্যয়ই "দেশজ" বা ভাষান্তর নহে, তাহারা সকলই সংস্কৃতের উচ্চারণ ব্যতিক্রম মাত্র। সুতরাং কল্পিত প্রত্যয়াদির উদ্ভাবন করা নিস্প্রয়োজন।

অনেকে বলেন সংস্কৃত ব্যাকরণ অতি কঠিন তাহা শিক্ষা করা যায় না। কিন্তু সর্ব্বভাষাতেই ব্যাকরণ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয়ই থাকে। সংস্কৃতের বৃহৎ ব্যাকরণই এখন আছে, ক্ষুদ্র মধ্যে একমাত্র মুগ্ধবোধ দেখা যায়। আধুনিক ব্যাকরণ কৌমূদী, ব্যাকরণ সংগ্রহ প্রভৃতি তদপেক্ষাও ক্ষুদ্র এবং তাহাদের সাহায্যেও সংস্কৃত শিক্ষা হয়। পাণিনি, কলাপ প্রভৃতি অতি উচ্চ শিক্ষার জন্য, সাধারণ শিক্ষার জন্য নহে। একটী বালকের পক্ষে "বাঙ্গালা" বর্ণ শিক্ষা করিতে যে সময় লাগে, সংস্কৃত

বর্ণও সেই সময় মধ্যেই শিক্ষা হয়, তার পর আকার ইকার যুক্তাক্ষর, সন্ধি, সমাস, কৃদন্ত ণিজন্তাদি "বাঙ্গালা"তেও শিখিতে হয়, সংস্কৃতেও শিখিতে হয়। আর যেমন এখন বালকেরা "বাঙ্গালা" অনেক বিষয় পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতির নিকট শুনিয়া শিক্ষা করে, তেমনি পিতা মাতা প্রভৃতি সকলই যখন সংস্কৃত জানিবে তখন সংস্কৃতেরও অনেকাংশ শুনিয়া শিক্ষা করিতে পারিবে। লিখিত ভাষাই শিক্ষনীয় এবং তাহা শিখিলেই মৌখিক ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে। তার পর মৌখিক ভাষার উচ্চারণ ব্যতিক্রম এবং বিশেষ বিশেষ রীতি শিক্ষা করা অতি সহজ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি।

অভিধান।

লিখিত এবং কথিত ভাষার স্বতন্ত্র অভিধান হয় না। সংস্কৃত অভিধানই প্রাকৃত অভিধান, কারণ প্রায় সমস্ত শব্দই উভয়েতে এক অথবা একেরই উচ্চারণ ব্যতিক্রম। প্রাকৃতে যে সকল অভিধান হইয়াছে তাহাদিগকেও সংস্কৃত অভিধান বলিলেই হয়, কারণ তাহাতে সেই একই শব্দ, প্রভেদ এই যে তাহাতে যে সকল শব্দের মুহুর্মুহু ব্যবহার হেতু প্রাকৃতে উচ্চারণ ব্যতিক্রম হয়

সেই শব্দগুলিকে সেই প্রাকৃতাকারেই অভিধানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, যেমন দুগ্ধ এবং দুদ, অশৌচ এবং অশুজ, ঔষধ এবং অষুদ, পঙ্ক্তি এবং পাঁজি। ইহাদের একটী সাহিত্যের এবং অন্যটী কথিতাকার। এই উভয় আকারই প্রাকৃত অভিধানে সন্নিবেশিত হইয়াছে, যেন তাহারা স্বতন্ত্র শব্দ। এই শ্রেণীর শব্দকে (প্রাঃ উঃ) অর্থাৎ প্রাকৃত উচ্চারণ বলিয়া উল্লেখ করিলে বোধ করি ক্ষতি নাই। কিন্তু কতকগুলি শব্দ মূলানবধান হেতু উচ্চারণ ব্যতিক্রমের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অশুদ্ধরূপে লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল দূষিত শব্দ ত্যাগ করিতেই হয়।

"বঙ্গভাষার" অভিধানে যে সকল শব্দকে প্রাকৃত বা "দেশজ" বলিয়া লিখিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী শব্দ উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের দোষ গুণের আলোচনা করিতেছি।

"অই"—লেখা উচিত অঈ = সংস্কৃত অমী।

"অনোখা"—লেখা উচিত অনীখা বা অঈনখা =
সংস্কৃত অনীক্ষিত = যাহা পূর্ব্বে দেখা যায় নাই।

"অসাড়"—লেখা উচিত অসার। অসার শব্দ সংস্কৃত। "অসার হইয়া পড়িয়া আছে," ইহার অর্থ এককালে অক্ষম হইয়া পড়িয়া আছে কোন শক্তি নাই।

দুই চারিটি শব্দ আছে, যথা, "অগরবগর" ইত্যাদি। ইহারা শব্দ নহে। ইহারা শব্দের অনুকরণ মাত্র (imitative sound) তাহা যার যেরূপ ইচ্ছা বলিবার অধিকার আছে এবং বলিয়া থাকে। যেমন কিস্ কিস্, মিস্ মিস্, বক্ বক্, ফস্ ফস্, মস্ মস্, লুপ্ লাপ, টুপ্ টাপ ইত্যাদি। কয়েকটি বাদ্য যন্ত্রের স্থান বা সুরের নাম অথবা লতা পাতার নাম আছে তাহাদের সংস্কৃত নাম না জানিয়া যার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই বলে। তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার হয়। সুতরাং তাহাদের আকার স্থির না থাকাতে তাহারা সাহিত্যে অব্যবহার্য্য, ইহাদিগকে গ্রাম্যভাষা বলে। "বাঙ্গালা" অভিধানে সেই অপকৃষ্ট শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। আরও কতকগুলি আছে যাহাদের অভিধানে স্থান পাওয়া উচিত নহে; কারণ ঐ সকল শব্দ সাধারণে ঐরূপ বলে না, যার যেমন ইচ্ছা সে সেইরূপ বলিয়া থাকে, যথা,

"অকেজুয়া"—লিখিতে হয় অকার্য্যিয়া = কার্য্যের নয় (বর্গীয় জ এবং উকার কোথা পাইলেন ?)

"অগাড়ী"—অগ্রবর্ত্তী। অগ্র = (প্রাকৃত) আগ; অগ্রে = আগে; অগাড়ী ঐ অগ্রে বা আগে শব্দের যাবনিক উচ্চারণ। প্রাকৃত নিয়মানুসারে এরূপ উচ্চারণ হয় না।

"আশ্চম্বিত"—আচম্বিত শব্দকে আশ্চম্বিত লিখিয়া তাহাকে প্রাকৃত উপাধি দিয়াছেন। আচম্বিত শব্দ সংস্কৃত।

"উপড়ন"—লেখা উচিত উপাড়ন=সংস্কৃত উৎপাটন। ইহার (ৎ) লোপমায় এবং ট স্থানে ড় উচ্চারণ হয়। ইহা পূর্ব্বলিখিত প্রাকৃত নিয়মানুসারে হইয়া থাকে।

"নাবন"—মুখে যাই বলুন লিখিতে নামনই লেখা উচিত। কারণ বালকদিগকে নিস্প্রয়োজনে অশুদ্ধ শব্দ শিক্ষা দেওয়া অবিহিত।

"অলবড্ড"—মূর্খ (এই সকল শব্দ সকলে ব্যবহার করে না এবং বুঝিতেও পারে না।)

"প্রথিবী"—পৃথিবীকে কে প্রথিবী বলে তাহা জানি না। কিন্তু আমাদের আধুনিক অভিধানে 'প্রথিবী' এক শব্দ লেখা আছে। এই প্রকার অপভাষা দ্বারা অভিধানের কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

"আকড়শী"—আকর্ষী শব্দকে এইরূপ অশুদ্ধ করিয়া অভিধানে লেখা অনুচিত।

মুসলমানেরা যখন আমাদের দেশের রাজা ছিলেন তখন রাজার ভাষা আমরা আদরের সহিত শিক্ষা করিতাম

এবং তাঁহাদিগের ভাষার অনেক শব্দ আমরা কথোপকথনে ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যবহার করিতাম। এবং বিচারালয়ে তাঁহাদের ভাষার শব্দ ব্যবহার করিতে তাঁহারা আমাদিগকে বাধ্য করিতেন; কারণ তাহা না করিলে তাঁহারা বুঝিতেন না। এক্ষণেও আমরা বলি "তুমি যে সকালে বিকালে বেড়াও না তোমার যে হেল্‌থ্‌ এককালে ব্রেক্‌ ডাউন্‌ হইয়া যাইবে। এক্‌ছার্‌ছাইজ্‌ না করিলে হেড্‌ খারাপ্‌ হইয়া যায়"। পরভাষা শিখিয়াছি বলিয়া আমরা এই প্রকারে অনেক সময়ে সেই ভাষার শব্দ কথোপকথনে ব্যবহার করি। তাহা বলিয়া লিখিবার সময় ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করা উচিত নহে কারণ এ সকল শব্দ ত আমাদের ভাষা নয়। অল্পবিদ্‌ মোছলমান্‌ কবিগণ লিখিয়া থাকেন "ডরেতে কলিজা ফাটি হবে খান খান"। "মুখে কহে মোছলমানি দেলেতে সয়তানি।" হেলথ, একছারছাইজ, হেড, খারাপ, দেল, কলিজা, সয়তানি এই সকল আমাদের অভিধানে থাকিলেই তাহা বাঙ্গালা শব্দ বলিয়া পুস্তকে ব্যবহার করিতে অধিকার জন্মে। কিন্তু আজ কাল বঙ্গাভি-ধান এই প্রকার যাবনিক ভাষাতে পরিপূর্ণ। সংস্কৃত ভাষা শব্দসাগর। তাহার মধ্যে এই সকল শব্দ আনিয়া ভাষাকে বধকরা কেন? এক্ষণ অনেকের মত এই যে ভিন্ন ভাষা হইতে যত নূতন শব্দ গৃহীত হয় ততই ভাষার উন্নতি। আমরা বলিতে চাই যে তাহা মিশ্র ভাষার পক্ষে,

সংস্কৃতের ন্যায় পূর্ণ ভাষার পক্ষে নহে। সংস্কৃত এত উন্নত ভাষা যে ইহা দ্বারা কোন প্রকার ভাব প্রকাশ করিতে অভাব হয় না। পরন্তু ইহাপেক্ষা সুমিষ্ট শব্দও অন্য ভাষাতে নাই, সুতরাং অন্য কোন ভাষার শব্দ ইহাতে ব্যবহার করিলে ইহার উৎকর্ষের লাঘব ভিন্ন বৃদ্ধি হয় না। ময়ূরকে নীলাম্বর পড়াইয়া লাভ কি? স্বীকার করি কোন কোন স্থলে বিশেষ কারণ বশতঃ পরকীয় ভাষার ব্যবহার করিতে হয়; যথা 'কুইনাইন' × রেজ (× rays), হোমিওপেথি ইত্যাদি। এই প্রকার অতি প্রয়োজনীয় শব্দ সকল যাহা আমরা ব্যবহার করি তাহা অভিধানের শেষে বিদেশীয় শব্দাবলী বলিয়া উল্লেখ করিলে বোধ করি আর কোন আপত্তি থাকে না।

প্রাকৃতের প্রায় সমুদয় শব্দই সংস্কৃত তন্মধ্যে যে সকল শব্দে উচ্চারণ ব্যতিক্রম আছে তাহাদিকে সংস্কৃতোৎপন্ন স্বতন্ত্র শব্দ বলা যায় না; কারণ উৎপন্ন হওয়া আর নিয়মানুসারে উচ্চারণ ব্যতিক্রম হওয়া এক কথা নহে। Pikcher শব্দ Picture শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলা যায় না; উহা এই শব্দের উচ্চারণ ব্যতিক্রম; কারণ উচ্চারণ ব্যতিক্রমের নিয়মানুসারে t স্থানে ch হয়, যথা, নৃত্য = নাচ; Nature, tincture ইত্যাদি। ঐ দুই বর্ণের উচ্চারণ স্থান অতি সন্নিহিত। কিন্তু Picture শব্দ Pictum শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিতে হয়;

কারণ উচ্চারণ ব্যতিক্রমের নিয়মানুসারে m স্থানে r হইতে পারে না, উহাদের উচ্চারণ স্থান পরস্পর দূরবর্ত্তী। একটি শিশুকে 'রাম' বলিতে বলিলে সে 'লাম' অথবা 'নাম' বলিবে, কখনও 'বাম' বলিবে না। উচ্চারণ ব্যতিক্রম স্বাভাবিক নিয়মাধীন, স্বেচ্ছাধীন নহে। ইহা সকল ভাষাতেই হইয়া থাকে। তাহা যতক্ষণ স্বাভাবিক, বিশেষতঃ ভাষার অনুমোদিত নিয়মাতিক্রম না করে, ততক্ষণ শব্দান্তর হয় না। নিয়মাতিক্রম করিলেই মূল শব্দ হইতে উৎপন্ন স্বতন্ত্র শব্দ বলিতে হয়। শব্দের উচ্চারণ ব্যতিক্রম হওয়া এবং উৎপন্ন হওয়ার এই প্রভেদ। অতএব প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃতোৎপন্ন ভিন্ন ভাষা নহে। ইহা সংস্কৃতের কথিত ভাষা (Colloquial form of the Sanskrit language).

কেহ বলিতে পারেন যে যদি "বঙ্গভাষা" সংস্কৃতের কথিত ভাষা হয় তাহা হইলে ইহাতে উচ্চভাষা প্রয়োগ হয় কেন? ইহার কারণ এই যে লিখিতে গেলেই সুন্দর বিশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয়; এবং বিশুদ্ধ সুন্দর শব্দ সকল ব্যবহার না করিলে ভাবও সুন্দর মত প্রকাশ করা যায় না। লেখা দূরে থাকুক সাধারণ কথোপকথনের মধ্যেও যদি একটুকু উচ্চ ভাব আসিয়া পড়ে তখনই সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ ভাষা বিনির্গত হয়। বক্তৃতা করিতে উচ্চ ভাষা আসিবে তাহার অন্যথা নাই।

এমন কি শোকাচ্ছন্ন ব্যক্তিকে প্রবোধ দিতে ত কেহ বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিতে যায় না তথাপি তাহাতে উচ্চ ভাবের কথা বলিতে হয় বিধায় উচ্চ ভাষা ব্যবহৃত হয়। তাহা ইচ্ছাধীন নহে স্বাভাবিক। যেখানে ভাবের গাম্ভীর্য্য সেইখানেই উচ্চ ভাষা ব্যবহৃত হইবে ইহা অনিবার্য্য।

শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "রাম বনবাস" হইতে কয়েকটী বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"রাজার আশার সহিত নিশার অবসান হইল। ভূপতির নয়ন-তারকার ন্যায় গগণে তারাগণ নিস্তেজ হইল। নিশানাথ নরনাথের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া যেন অদর্শন হইলেন, ভূপতির দুঃখে দুঃখিত হইয়াই যেন বিহগকুল আর্ত্তরব করিয়া উঠিল। কৈকেয়ীর লজ্জাবরণের ন্যায় পূর্ব্বদিক্ তিমিরাবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিল। রাজার দুঃখ দেখিয়াই যেন তরুগণ শিশিরচ্ছলে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। রাজার মুখের ন্যায় অরুণ তাম্রবর্ণ হইল। সূর্য্যবংশের দুরপণেয় কলঙ্ক চিন্তা করিয়াই যেন, সূর্য্য মন্দ ভাস হইয়া প্রকাশমান হইলেন।"

বলুন দেখি এমন সুন্দর ভাব কি কেবল কথিত ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায়? ভাল, চেষ্টা করিয়া দেখি।

রাজার আশাও গেল রাতও পোহাইল। রাজার চোখের তেজ কমিল তেমনি আকাশের তারাগুলিরও তেজ কমিল। রাজার দুঃখ সইতে না পারিয়া চাঁদ লুকাইয়া

গেল, রাজার জন্য দুঃখিত হইয়া পাখীগুলি যেন কাঁদিয়া উঠিল। কৈকেয়ী যেমন লাজের ঢাকা খুলিয়া দিল পূর্ব্বদিক্‌ও তেমনি অন্ধকারের ঢাকা ফেলিয়া দিল। গাছ হইতে যে শিশির পড়িতেছিল তাহা দেখিয়া মনে হইল যেন গাছগুলি রাজার দুঃখে কাঁদিতেছে। রাজার মুখ যেমন তামার মত হইল সূর্য্যও তেমনি হইল। সূর্য্যবংশের এমন কলঙ্ক হইল যে সে কলঙ্ক আর কখন যাইবে না ইহা ভাবিয়াই যেন সূর্য্যিটা অতি অল্প তেজের সহিত উদয় হইল।

এইরূপ ভাষা পড়িয়া আমাদের যেরূপ কাঁদিতে হয় তরুগণ কি বিহঙ্গকুল রাজার দুঃখে তদ্রূপ কাঁদিতে পারে নাই। তাই বলিতেছিলাম প্রাকৃতে অর্থাৎ কথিত ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা এবং তাহা অসম্ভব কারণ ইহা অস্বাভাবিক।

পুস্তক লেখা দূরে থাকুক একখানা পত্র লিখিতেও কথিত ভাষাপেক্ষা বিশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যথা, "মহাশয়ের এক খণ্ড পত্রিকা প্রাপ্তে সমস্ত সংবাদ অবগত হইলাম। বধূমাতাকে সহসা পিত্রালয়ে পাঠাইব কি না লিখিবেন।" ইহার চিহ্নিত শব্দ সমূহের একটীও কথিত ভাষা নহে অথচ আপামর সাধারণ সকলেই ঐ সকল শব্দ বুঝিতে পারে, এবং লেখাতে ব্যবহার করে; কারণ মুখে যে যাহা বলুক লিখিতে কেহ অশুদ্ধ ভাষা

ব্যবহার করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা করে না। মৌখিক কথায় বধূকে বহু বা বউ বলে খণ্ডকে খান বলে কিন্তু লিখিতে বধূ এবং খণ্ডই লিখিয়া থাকে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

একাদশ অধ্যায়।

অক্ষর।

ভাষা যেরূপ লিখিত এবং কথিত ভেদে দ্বিবিধ, অক্ষরও তদ্রূপ দ্বিবিধ। যে প্রকার পরিষ্কার অক্ষরে পুস্তকাদি লিখিতে হয় তাহার একরূপ এবং সেই অক্ষর সচরাচর ত্রস্তভাবে লিখিতে তাহার যে আকার হয় তাহা অন্যরূপ। যেমন কথিত ভাষাতে পুস্তক লেখা আর লিখিত ভাষায় কথা বলা অনিয়ম তেমনি পুস্তকের অক্ষরে চলিত ত্রস্ত লেখা এবং চলিত ত্রস্ত লেখার আকারে পুস্তক লেখা অনিয়ম; কিন্তু সর্ব্ব দেশেই কালক্রমে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। প্রথম ইয়োরোপীয় ভাষা দেখুন,—

A B C D

a b c d

প্রথম দেখিয়া কে বলিতে পারে যে এই উভয় প্রকারই এক অক্ষর? কিন্তু উভয়ই এক। সাক্ষাতে

চিত্র করিয়া দেখাইতে পারিলে স্পষ্ট দেখান যায়, বাক্য দ্বারায় প্রকাশ করা কঠিন। তথাপি কিঞ্চিৎ বলিলেই কথঞ্চিৎ বুঝা যাইবে।

A = A = A = a = a = a

B = B = B = b = b

C = c

D = D = D = d = d = d

এই সকল অক্ষরের টান যে স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা চিহ্ন দ্বারা দেখান গেল। শেষ অক্ষর (*d*) র যে চলিত অক্ষরে দক্ষিণ দিকের নীচে একটু টান বৃদ্ধি হইল তাহা অন্য বর্ণের সহিত মিলিতে যাওয়ার জন্য। duty লিখিতে (*d*) কে (*u*) র সহিত মিলাইবার জন্য উহার নীচে একটুকু টান বৃদ্ধি করিয়া 'duty' লেখা হয়। উদাহরণ স্বরূপ এই কয়টী বর্ণ দেখাইলাম মাত্র। এখন আমাদের ভাষার পুস্তকেরঅক্ষর এবং চলিত অক্ষর দেখুন।

ক্ব খ্ব গ ঘ ঙ

ক খ গ ঘ ঙ

ক = ক = ক = ক = ক

খ = খ = খ = খ = খ = খ

গ = গ

ঘ = ঘ

ঙ = ঙ

ভাষা যেমন মুখে যে যা বলুক না কেন লেখাতে স্থির থাকিলেই হয়, তদ্রূপ অক্ষরও সাধারণ কার্য্যে যে যেমন ইচ্ছা লিখুক না কেন পুস্তকে স্থির থাকিলেই হয়। কিন্তু সংস্কৃতের কথিত ভাষাকে লিখিত করিতে সেই ত্রস্ত লেখার অক্ষর ব্যবহার করা হইয়াছে। তাহা অনিয়ম। কারণ লোকে ত্রস্ত ভাবে লিখিতে কখনও অক্ষর সকলকে পূর্ণাবয়ব করিয়া লেখে না। যার হাতে ইচ্ছামত যেমনি আসে তেমনি টানিয়া যায়। সেই সকল বিকৃতাকার চিহ্ন সকলকে অক্ষর জ্ঞান করিলে তাহা অনেক প্রকার হইয়া পড়ে। যথা—

ক = ক

শ্রী = ৬।

ব = V

হ = 2

এই যে প্রচলিত হস্ত লিপির উদাহরণে কয়েকটি অক্ষরের রূপ দেখাইলাম এই নবরূপই যদি পুস্তকে গৃহীত হয় তা হইলে আবার অল্পকাল মধ্যে হস্তলিপিতে তাহার আরও রূপান্তর হইয়া যাইবেক। আর যদি পুস্তকের লেখা স্থির থাকে তাহা হইলে চলিত লেখাও অধিক রূপান্তরিত হয় না। চলিত অক্ষর সকলের সংস্কৃত হইতে এতদ্দেশে যত ব্যতিক্রম হইয়াছে, হিন্দুস্থান কিম্বা উৎকল দেশে তত ব্যতিক্রম হয় নাই।

হিন্দুস্থানে চলিত অক্ষরকে কায়েথি অক্ষর বলে। কারণ সাধারণ লেখা পড়া কায়েথ বা কায়েস্থ জাতির ব্যবসা ছিল। মুখে যেরূপ কেন না বলা যায় এবং হাতে যেরূপ কেন না লেখা যায় তাহাতে ক্ষতি হয় না। কিন্তু ঐ ত্রস্ত লিপির অক্ষরে এবং মৌখিক ভাষাতে যদি পুস্তক লেখা হয় তাহা হইলেই অন্য ভাষার ন্যায় দেখায়। যথা,

"এছাহি হোতি" ইহা যে হিন্দি ভাষা তাহা সকলেই জানেন। এক্ষণ দেখুন "এষাহি ভবতি" (সংস্কৃত) = এছাহি হওতি = এছাহি হোতি (প্রাকৃত)।

এখন বলুন দেখি যদি প্রাকৃত লিখিত না হইত এবং "এষাহি ভবতি" সংস্কৃতাক্ষরে লিখিয়া ঐ বাক্যটী "এছাহি হোতি" উচ্চারণ করিত তা হ'লে কি কেহ ভাষান্তর মনে করিত? উত্তোলন লিখিয়া যদি তোলন উচ্চারণ করে, উপবাস লিখিয়া যদি উপাস বলে তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু লিখিতেও যদি তোলন, উপাস লেখে আর তাহার অক্ষরেরও অন্যরূপ হয়, তাহা হইলেই মূল শব্দটী ভুলিয়া গিয়া ভাষান্তরের ন্যায় বোধ হয়। সংস্কৃতাক্ষরে দ্বা লিখিয়া যদি 'বা' উচ্চারণ করে, স্নান লিখিয়া যদি ছান বলে তাহাতেও তত ক্ষতি নাই। কিন্তু ঐরূপ লিখিলে ভাষান্তরের ন্যায় দেখায়। সংস্কৃত এবং প্রাকৃতে এই প্রভেদ।

পুস্তকের লেখাতে যখন (क) ছিল তখন তাহা ত্রস্ত লিপিতে ক্রমে—

क = क = ক = ক = ক

হইয়াছে, তার অধিক সরিতে পারে নাই। কিন্তু যখন আবার ঐ (ক)ই পুস্তকের অক্ষর বলিয়া গৃহীত হইয়াছে

তখনই ত্রস্ত লিপিতে উহা আরও ব্যতিক্রান্ত হইয়া ‹৳ এইরূপ ধারণ করিয়াছে। আবার যদি কোন কালে কোন কারণ বশতঃ এই আকারই পুস্তকের লেখাতে ব্যবহৃত হয় তখনই ত্রস্ত লিপিতে উহা আরও রূপান্তরিত হইবে। অতএব ভাষাকে রক্ষা করিতে হইলে পুস্তকে পুস্তকের অক্ষর স্থির রাখা প্রয়োজন।

ঐ প্রকার যদি পুস্তকের ভাষা স্থির থাকে তাহা হইলে মৌখিক ভাষা অধিক ব্যতিক্রান্ত হইতে পারে না। কিন্তু পুস্তকের ভাষা ব্যতিক্রান্ত হইলে মৌখিক ভাষা আরও সরিয়া যায়। সংস্কৃত লিখিত ভাষা হইতে "যাতুমাসীত্" শব্দ মৌখিক ভাষাতে ক্রমে "যাতে ছীত্" "যাতে ছীল্" "যাইতেছীল" পর্য্যন্ত সরিয়াছিল আর সরিতে পারে নাই। কিন্তু যখন "যাইতেছীল" লিখিত ভাষা বলিয়া পরিগৃহীত হইল তখনই আবার মৌখিক ভাষা আরও সরিয়া গিয়া "যাচ্ছীল" হইয়া বসিয়াছে। যদি কোন কালে আবার লিখিত ভাষায় যাচ্ছীল শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে উহার মৌখিক ভাষা আরও বিকৃত হইয়া যাইবেক। লিখিত ভাষা মৌখিক ভাষার বন্ধন স্বরূপ। প্রাকৃতকে সংস্কৃতের মৌখিক ভাষা না বলিয়া স্বতন্ত্র মিশ্র ভাষা বলাতে, এবং ইহাকে "বঙ্গভাষা" বলিয়া স্বতন্ত্র নাম দেওয়াতে ইহা শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া দিন দিন কদাকার ধারণ করিতেছে। একটি প্রাকৃতবাক্যের প্রত্যেক শব্দের

সংস্কৃতোচ্চারণ করিলে তাহা যে পরিমাণে বিশুদ্ধ সংস্কৃত হয় সেই প্রাকৃত বাক্যকে সেই পরিমাণে শুদ্ধ প্রাকৃত বলা যায়। কথিত ভাষা এই প্রকারে লিখিত ভাষা দ্বারা শাসিত হয়, তদ্ভিন্ন ইহার অন্য শাসন নাই। পক্ষান্তরে লিখিত ভাষাও কথিত ভাষা দ্বারা অনুশাসিত। লিখিত এবং কথিত ইহারা ভাষার দুই অঙ্গস্বরূপ, ইহাদের একের অভাবে অন্যভাগ অঙ্গহীন হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। অতএব যাঁহাদের আর্য্যভাষা রক্ষা করিতে বাসনা আছে তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন প্রাকৃতকে সংস্কৃতে সংরুদ্ধ রাখা কত প্রয়োজন।